

শূন্যের মাঝারে বানাইল

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়



সদয়ি, ১০, বাম্পন চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
পৌষ ১৩৭২

প্রচ্ছদ :
সুবোধ দাসগুপ্ত

প্রকাশক :
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি,
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
কনক কুমার বসুঠাকুর
সুদমুদ্রণী,
৪/৬৬এ, বিজয়গড়, কলিকাতা-৭০০০৩২

শূন্যেৰ মাঝাৰে বানাইল

কিছু নিষ্পত্তি মানুষের ছবি আর কিছু উদ্যমশীল নর-নারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস। যুবক নিতাই এবং নারী বাবলির অপরিণত প্রেম আর দাবানলের মত ক্ষুধা—সঙ্গে সরকারী কলকন্ডায় কিছু বে-মাফিক আচরণ। উৎখাতের নামে আমরা এক নিষ্ঠুর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকলাম। ছোট অথচ সংগ্রাম মন্ডর একটি উপনিবেশ কি করে ছায়ে খায়ে গেল, তার জ্বলন্ত সাক্ষ্য—শূন্যের মাঝারে বানাইল।

ଓଃସର୍ଗ—

ନନ୍ଦନାଲ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ

ସ୍ତ୍ରୀତିଭାଜନେଷୁ

লেখকের অন্য বই

নীলকণ্ঠ পাখির খোজে (১ম ১য়)

অলৌকিক জলযান (১ম ২য়)

শেষ দৃশ্য

টুকুনের অসুখ

জীবন বড় ভারবাহী জন্তু

সুখী রাজপুত্র

রাজা যায় বনবাসে

রদুৱে জোৎস্নায়

মানুষের ঘরবাড়ি

নীল তিমি

বলিদান

ছঃস্বপ্ন

ফেনতুর সাদা ঘোড়া

নগ্ন ঈশ্বর

একালের বাংলা গল্প

একটি জলের রেখা

তখন হাহাকার বাতাস বইছিল। আকাশ নির্মেষ। সকালের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রোদ্দুরে তাপ ছিল না। ঘাস মাটি ভিজ়ে ছিল। কিন্তু বেলা বাড়তেই সব শুনশান। খরতাপ। মাটি থেকে ভেজা গন্ধটা কোন এক অদৃশ্য দৈতা গুবে নিয়েছে। বোঝা যায় আকালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমুদ্র থেকে হাহাকার বাতাস উঠে আসছে। এবং এই অঞ্চলের মানুষজনের ওপর প্রচণ্ড রোষ। প্রকৃতি বিরূপ। তার উপর কিছুদিন ধবে সরকারী বাবুরা এসে শাসিয়ে যাচ্ছে ঘর বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। যেখানে বাস ছিল, সেখানে ফিরে যেতে হবে। প্রায় বছর ধরে জমকি আসছে। তাব আগে বাবা বাছা করে দেখেছে ফল হয়নি। তখনই নিতাই শুনতে পেল, দূর থেকে কেউ ডাকছে। নদীর চরা থেকে কেউ হাঁক দিয়ে ওঠে আসছে। নিতাই বুঝতে পারল অভয় খুড়ো হাঁক পাড়ছে।

অভয় খুড়ো নদীর ওপার থেকে কোনো খবর নিয়ে আসতে পারে। নিতাই কুড়োলটা হাতে নিয়েই ছুট লাগাল। নতুন ঘর বাড়ি রাস্তা, কলাগাছ, পেঁপে গাছ, কেউ কেউ বাড়ির সামনে নারকেল গাছ পুতেছে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সব গাছপালা বড় সজীব। মাটি উর্বরা হলে যা হয়। মা বনুজ্জরা আবাদহীন থাকলে যা হয়। মানুষের বাসের জগু, জমি চাষের জগু যেন প্রকৃতি বুক পেতে বসেই ছিল। জরা থরা আর মৃত্যু সম্বল করে পাহাড়ে পাথরে যারা ধুঁকছিল, এমন এক অকপট সজীব বনভূমির খবরে তারা স্থির থাকতে পারেনি। দলে দলে চলে আসছে। আর বন কেটে বসত বানাচ্ছে। সরকারী হুকুমের কেউ তোয়াক্কা করছে না। নিতাই যেতে যেতে সব দেখতে থাকল। বাবলি কাঠকুটো কোথেকে সংগ্রহ করে আনছে। মাথায় কাঠের বোঝা। ডুরে শাড়ি পরণে। নিতাইকে দেখতে পেয়েই চোখ মটকাল।—কোথা? কোনখানে যাও গৌসাই!

নিতাই বলল, অভয় খুড়ো ডাকছে।

শুধু এ-ডাক যে নিতাই শুনেছে তা নয়। যারা ঘরে ছিল, যারা ঘরে ছিল না, সবাই যেন ডাকটা শুনতে পায়। তারপর অভয় খুড়ো রাস্তা থেকেই শহরের খবর, সরকারী বাবুদের হুমকির কথা বলতে থাকে।

এবং নদীর চরা থেকেই জটলা শুরু হয়ে যায়। যে যার ঘরে শেষে খবরটা পৌঁছে দেয়। রাতে টেমির আলোতে ভাত খায় পারসে মাছ দিয়ে। বৌ বেটিরা জোয়ান মানুষদের মুখে লক্ষ্য করে আতংকের ছাপ। নিজের দেশ এটা, ঘর বাড়ি করে, অনাবাদী জমি চাষ করে যখন লক্ষ্মী ঘরে প্রায় তুলে এনেছিল, তখনই হুমকি। জোর জুলুমের ভয় দেখাচ্ছে। জোয়ান মানুষেরা আগে এটাকে পান্ডা দেয়নি। শহরে কিছু বাবু ভোটের আগে এসে নির্ভয় দিয়ে গেছে। সবল বলতে এই শরীর। কালো, পাথুরে অঙ্গ। হাতে দা কুড়োল। পরে হাল গরু, ছাগল ভেড়া কিনে এনেছে। জমিতে আবাস গড়ে তুলতে গেলে যা যা মানুষের লাগে প্রায় সবই এসে গেছে। এখন মাইলের পর মাইল নতুন উপনিবেশ। উপনিবেশ গড়তে গেলেই প্রথমে খেতে লাগে। পরে জমি লাগে, শেষে চাষ আবাদ লাগে। মাথার উপর ছাউনি লাগে। খার দেনা করে প্রথমে চিড়ে মুড়ি। পরে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া। চাই নৌকা। দিন যায় রাত যায়, করাতের শব্দ কানে আসে। মানুষ নিশ্চুতি রাতেও জেগে থাকে। ঘুমায় না। কারণ নয়া আবাস গড়তে এসে বুঝেছে মানুষগুলো, হাতে সময় নেই। অনাবাদী ভূমির গর্ভে বীজ পুতে দিলে শস্য হবে, তার আগে জমির গাছমুড়ো সব সাক করা দরকার। সেটা সময় লাগবে। সুতরাং কাঠ কাট, নদীর ওপারে নিয়ে যাও, যা হয় চাল ডাল তেল ছুন কেন। আর বাকিটা—নদী আছে, মাছ আছে, বাঁধ দাও, জল আটকাও, মাছের পোনা ফেল, দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে, তখন ধরঙ্গী সুরেলা, সুফলা। তখন তারা সরকারের ঘরেই মাছ এবং শস্য তুলে দিয়ে আসতে পারবে। হাজার হাজার জোয়ান মদ স্বপ্ন দেখছে, সরকার আকালে, মাছ, শস্যদানা

হাতে পেলেন খুশি হবে। তখন আর হুমকি থাকবে না। বছরে পাঁচ সাত হাজার মণ মাছ, বিশ পঁচিশ হাজার মণ শস্য সরকারের ঘরে বাঁধা দরে বিক্রি করে আসতে পারবে। তাদের সাবলম্বী দেখতে পেলেন সরকারের খুশি হবারই কথা। তারা ভাগিদার হতে চায় না, জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে চায় না, যা অনাবাদি তাতে ফসল ফলিয়ে, মাছ জ্বিইয়ে, জীবনে মানুষের মতো প্রতিষ্ঠা চায়। না, তারা আর কিছু চায় না।

অভয় খুড়োর পায়ে টায়ারের চটি, গায়ে তেল চিটচিটে একটা মার্কিন কাপড়ের জামা। লম্বা ঢাঙা মানুষ। চুল বড় বড়। ফকির বাউলের মতো মুখ চোখ। আগে একতারা সম্বল ছিল। এখানে এসে হাতে কুড়ুল নিয়েছে। আগে জমি আবাদ হোক, বন থেকে কাঠ কেটে আনা হোক, ঘরে ঘরে গাই গরু হোক, দুধ মাছ ফেনা ভাত হলে পরে আবার একতারা নিয়ে বসবে। কারণ বেঁচে থাকতে গেলে হাতে কুড়ুল চাই, হাতে একতাড়াও চাই। অভয় খুড়োকে না দেখলে সেটা বোঝা যায় না। সেই পাখুরে জমি থেকে বাস তুলে দেবার সময়, অভয় খুড়োই বুঝিয়েছিল, খাই না খাই, নিজের দেশ, নিজের চেনা জন মনিষি গাছপালা আবাদ সব নিজের। মাটিতে পেট দিয়ে থাকতে পারলেও শাস্তি। তখন ক্যাম্পের মানুষজন অভয় খুড়োকে দেবতার মতো ভেবেছে। যে যার লোটা কম্পল সম্বল করে পাড়ি দিতে লাগল। দেশের নেতা মানুষেরাও বলে এসেছে তাদের দল সরকারে এলেই ঘরের লোক ঘরে কিরিয়ে নেবে। নিতাইর বাবা ছিল অভয় খুড়োর দোহার। সে বলেছিল, ঠাকুর যখন যাবেন ঠিক করেছেন, তখন আর কথা কি। কি সালে ধরা, চানা চুমরি খেয়ে পেটে কড়া পড়ে গেল। পাবদা মাছ মিলবে নি! কত কাল পাবদা মাছ দিয়ে ঝোলভাত খাইনা। নিতাই বাপের কথা শুনত আড়ালে। বাবা দেশ ঘরের কথা বলতে বলতে বড় আনমনা হয়ে যেত। কোথায় ছিল একটা নদী, তারপর বিশাল মাঠ, গাঁ-গঞ্জ, ছুধালো গাঠ, পরবে ইলিশ মাছ আর রেগুপদ হালদারের জালে আড়কাঠি। সে-নাকি কতদিন যায়, মাস যায় কেবল নদীতে ভেসে

থাকা। বড় চাঁই মাছ আর শিলং বাটা মাছ, পারশে চাপিলা বজ্জি কত হরেক কিসিমের মাছই আছে। বাপের সেই দেশ নিতাই দেখেনি। তবু সে যেন দেখতে পায়, ঠাকুরবাপ এসে ডাকত নিশ্চুতি রাতে। ও ক্রিরনী জেগে আছনি। ওর ঠামা ধড়ফড় করে উঠে বসত। কুপি জালিয়ে বুঝত, তার মানুষ নদী থেকে ফিরে এসেছে। বর্ধার নৌকা ঘাটে এসে লেগেছে। তখন পাড়া পড়শিরা খবর শেয়ে যেত। একটা বিশাল ডোঙ্গার মধ্যে মাছ সব খলবল করে বেড়াচ্ছে। রাতের জিড়ান দিয়েই ঠাকুরবাপ আবার নদীতে ভেসে পড়বে। ঠাকুরবাপের সঙ্গে নাহু জ্যাঠা, করিম মিঞা, আরও কত জন। যে যাবে নদীতে তারা এসে নৌকায় উঠে পড়ত। বড় উত্তেজনা। নিতাইর বাপ সুরেন লাকিয়ে উঠে যেত ডোঙ্গায়। ঠাকুরবাপ ডাকত, হেই বাপরে, দেখবি নাকি। তারপরই সে পাটাতন তুলে দেখাত। ইয়ে মাছ। একখান বিশাল মাছ পেট উচিয়ে পড়ে আছে। বড় চাঁই মাছ। কী তাজা! রূপোর বরণ গা। ঠোঁট সিঁহুরের মতো লাল। শুড় ভাসিয়ে নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। আর এই মাছ ধরার জন্তু কত কিসিম করতে হয়েছে, ঠাকুরবাপ দশজনের কাছে তার গল্প বলে ছকা টানত।

নিতাই দৌড়ে যাচ্ছিল, আর ভাবছিল, অদ্বিষ্টে কিছুই থাকল না। কারা এটা করে। জমি থেকে কারা উচ্ছেদ করে দেয়! সে বড় হতে হতে বুঝেছে, আসলে জমি মানুষের সঙ্গে বেইমানি করে না। মানুষই বেইমান। না হলে করিম মিঞাই বলবে কেন, পরাগ দাদা অবস্থা ভাল বুঝতেছি না। লাগবে বোধ হয়।

কি লাগবে, কেন লাগবে?

বাপ সুরেন তখন বড়ই অবুঝ মানুষ। তবু বোঝে, ঠাকুর বাপ ত কারও সাতে পাঁচে থাকে না। খাটে খায়। বছরের পূজা পার্বণ সব ঠাকুর বাপ বড় ভক্তি ভরে করে। মানুষের জন্তু ঠাকুর বাপ ঝড় জলে নৌকা ভাসায় নদীতে। হালদাররা জানে, পরাগ হালদার তাদের হল গে এক নম্বরের মাছ মারিয়ে। কোন নদীতে, কোন জলায়, কোন শ্রোতে

কি-মাছ ভেসে বেড়ায় ঠাকুর বাপের মতো কেউ বলতে পারে না ! ঠাকুর বাপের ছিল বিশাল দেহ । এক ছ-রাত এক নাগাড়ে অনায়াসে বৈঠা চালাতে তার মতো কে আর পারে ! বিশাল বেড়িজাল ফেলে গহীন গাঙে ঠাকুর বাপ সাঁতরায়, আকাশে নক্ষত্র থাকে । ডুবে ডুবে বুঝতে পারে, জালের মাঝে কোন মাছের ঠোঁট লাগছে । এবং এই এক নেশাই ছিল ঠাকুর বাপের বড় সম্বল, বড় নেশা । নিজেরটা বুঝত না । শুধু অভিযানে বের হয়ে পড়া । বিশাল নদীর গর্ভে অতল জলে সাঁতার কেটে কেটে এক মনুষ্য তারে কয় যারে যায় না ফেলা, যে শুধু মাছের রাজা হয়ে বাঁচতে চায় । তার সংসার চলে গেলেই সে খুশি । তারপব রাতে পালা কীর্তন । পাড়ার গুরুমশায় একতারা বাজিয়ে মঙ্গল চণ্ডির থানে গান গায় । ঠাকুর বাপ দোহার । পাড়া পড়শিরা টেমির আলো জ্বলে এসে বসে থাকে । আকাশে বাতাসে তখন এক দুরলহরী— যেন মানুষের পরিশ্রমের পর ঈশ্বর ভজন না হলে চলে না ।

সে সব দিন কবেকার কথা হয়ে গেছে । সে দৌড়াচ্ছিল । লোকজন দৌড়াচ্ছিল । অভয় খুড়োই সব খবর নিয়ে আসে । সরকারী বাবুদের খবর, কাগজের খবর । এই খবর সম্বল করে এরা কি করবে না করবে ঠিক করে নেয় । যেমন প্রথমেই খবর হয়েছিল, এই জমি ছেড়ে দিতে হবে । খবর হয়েছিল, এটাতে কোনো বিদেশী চক্রান্ত আছে । সরকারকে নাস্তানাবুদ করার জন্যই তলে তলে মানুষগুলির ভয়াবহ এই চক্রান্ত । কিন্তু নির্ভাই জানে, তারা এসেছে স্বদেশের মাটিতে । সেই গাছপালা, সেই জমিন, ধানখেত, আম-জাম নারকেলের গাছ, নদী অরণ্য সব তার কবে কে যে রক্তের মধ্যে সেঁদিয়ে রেখেছিল,—সে বলতে, এই সব । মানুষেরা, যারা নতুন করে বসত বানাতে লেগে গেছে— তারা জানেও না, চক্রান্ত কি হতে পারে আবার । তারা এসেছে শেকড় মাটিতে পুতে দেবে বলে । যেন এতদিন পরগাছা হয়ে বেঁচেছিল— একটু জমি আর অরণ্য মিলে, সূর্য্যর আকাশের নিচে হাত পা মেলে দেবার এই সুর্যোগ । সরকারী খাস জমি, আবাদ হয় না, শুধু

গেঁও আর গরানের জঙ্গল, আর আছে অসংখ্য খাড়ি নদী। বর্ষায় জল এলে মনে হয়, সেই এক শাপলা শালুকের দেশ। প্রাণে বান এসে যায়।

তখন অভয় খুড়ো চৌচিয়ে বলল, নৌকা জলে ভাসাও।

এ-কথা কেন!

নদী ধরে কি শত্রুপক্ষ এগিয়ে আসছে!

জটায়ু খুব ঘাড় বাঁকা লোক। পরনে লুঙ্গি। হাতে দা। সে দা ছাড়া কখনও হাঁটে না। বাঁশ পেলে কুপিয়ে আনা। ডালা কুলো তৈরি হয় ওর ঘরে। সেগুলো চালান যায় হাসনাবাদে। নদী ধরে সে ভেসে যায়। কোথায় যায় ক'দিনের জন্ত। তারপরই দেখা যায়, জটায়ু আর তার স্ত্রীসন্তরা ফিরছে মূলি বাঁশের মাচান নিয়ে। এক দিন দু দিনের পথ না। কেউ বলে দু মাসের পথ। এখানে এসেই তার তিনটে খেপ হয়ে গেছে। হোগলার বেড়া, গোলপাতার ছাউনি আর যা কিছু চাল চুলো সবই মূলি বাঁশের। জটায়ু এটা নিজের কাজ ভেবে নিয়েছে। কম দামে কম পয়সায় সে তার মানুষজনদের কেবল বলে যায়, ঘর বানাও। বসে পড়। ট্রাকে করে যারা প্রথম দিকে আসছিল, সে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। আসলে এটা একটা স্বাধীনতার স্বাদের মতো কিছু। পেলে একবার যা হয়। আলাদা রাজস্ব বানিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। হাজার হাজার ঘর তুলে মানুষের বসবাসের বন্দোবস্ত করাই ছিল জটায়ুর একমাত্র কাজ। এতদিন শুধু তারা সরকারের প্রত্যাশায় ছিল। সরকার কাজ দেবে তবে করবে। বীজধান, সার, হালের বলদ সরকার দেবে তবে চাষ আবাদ। জমি রুখা হলে যা হয়—সরকার তল্লি-তল্লা উজাড় করে দিয়েও এদের নিবাসী করতে পারেনি। জটায়ু দাদা বলত, নিজের থেকে না হলে পরে কত দেবে তোমায়। ফলে এখানে এসে জটায়ুদার কাজই হয়েছে, ঘর বানাও। আবাদ কর।

অভয় খুড়ো জটায়ুদাদা মশীন্দ্র হালদার ঘুরে ঘুরে সব মানুষকে সাহস জুগিয়ে গেছে। সেই অভয় খুড়ো বলছে, জলে নাও ভাসাও।

নিতাই বুঝতে পারল না, কেন এ কথা? এবং আগুনের মতো

এই সব কথাবার্তা ছড়িয়ে যায়। এই কিছুদিন আগে সরকার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে ওদের ভাতে মারতে চেয়েছিল। কোথাও থেকে কিছু আসবে না। রাস্তা ঘাট বন্ধ। নদী পারাপার বন্ধ।

পুলিশের বাঁক মৌমাছির মতো উড়তে থাকে। দু-একবার দাঙ্গাও হয়ে গেছে। ওদের এলাকায় জটায়ু আর ফিরে এল না। বাপ সুরেন আর ফিরে এল না।

এমনিতেই নতুন জায়গা হলে প্রথমে জল সয় না। যা খায় তাই বদহজম। ওলাওঠায় সাফ হয়েছে কিছু? ডাক্তার বস্তি নদীর ওপারে। সেখানে কেউ গেলেই সংশয়, কে হে বাপ, এখানে কি করতে! কি চাই, কথা বলাও যায় না মুখ খুলে। কত চর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসলে এই লোকগুলির ভেতরে সব সময় কি হয় কি হয় ভাব। নিতাই জানে, বাইরের লোককে তারাও বিশ্বাস করে না। খবরের কাগজে সে শুনেছে রোজই খবর, ভাল খবর মন্দ খবর মিশে থাকে। যেমন একবার লেখা হয়েছে নাকি, এক অরণ্যভূমি সোনার জমিন হতে চলেছে। মাছের আর আকাল থাকবে না। লোনাঙ্গল ঢুকিয়ে বাঁধ বেঁধে মাছের চাষ করতে হয় কি-ভাবে এদের কাছে না গেলে শেখা যায় না।

নিতাই জানে, সেটা অবশ্য যথার্থ কথা। তার মাছমারিয়ার বংশ। মাইলের পর মাইল ধরে সব পড়শিরা মাটি কাটার কাজ করে গেছে। খাল কেটে জল নিয়ে এসেছে। লোনা জলে ভেটকি গলদা পারশে। সেই মাছ হাসনাবাদ গেছে। মাছ বিক্রি করে পয়সা আসছে। লোকেও খেতে পাচ্ছে। তারপর ভাগ। কেউ একা নয়। হাজার হাজার তারা একসঙ্গে, সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ। টেমির আলো যদি জ্বলে সব ঘরেই জ্বলবে, না জ্বলে কোথাও জ্বলবে না। এক বেলা খেলে সবাই খাবে, না হলে কেও খাবে না। শিশু বুড়োরা আগে তারপর জোয়ান মানুষেরা যা হয় কিছু খাবে।

নিতাইচরণ বিপ্লব জানে না। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মনে

হয়েছে, কিছু একটা হচ্ছে। কেউ তারা একা না হয়। এতগুলান মানুষের নসিব এক সঙ্গে এক দড়িতে বাঁধা। কাজেই ভয় নেই। খাটো খাও। রোদ্দুরে মাটি কোপাও। নৌকায় অরণ্যে চলে যাও। কাঠ কেটে আন। বেঁচ। তারপর চাল ডাল ছুন আন। এনে ভাগ করে দাও। ইক্ষুল বসাও। ক্লাব ঘর কর। একটু ঠাকুরের নাম নিতে হয়, আটচালা করে তাও পুষিয়ে নেওয়া হয়েছে। অথচ নিতাইচরণ বোঝে না, সরকার কেন খান্না দিন দিন।

বাপ পিতামোর ফেলে আসা দেশটার গল্প তার জানা। বাপ বলত, দেশ একদিন স্বাধীন হবে। কী ভয়। কী আশংকা। দাঙ্গার সময় কারু মনে সুখ নাই। কখন না জানি ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। আর রাতে মুসলমান গাঁয়ে জিগির উঠলেই যে যার ঘরবাড়ি ফেলে জঙ্গলে চলে যেত। জঙ্গলে লুকিয়ে পড়তে হত। আর কেবল মনে হত, লোক আসছে অসংখ্য, অসংখ্য লোক আসছে, জিগির দিচ্ছে। হাতে মশাল, সড়কি বল্লম। এবং এসেও গেল একদিন। তারপর যে যার মতো ঘরবাড়ি ফেলে নিশুতি রাতে নদী সাঁতরে হেপারে উঠে সোজা বর্ডার পার হয়ে চলে আসা। তারপর ক্যাম্প আর ক্যাম্প। ঘরবাড়ি এখানে ওখানে উঠেছে একদিন। আবার সরকারী পরোয়ানায় ঘর ভেঙেছে। ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকে। ছাগল ভেড়ার মতো তুলে নিয়ে কোথায় যেন দিয়ে আসে তাদের। ট্রাকে করে কোথা থেকে কোথায় যেন পৌঁছে দিয়েছে তাদের।

নিতাইচরণ তার বিশ বাইশ বছরে কত কিছুর সাক্ষী। কেন এটা করে। কেন তাড়িয়ে বেড়ায়। হু মুঠো অন্ন, আশ্রয়, জল এবং জমি হলে তারা আর কিছু চায় না।

তখন চরে লোকজন জমে গেছে। অভয় খুড়ো ভিড়ের মধ্যেই হাত তুলে বলেছে, ঘাবড়াবা না। আমরা চোর ছাঁচোর নই। খাটি খাই। কেউ আমাদের দু-পয়সা দিয়ে কয়নি, দিলাম। ভগমান সাক্ষী। যেন অভয় খুড়ো এইটুকু বলেই সবাইকে শংকার কথা জানিয়ে দিল।

গদন জ্যাঠা বলল, বলবাত কি হইছে ? কি খবর !

—নৌকা ঠিক রাখ। পারত আরও জঙ্গলে ঢুকে যাও। গরমেন্টের মতলব ভাল না।

কি করবে ? এতগুলান মানুষের জ্ঞান নেবে বলছ ?

জ্ঞান নিলে বেঁচে যেতে দাদা। তা কে নেয়। এই যে নিতাই-চরনের বাপ চলে গেল, তুমি আমি কিছু করতে পারছি। যে যায় সে বাঁচে।

ভিড়, হট্টগোল, নানা রকমের কথা কানে আসতে থাকে নিতাই-চরণের। সব জোয়ান মদ্রা অভয় খুড়োকে ঘিরে রেখেছে। অভয় খুড়ো হাঁটলে ওরা হাঁটেছে। অভয় খুড়ো দুটো কথা বলেই মাটিতে হাত ঠেকিয়ে মা বসুন্ধরাকে প্রণাম করছে। যেন সাক্ষী এই ধরনী, মা তোর ছেলে ঘরে ফিরে আইল, তারে ক্যান তাড়ায়। তোর ঘরে আমরা কি উপদ্রব করলাম মা জননী।

গদন জ্যাঠা বলল, সরকারী বাবুরা কি না করল। পুলিশ বসাল। চেকপোস্ট বানাল। ক্যাম্প বসিয়ে রেখেছে। চাল ডাল ছুনের পথ আটকে দিল। ওষুধ পথিা কেড়ে নিল। কিছু আসতে দিল না। তারপরই হাউ হাউ করে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল গদন জ্যাঠা। তার সোমন্ত ছেলে কালীচরণ এক ফোটা ওষুধ পেল না। তাক্সা পোলাটা দাওয়ায় দাপিয়ে মরে গেল। —কে দেবে জবাব ? গদন জ্যাঠার চোখ দুটো লাল। তখনই অভয় খুড়ো কেমন ধমকে উঠল, দাদা কার ঘরে সব ঠিক ঠাক আছে। দেশ থাইকা পালানের সময় যা আনছিল। আছে লগে। কার আছে কণ্ড। শুধাশুধি কান্দ ক্যান। যাইব। সব যাইব। তারপরই থেমে বলল, না যাইব না। কিছু না কিছু থাইকা যাইব। তার লড়ব।

আর কত আমাগ মারব।

কত মারব জানি না। সেটা ভগবানরে জিগাও।

আসলে এই সব মানুষের শেষ ভরসা ভগবান, নসিব। এখনই

কিছু কিছু লোক ভাবতে শুরু করেছে, জলে বাস করে কুমীরের লগে লড়াই হয় না। কেউ কেউ সময় থাকতে গা ঢাকা দিচ্ছে। যেমন জয়পুরের মাধু মণ্ডল তার বৌ পোলা নিয়ে নৌকা ভাসিয়ে চলে গেল। বলে গেল, কুটুম বাড়ি যাবে। সেই যে গেল আর এল না। মাধুর পরে কেউ গেল। তারপর থেকে গত ক'মাসের মধ্যে একে একে অনেকে ভেগেছে। মনীন্দ্র আর অভয় ঘুবে ঘুবে বলেছে, এক আটির একটা লাঠি ভাঙলেও জোব কইমা যায়। তোমরা যাইয় না। গরমেটের ক্মতা নাই, ওঠায়। এতগুলান লোককে ভাতে মাবে কার সাধ্য আছে। আমাগ একটাই অপরাধ; আমরা খাইটা খাইতে চাই। তেনাগ দয়ার ওপর বাঁচতে চাই না।

গদন জ্যাঠা নেপলা গোপলা মাঝে মাঝে নদীর চরার দিকে তাকাচ্ছে। অভয় খুড়ো বলে চলেছে, সরকার নাক পুলিশ দিয়া সব বাড়িঘর জ্বালাইয়া দিব। গদন জ্যাঠা চিৎকার করে উঠল, কও কি!

নদীর ওপারে কানাঘুসা তাই শোনা গেল।

ভিড়টা কেমন হতবাক হয়ে থাকে। নিতাইচরন পাশে পাশে হাটছে। সামনের বসতিগুলির মেয়ে বৌরা খবরটা জানার জন্য রাস্তায় বের হয়ে পরেছে। সবার চোখে মুখে আতংক। কেউ আর রা করছে না।

এই প্রথম নিতাইচরন কথা বলল, খুড়ামশায় একটা কথা কই।

অভয় বলল, কও।

পালাইয়া আর যামু কোনখানে? তবে কি করবা? মরি বাঁচি লড়মু। বলে কুড়ালটা মাথার ওপর তুলে ধরল।

॥ দুই ॥

এভাবে নিতাইচরণ তিন পুরুষ ধরে তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। সে আকাশে বাতাসে কেমন কানাকানি শুনতে পায়। কে যেন বলে গেছে তাকে, হয়তো ঠাকুরবাপই হবে, ও আমি পরান হালদার কই, মাটির ক্ষুধা মানুষের বড় ক্ষুধা। যাও, তারে লও, তাবে সেবা কর। মা জননীর কোলে থাক, তারে সুজলা সুফলা করে রাখ। তার কোলে বাস, তার কোলে মরণ। তারে অবহেলা করতে নাই।

তারপরই আকাশে বাতাসে যেন সে শুনতে পায় কোন এক অদৃশ্য আত্মা বিরাজ করে বেড়াচ্ছে। বিলাপের ভাষা সে বোঝে না। তবু তার মনে হয়, আসলে সেই যে কবে থেকে তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, খুন জখম হচ্ছে, ঠাকুর বাপ, তাব বাপ, হয়ত সে নিজের শেষ পর্যন্ত সেই এক কপাল করে এসেছে। জমি পেলেত অবহেলা করবে। সে জমিই পায়নি। তাকে বাব বাব উৎখাত হতে হচ্ছে।

যেমন তার ঠাকুরবাপ পরানের কথাই ধরা যাক। নিতাইচরণ শুনে শুনে যেমনটা জেনেছে—এই যেমন, গাধাগুলোকে সে রাতে আর জল দেখানো গেল না। গরুগুলি গোয়ালে হাঙ্গা হাঙ্গা করে ডাকছিল। এবং বাবুদের ঘোড়াগুলির চিংকারে ধরা যাবে যে এই হত্যাকাণ্ড থেকে কেউ বাদ যাচ্ছে না। নিশুতি রাত। গাঁয়ের পর গাঁ দাউ দাউ করে জলছে। নিশুতি রাত। মাঠে মশালের আলো, মানুষের আত্নানাদ। কখনও পোড়ামাংসের চামসে গন্ধ আর এক হাহাকারের ছবি মাঠময় প্রেতের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল। সকলেই পালাচ্ছে। গ্রাম উজাড় করে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পালাতে দিচ্ছে কে? তবু অন্ধকার মাঠের ভেতরে, ঘাস বন জঙ্গলের ভেতরে পালাবার জন্ত ছুটছিল। কে কোথায় কোনদিকে ছুটেছে হুঁস নেই, কে কখন আলগা হয়ে গেছে হুঁস

নেই। আসলে মরণের ভয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেলে যা হয়। নিতাই-চরণের ঠাকুর বাপ পরাণ হালদারও ছুটছিল। ছুটতে ছুটেই মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে, ও কিরণী কোথায় গেলা। অ সুরেন, বাপ আমার, কোথা গেলি। ঠিক তখনই একদল অমানুষ, হাতে মশাল, সড়কি বল্লম—হল্লা জুড়ে দিচ্ছে, ঐ যায়। মার তারে। নিতাইর ঠাকুর বাপ প্রাণের ভয়ে মোত্নাঘাসের জঙ্গলে ডুইবে গেল। কেউ দেখল না। কাফের এক জঙ্গলে লুকায়ে রয়।

ঘাসের জঙ্গলে পরান ফের ফিস ফিস করে ডাকল, অ সুরেন, বাপ আমার কোথা গেলি। অ কিরণী তুই তর পোলা নিয়া কোন পগারে ডুব দিলি!

কোন জবাব পেল না। সবার পবাণে ডর। মরণে কামড় দিলে কার মাথা ঠিক থাকে। শুধু কোনরকমে এই নিশ্চিতি রাতে জান নিয়ে পালানো। কিন্তু হায় পালানো বড় দায়—শহরে গঞ্জে উঠে যেতে পারলে রক্ষা। পরাণ তার বউ কিরণীকে বেটা সুরেনকে আর খুঁজে পেল না। মোত্নাঘাসের জঙ্গলে সে একা, আর একা বলেই বোধ হয় তার মিতা হাসিমের কথা মনে পড়ে গেল। জাবিদার কথা মনে পড়ে গেল। যদি তার মিতা জান রক্ষা করতে পারে। হাসিম ওর বড় আপনজন, বিপদে আপদে রক্ষা করে আসছে। সেই হাসিম যদি ওরে কয় করে দেয় তবে আর যাবেটা কোথায়? কিরণী যেতে পারে হাসিমের দরজায়। বেটা সঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু তিন দিকে মশাল। মোত্নাঘাসের জঙ্গল পার হলে নদী। সে জলে ডুব দিতে পারে। ডুবে সাঁতার কাটতে পারে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত নদীতে ঝাঁপ দিল পরাণ। ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে ওপারে গিয়ে ভেসে উঠল। হাসিমের বাড়ি উঠে ডাকল, একটা তকন ছাও আমারে মিতা। মুসলমানের মত টুপি পইরা চইলা যামু। অথবা যেন বলার ইচ্ছা ছিল, বনে জঙ্গলে কিরণীকে খুঁজে পাইনি হাসিম। তোর বাড়িতে বউ বেটার খোঁজে উঠে এলাম।

কে কথা কয় ?

আমি পরাইয়া। আমারে বাঁচা তুই। যদি মারতে ইচ্ছা যায়
মাইরা ফ্যাল। আর পারি না।

দাঙ্গার সময় তখন। বড়ই অসময়। হাসিমের মত মানুষেরা
একঘরে। জাবিদা দরজা বন্ধ করে বসেছিল। বলা যায় না, কে কখন
এসে খবর নিয়ে যাবে, হাসিম গেছে উণ্টা পথে। অসময়ে কে ডাকে !
দরজা খুলে দেখল পবাণভাই। সে বলল, ভিতরে আসেন।

পরাণ দাঁড়াতে পারছিল না। সে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে
পড়ল। ঘরে কুপি জ্বলছে। মোরগের ডাক শোনা যাচ্ছিল। শীত
বড় হিমেল বলে জাবিদা ঘরে আগুন জ্বলে দিয়েছে এবং ওরা পরস্পর
ফিস ফিস করে কথা বলছিল। ভয়, কেউ শুনতে পাবে। সর্বত্র চর
ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা লোক অন্ধকার মাঠে চোঙ মুখে এক-ঘরে
লোকদের শাসাচ্ছে। আর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিচ্ছে। জ্বর জ্বালা
মত এই ধম্মের অসুখ। যারে ধরে তারে খায়। মানুষ বড় অমানুষ
হয়ে যায়। জাবিদা চোখে মুখে কাতর এক ভাব। আতঙ্কে পরান
ভুল কথাবার্তা শুনছে।

সে বলল, কিরণী আমারে ডাকতাকে বইন।

জাবিদা বলল, ডাকুক। আপনার এখন বাইর হইয়া কাম নাই।

পরান কেমন শুনতে পায়নি মত বলল, কি কইতাছ বইন।

জাবিদা পরানকে সাহস দিল। বলল, আপনি অর তফন পরেন,
আগুন পোহান। আমি আইতেছি। বলে সে উঠানে নেমে পাশের
ঘর বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে গেল। কে কোথায় আছে, কার মনে কি
মতলব। কে যেন এখন হৈকে গেল, ইসমতালির পেটে সুপারির শলা
টুকে গেছে। ইস্কুল বাড়িতে কিছু কাফের লোককে থাকতে দিয়েছিল
ইসমবালি। বেটা মজা বোঝ। ইসমতালি রুখে দাঁড়িয়েছিল—শব্দ
পর্যন্ত পারেনি। গোটা ইস্কুল বাড়িতে আগুন, হল্লা। হাসিমত
গেছিল সেখানে।

তখনই দেখল হাসিম দৌড়ে আসছে। অন্ধকারে মানুষ দৌড়ালে বোঝা যায় না। যেন জীবজন্তু দৌড়ায়। জাবিদা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘরে তার কাকের। কে জানে কোন মানুষ, কিন্তু কাছে আসতেই গায়ের গন্ধে টের পেল জাবিদা, হাসিম। অন্ধকার উঠোনে জাবিদাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মেজাজ খাট্টা। —তুই আবার বাইরে ক্যান। ইসমতালির পেটে সুপারির শলা হান্দাইয়া দিছে।

জাবিদা বলল, পরাণ ভাই আইছে।

কেমন ছেলেমানুষের মত সে কৈদে উঠল, পরাণ তুই বাঁচিচা আছস!

পরাণ ভিতর থেকেই বলল, হু আছি। যাই নাই। কিরণীয়ে পাইতাহিনা। সুরেন কোনখানে যে গ্যাল। পরাণ হাসিমের স্থির চোখ দেখে সব বুঝতে পারছে। হাসিম ভাইও ভাল নাই। তার জন্তু আবার না হাসিম বিপদে পড়ে। সে এতক্ষণে বুঝতে পারল, ইসমতাতালি যাদের ইঙ্কুল বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিল, তারা সব পুড়ে মরেছে। সুরেন কিরণী যদি থাকে। সে হাউ হাউ করে কাঁদতে গিয়ে বুঝল, বড়ই অহুচিং কাজ হবে। হাসিম জাবিদার প্রাণ সংশয় হবে। সে যেমন উবু হয়ে বসেছিল, বসেই থাকল। একটা গাছের গুঁড়ির মতো দেখতে লাগছে।

চারপাশে তখন সব চুপচাপ, নিরুন্ম। একটা কীট পতঙ্গ পর্যন্ত নড়ছে না। হাসিম জাবিদার কারো মুখে রা নেই। পরাণের মনে হল সে হাসিমের বিপদ ডেকে এনেছে। সে উঠে দাঁড়াল। বলল, বইন যাই। মাঠে মাঠে নাইমা যাই। কে কখন আইসা খোঁজ-খবর নিব। তোমরা বিপদে পড়বা। এই বলে ছুটেতে চাইলে হাসিম থপ করে হাতটা ধরে কেঁলল। বলল, যাইবা কই? মাঠে? আমি ত মরি নাই। তারপর বিবির দিকে তাকাল। বিবি কি বলে! বিবি সাতস দিলে তার আর ডর নাই। বিবি ঘান বলল, তখন পরে টুপি

মাথায় পরাণ ভাই নাইমা ঘাইতে পারে মাঠে। ছদ্মবেশে শহরে উঠে গেলে ভয় নাই।

হাসিম ভাবল অল্পরকম। অঞ্চলের মানুষ পরাণ। মাছ মারিয়ে পরাণ হালদার। কে না চিনে। ধরা পইড়া ঘাইব।

জাবিদা আর কোন বুদ্ধি দিতে পারল না। মাঠে মাঠে অনেক দূর যেতে হয়। তারপর নদীর পাড় ধরে। সহসা জাবিদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সময় নাই। কেডা কখন আইসা পড়ব। কাফের লুকাইয়া বাখছে কিনা, কে জানে কারে কয় কাফের। জাবিদা বলল একটা বুদ্ধি মাথায় আইছে। মনে লয় যদি ভাইবা দেখতে পার।

হাসিম বলল ক' তোর কি বুদ্ধি।

জাবিদা বলল, নদীর পারে হাইটা যাও। তারপর নদীর পারে তুমি, জলে পবাণ ভাই। একখানা পাতিল সম্বল কইরা ভাইসা পড়তে হইব।

সেটা আবার তর কি বুদ্ধি হইল।

পাতিল মাথায় পরাণ ভাই। জলে মনে হইব পাতিল ভাইসা যায়। পাতিলেব তলায় নাক ভাষাইয়া নদী পার হইলে কেমন হয় ?

হাসিম বুঝতে পারল, নদীর জলে পরাণ, সঙ্গে একটা পাতিল। পাতিলটা জলের ওপর ভেসে যাবে। পাতিলের নিচে পরাণের মুখ। সঁাতার কাটতে খাস নিতে তখন আর কষ্ট থাকবে না। নদীর পাড়ে পাড়ে হাসিম, কাঁধে বাঁশের লাঠি, ছোট এক পুঁটলী বুলবে চিড়ার। জামবাটে চিড়া ভিজিয়ে কোন ঝোপে অথবা বন বাদাড়ে খুদা পেলে পরাণকে খেতে দেবে। জাবিদার বুদ্ধি বড় পাকা। নদীর পাড়ের মানুষ বলেই জাবিদার বুদ্ধিটা বড় পছন্দ হয়ে গেল। নদীর জল সম্পর্কে, কচুরিপানা সম্পর্কে এবং কোন পাড়ে কি আছে সব জাবিদার টিরা পাখির মত মুখস্থ।

গোয়াল থেকে হাসিম সামান্য হুধ ছুয়ে নিল। জাবিদা শীতের

রাতে সেই দুধ গরম করে আর একবার বাড়ি গোপাট, অস্থখ গাছ সব দেখে এসে বুঝল, এই সময়। নয়ত মশালের আলো নিয়ে যারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা টের পেয়ে যাবে। কঁাক কঁাকরে না ফসকে গেলে হবে না। জাবিদা দুধ দিল পরাণকে। পুঁটুলিতে চিড়া বেঁধে দিল। হাসিম সঙ্গে যাবে। সে নদী পার করে দিয়ে আসবে। গঞ্জের নৌকায় তুলে দিতে পারলে আরও রক্ষা। এই উপদ্রুত এলাকা পার হয়ে গেলে আর ভয়ের কিছু থাকবে না। তাড়া খেয়ে পরাণ তখন বর্ডার পার হয়ে যাবে। জাবিদার বড় কষ্ট হচ্ছিল। তার আর সুখ নাই। হাসিমের সুখ নাই। মানে মানে জ্ঞান নিয়া পরাণ ভাই হেপারে গেলে জাবিদা বাঁচে।

আর পরাণ নদীর জলে পাতিলের নিচে মুখ রেখে, শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্ত সময় সময় পাড়ে হাসিমের লাঠির শব্দ শুনে জলের ওপর ভেসে উঠবে, অথবা পাতিলের ভিতর মুখ রেখে গোপনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে পারে। ওর কোন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। নদীতে কি যায়, পাতিল ভাইয়া যায়। কে জ্ঞানবে, পাতিলের নিচে পরাণ আছে, পরাণের জ্ঞান আছে। পরাণ পাতিল মাথায় গভীর জলে ভেসে পড়লে কেউ আর টের পাবে না।

জাবিদা হাসিমের দিকে একটা লাঠি আর পাতিল এগিয়ে দিল।

তখনও পরাণ কথা বলছে না। মাছ মারিয়ে পরাণ কেমন বোধবাস্তিহীন। উবু হয়ে বসে আছে। আর বিলাপের মত উচ্চারণ, আমার সুরিনডা বাঁচা আছেত! কিরণী! অরু কোন দিকে গেল।

হাসিম বলল, ঠিক পার হইয়া যাইব! ভাইব না। আগে নিজের জ্ঞান বাঁচাও। পরে দেখা যাইব। আমরা ত আছি। নেও উইঠা পড়। আল্লার নামে রওনা হই।

তখন ঘোড়াগুলোর আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বাবুদের ঘোড়াগুলি জলে গেছে, মরে গেছে। মালুকের মতো অস্থখ পুড়ে যায়। আর মাঝে মাঝে আকাশে বাতাসে ভীষণ জিগির—পিশাচের মত হাঁ করা

মুখ আব হাসিমের কথা, অ আল্লা তর নামে অরা কিডা করতাহে। চকু মেইলা ছাখ।

তখনও পোভা স্ত্রাংসাঁতে চামসে গন্ধ, মাঠে মাঠে, গোপাটের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। পাখ পাখালিরাও ভয়ে এ-দেশ ভেড়ে পালাচ্ছে। হাসিম চুপি চুপি তখন বাড়ি থেকে নেমে গেল। পেছনে পরাণ। তার পেছনে জাবিদা। পরাণকে শেষমেষ বলছে, ডর নাই। তাইন লগে আছে। লাঠি আছে। মাপাব উপবে আল্লা আছে। ডর নাই। বৌদি আর সুরিনডা ঠিক হেপাবে চইলা যাইব। পালাইছে যখন বাইচা যাইব।

হাসিম গোপাটে নেমেই বুঝল, পালানো কঠিন। যখন তখন উদ্ধার মত ছুটে আসছে মশাল। দৌড়ে যাচ্ছে। হাসিম হাঁকল, ডুব। পরাণ টুপ করে ঝোপের মধ্যে ডুবে গেল।

কেডা? অ হাসিম ভাই!

হরে মিঞা! শেষ কইরা দিলা সব?

দিলাম। কাফের থাকতে দিমু না।

ভাল করছ। কাফের থাকলে আল্লার গোসা হইব। আমিও মাঠে কাফের খুঁজতে বাইর হইছি। পাইলেই জবাই করমু।

॥ তিন ॥

নিতাইচরণ মাহুষ হিসাবে খুব বেশী বাড় বাড়ন্তু। চুল বড় ধড়। আলিসান জোয়ান। হাতের পেশী সবল। সে এক কোপে একটা ছোটখাট গাছের গুঁড়ি নামিয়ে দিতে পারে। তারা মাহ্ মারিয়ের জাত। রাজকণা সত্যবতীর বংশধর তারা।

মিরেট পাথুরে জমিতে হাল বসাতে না পারলে বাপ তাকে সেই গল্পটা বলত, তোর ঠাকুর বাপ একবার গহীন জলে ডুব দিল আর উঠেনা। নিত্য খুড়ো বলল, গ্যালরে গ্যাল। আমার বয়স হয়নি নদীতে ঝাপ দি কি করে। বাপ মাছের সঙ্গে ডুব দিচ্ছে। হাতে কোচ একখান। এপার হেপার জল থৈ থৈ। বর্ষাকাল। তল পাওয়া যায় না নদীর। সেই নদীতে তোর ঠাকুরবাপ ডুইবে গেল, ভেসে ওঠে না।

বাপের কথার ধরনেই ছিল, এক কথা বার বার ঘুরে এসে পড়ত। শেষ করত অগ্নি কথায়। — তারপর বুঝলি দেখি তোর ঠাকুর বাপ অনেক দূরে হাত তুলে দিচ্ছে। নৌকা ভাসাইয়া দিলাম। কাছে গিয়া দেখি, কে যেন বাপেরে জলের নিচে নামাইয়া দিতে চায়। বাপ কোন-রকমে কয়, ধর। ধরে তোলার আগেই আবার বাপ ডুবে গেল, দূরে গিয়ে ভেসে উঠল। বুঝ না, নৌকার লোকজন শেষে কি করে, আমার তখন ডাংগা বয়স। টের পাই, জলে মাছ, ডাঙ্গায় মানুষ। তোর ঠাকুরবাপ পারবে কেন! মাছে মানুষে লড়ালড়ি চলছে। তোর ঠাকুরবাপ আর যখন মাছটাকে কাহিল করে আনছে, বাপ জলে মাথা ভাসিয়ে দিচ্ছে, তখন বুঝলি নেতাই, সে ভাবা যায় না—নৌকার লাখান এক আলিসান সিংহদ্বারী বোয়াল। দুই মানুষের মাথার সমান লম্বা। যান আস্ত আর একখান সোনা রূপার নাও। লাফায়। লেজের বাড়ি না, যান তিন মালা নাওয়ার একখান বৈঠা —

নিতাই বুঝতে পারত বাপ বড় দুঃখে দেশের মহিমা গাইত।

সেও বাপের সঙ্গে তখন উরাট জমিতে জল নিয়ে যায়, জমির ঘাস বাছে। নিড়ান দেয়, ফাঁক ফাঁক করে পাঠশালায় যায়। বাপ জমিতে হাল দিতে গিয়ে বলত, সব পাথর নেতাই। এডা কি ছাশে আইলামরে বাপ। জল নাই, রুখা জমি, আবাদ হয় না, সালভর আকাশ পানে চোখ। গরম খুব, যান ধরনো জলতাছে। মানুষ জলতাছে। মানুষের পরাণ কি এত মাগনা। 'যেনে তেনে কইয়ে দিলেই হল।

এই করে নিতাই বুঝত, তার বাপের নসিব মন্দ। ঠাকুর বাপ পালাচ্ছিল, বাপ পালাতে চায়। বাপের মন পড়ে আছে দেশের মাটিতে! কোজাগরি লক্ষ্মী পূজা হয়, ঠাকুর পুরুত সব আছে। নারকেলের নাড়ু হয় তিলের তক্তি হয় — কিন্তু বাপের মন বড় কাতর। এ ছাশে টুনি ফুল নাই। টুনি ফুল না হলে কোজাগরি লক্ষ্মী পূজাই বিফলে যায়। বাপ তাকে নিয়ে যেত কোরাপুটের কলমি পাহাড়ে। সারা দিনমান ওরা ঝোপে খুঁজে বেড়াত টুনি ফুল। আর বাপ বলত, লায়েক, তোরে নিয়ে যাব সেই একখান ছাশে—অর্থাৎ সে বুঝতে পারে, বাপ তার শেকড় বাকড় এই উরাট জমিতে ঢুকিয়ে দিতে পারছে না। জল সার না পেলে যা হয়।

এবং বলত, বুঝলি, নদী নাই, নালা নাই বর্ষাকাল নাই, জল থৈ থৈ করে না। ধানের জমি নাই, ডুব দিয়া নদী পার হওয়ন যায় না। বিলের মাছ নাই। কি নিয়া থাকি। ফের বলত লায়েক হ'। তোরে নিয়া যামু একবার সেই দেশে। দেইখ্যা আসবি ছাশ কয় কারে একখান। ছয় ঋতু তের পাঁচ, তর মায় জানে স্থলপদ্ম ফুল কারে কয়।

তারপরই বলে, নিয়া আইছিলাম একখান ডাল। তুই যেবারে ভূমিষ্ঠ হইলি সেবারের কথা। জয়নগরের ব্রজেন শীল মশাই ছাশে গেছিলেন, কইলাম, পারেন ত আমের আঁটি, কাঁটালের বীচি নিয়া আসবেন। আর একখান স্থলপদ্মের ডাল। তা নিয়া আইল। গোয়ালঘরের ছনছাতলায় আমি আর তর মায়—কোনখানে লাগান যায় ভাবতে লাগি। তা তর মায় কইল, যা একখান ছাশ বাঁচা উঠুক ত। জমি সাফ কইরা গোবর সার দিয়া তুই চারদিন যত্ন আশ্রি করা গেল। কিন্তু বাঁচাইতে পারলাম না। এই ছাশের মাটিতে বোঝলাম স্থলপদ্ম গাছ বাঁচে না। আনলাম একখান সোনামণি লতা। বাঁচাইতে পারলাম না। জঙ্গল আর পাথর হইয়া যায় সব। পারস ত, বড় হইলে ছাশের পোলা ছাশে ফিরা যাইস।

তারপরই নিতাই দেখেছে বাপের মুখ বড় করণ। বড় বড় চোখে

তাকিয়ে আছে সব উরাট জমির দিকে। চাষ আবাদ হয় না। সৈঁচের জল পেলে তাও কিছু হত। সেই এক সালে, মনে আছে, কি খরা, সারা বছর এক কৌঁটা জল নাই। সামনে যা জমি ছিল, সব শুকনো মরুভূমির মতো। মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ গজিয়ে উঠেছে। গোয়াল থেকে বাপ মজ্জলাকে নিয়ে গেল হাটে। বেচে দিয়ে এল। সারদা পল্লীর সব মানুষ বলছে কি হবে! তার উপর আছে মাউলি। পূজা পার্বণে, ফসল তোলার সময়, ছাগল গরু বাচ্চা দিলে স্থানীয় বাবু ভাইরা জোর করে মাউলি আদায় করে। না দিলে থাকতে দেয় কে? মজ্জলাকে বেচে দিয়ে তার বাপ যা পেল, বাড়ি ফিরে মাউলি বিদায় দিতেই তা ফুরিয়ে গেল।

সেদিনের রোষের কথা নিতাইর এখনও মনে পড়ে। যেন বাপ পারলে সর্বত্র আগুন ধরিয়ে দেয়। দেশে বিচার নাই। বিচারটা কে করবে! পুলিশ দফাদার থেকে প্রজেক্টের বাবুরা সবাই এর ভাগ পায়। বাপ চিৎকার করে বলেছিল নিতাইকে, মানুষের অধ্যম্য দেখে শিখে রাখ বাপ, জীবন করে কয়। বাপ তারপরও উঠানে দাঁড়িয়েছিল। মানুষ বলতে হু'জন। সে আর তার বাপ। পাড়াপড়শিরা সবাই বলাবলি করছিল, এখানে আর থাকন যাইব না।

বাবলির ঠাকুরবাপ পরাশর লাঠি ভর করে এয়েছিল! এক মুখ দাড়ি, চুল সাদা। কংকালসার মানুষ। চোখ কোটরাগত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকছিল, সুরিনডারে।

বাপ বাইরে বের হয়ে বলেছিল, পরা দা?

আইলাম তর কাছে!

বাপ জানে, কিজন্ত এয়েছে। এক খুড়ি জল চাইল। জলের বড় আকাল। টিউকলে জল নাই। এক-ঘড়া জল বাপ সাঁঝে বের হয়ে গিয়ে রাত দুপুরে নিয়ে আসে। এইটুকু সম্বল, কেউ সহজে হাত ছাড়া করতে চায় না। অথর্ব মানুষ জ্যাঠা। বাবলি হেঁড়া ক্রক গায়ে দিয়ে দাওয়ায় বসে আছে ঠিক।

ক্যান আইলেন ?

যামু গিয়া ভাবছি ।

বাপের কাছে এটা নতুন খবর নয় । সারদা পল্লীর অনেকেই গাঁ ছাড়া হচ্ছে । পরাশর জ্যাঠা এয়েছিল, ছ' গণ্ডা ছেলেপিলে নিয়ে । খরায় জরায় সব উজাড় । যেমন বাড়বাড়ন্ত থাকে বৃক্ষ, বয়স হলে ছাড়া গাছ হয়ে যায়, তেমনি ছাড়া হয়ে গেছে পরাশর জ্যাঠা ।

বাপ দাওয়ায় চাটাই পেতে দিল । অগুদিন হলে কিছুই বলত না । থাকলে এক খুড়ি জল দিত । না থাকলে বলত, নাই । জল নিয়া বাপ মিছা কথা কয় না । আর কখনও বাপের মতিগতি ভাল থাকলে, জ্যাঠাকে বাবলিকে খেতেও দিত । সেদিন একেবারে অন্যরকমের । বাপের বুখি একা হয়ে যাওয়ার ভয় ।

মাঠিয়াড়া থাকল ।

বাবা বলল, কন কি !

হ কই । পোড়া ছাশে মানুষ থাকে না । শহরে গঞ্জে যামু গিয়া । হাত পাতলে কিছু পাওয়া যাইব ।

বাপের ভেতরটা ভয়ে কেমন কাঠ হয়ে গেল । কি মানুষ, কি হয়ে গেল ! এই রুখা জমিতে বাড়ি ঘর করার সময় জ্যাঠার নাকি বড়ই উৎসাহ ছিল । মানুষ কি না পারে । রুখা জমি ঠেলায় পড়লে বাপ বাপ বলবে । শস্তাদানা না দিয়ে যাবে কোথায় ? মানুষের ঘাম বলে কথা ! এবং এই উরাট মাঠে, জ্যাঠার শক্ত ছ' হাত বড় বেশি খাবলা খাবলি করেছিল । দিনমান আগাছা সাফ, শুকিয়ে গেলে আগুন দেওয়া । তখনও সরকার ক্যাস ডোল দিচ্ছে । গম দিচ্ছে । সবাইরে নিয়ে বড় জলাশয় বানাবার জন্য জমি খোঁড়া । সবতাতেই পরাশর জ্যাঠার হাঁক শোনা যেত । —হাই ।

কেউ বসে থাকতে পারত না । পাথুরে উরাট জমি বহুর ছ' বহুর সোনা ঢেলে দিল । ঘরে ঘরে তখন ফসল উঠছে । মাথায় করে আনছে শস্ত । উঠোনে গাদা মারা শস্ত দানা । সর্বত্র ঘব গমের গন্ধ

ম ম করছে। পরাশর জ্যাঠা একখান বড় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সকালে বউ বেটি বাদে কেউ ঘরে থাকতে পায় না। জমি চাষ কর জঙ্গল সাফ কর। সরকার তোমার ঘরের মাগ না। বিনি মাগনায় খেতে দেবে। কারণ পরাশর জ্যাঠার কাছে মানুষের পরগাছা হয়ে থাকার মত পাপ আর কিছু নাই! পরাশর জ্যাঠা ঘুরে ঘুরে দেখত, বাঁশ কাটার শব্দ আসত। বাড়ি ঘর বানাবার জন্য কোথায়, কি পাওয়া যাবে, পরাশর জ্যাঠাই বাতলে দিত। ঘরের মাপ মত কি বাঁশ কি শণ, কত দড়িদড়া লাগবে পরাশর জ্যাঠার চেয়ে কেউ বেশি জানত না। আর পরাশর জ্যাঠা রাতে গাছতলায় বসে দেহতত্ত্বের একখানা গান গলা ছেড়ে গাইলে সারদা পল্লীর মানুষজনেরা বুঝতে পারত, এই মাটি যথার্থই মানুষের জন্য অপেক্ষা করছিল।

সেই পরাশর জ্যাঠা বলছে, যামু গিয়া।

আসলে সরকার ভেবেছিল, জঙ্গল সাফ করে মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলেই দায় সারা। মানুষগুলি খাটতে জানে। তারপরও কিছু করার থাকে। রোগে অযুধ, খরায় জল, এবং বোঝা যায়, এখানে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। এতদিন যে এখানে কোন বসতি গড়ে ওঠেনি, তাও এই জঙ্গলে আগাছা পাথুরে জমির মধ্যে কোন অলস্মীর বাস ছিল নিশ্চয়। বছর দুই যেতেই মানুষজনেরা টের পেল, আসলে এখানে অলস্মীর বাস। মানুষের ঘামের কোন দাম প্রকৃতি দেয় না। বড় নিষ্ঠুর। দূরের বনাঞ্চলে মাঝে মাঝে কেমন এক গভীর আর্তনাদ ওঠে। ওরা বুঝতে পারে মানুষ পথ হারিয়েছে। দু' তিন বছর বাদেই পল্লীর মানুষজন টের পেল তারা আবার 'পথ হারিয়েছে' এই পথ হারিয়েও তারা হাল ছাড়েনি। বার চোদ্দ বছর ধরে পথটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছে। করতে গিয়ে পরাশর জ্যাঠা একটা ন্যাড়া গাছ হয়ে গেল।

ঘরে ফিরেই উঠানে কুড়োলটা ছুঁড়ে মারল নিতাই। পরনে কাল হাফ-প্যান্ট, গায়ে স্ত্রাণ্ডো গেঞ্জি। শক্ত মজবুত শরীর। কালো কষ্টিপাথরের রঙ। চোখ দুটো বড় বড় সারা মুখে চোখ দুটো

বড় মাছের রূপোলি আঁশ যেন। চোখ তুলে তাকালেই চক চক করে। বাবলি, খোলা আকাশের নিচে কাঠ-কুটো গুঁজে দিচ্ছে। এক হাতে ঘরের সব করে। বাবলিকে পরাশর জ্যাঠা শেষ পর্শস্ত ফেলে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সেদিন থেকেই নিতাইর বড় মায়া পড়ে গেছে। মেয়েটাকে বাপ কোলে তুলে নিয়ে এসেছিল। সাহস দিয়েছিল। জ্যাঠা নাই বলে কি আর মানুষ নাই। নিতাই বন-জঙ্গল ঢুঁড়ে ফলপাকুড় নিয়ে এসেছিল। বাবলি দাওয়ায় বাসে তখন মুড়ি খাচ্ছে। কলাই করা বাটিতে মুড়ি, এনামেলের গেলাসে জল। বাপ বলেছিল, নেতাই, তোর জ্যাঠা পালাইছে। মাইয়াটারে কে ছাখে। আর যা সময়কাল, ইজ্জত নিয়ে বড় টানাটানি চলছে। বাবলির মাটা আকালে খেতে পেত না। পাথর কাটা লোকের সঙ্গে ভেগে গেল একদিন। পরাশর জ্যাঠা চোখে চোখে রেখেও বাবলির মাকে ঘরে রাখতে পারল না। বাপের বোধ হয় কষ্ট উপজিল। মেয়েটার না আবার মন্দগতি হয়। দেশের মানুষজনের মন্দগতি হলে বাপ বড় কষ্ট পায়। বাপ ঘরবাড়ি সব বিচে দিয়ে তাকে আর বাবলিকে সার করে চলে এয়েছিল। বাবলি তখন বড় হয়ে গেছে। সেও বড় হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই সে আর বাবলিকে নিয়ে তখন বনবাদাড়ে ঘুরতে পারত না। আকাশের নিচে খোলা মাঠে ছুটতে পারত না। বাপের বড় ইচ্ছে ছিল, বাবলিকে আর একটুকুন বড় হলে, যোয়ান মরদ দেখে শাঁখা সিঁছুর দিয়ে বিয়ে দেবে। সেই বাপকেও তার গেল শীতে জঙ্গলে কারা খুন করে রেখে গেল।

আসলে এ-ভাবেই মানুষের রোধ বাড়ে। চোখ জ্বলছিল। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে যাবেটা কোথায়! বাবলি ত কিছু বোঝে না। নিতাই আছে তার। এই যে কাঠকুটো ঠেলে দিচ্ছে, সেক ভাতের গন্ধ বের হচ্ছে, এই যেন সে শুধু জানে। মানুষের আহার নিমিত্ত তার সুখ। সে আর বড় কিছু চায় না। সে আশা করেছিল, বাবলি তাকে ছুটো একটা প্রাণ করবে। চরার

দিকে ছুইটে গেলে কেন ? অভয় খুড়ো কি কইতাছে ? কোন প্রশ্ন না !

কাঠের হাতা দিয়ে ভাত তুলে দেখছে । একবার শুধু বলল, সান-টান করবা না গৌসাই ! বেলা কম হয় নাই ।

নিতাই তখনও দাওয়ায় হাত পা ছড়িয়ে বসে আছে । কিছু বলছে না । বাবলি কি জানে, এই তার কপাল । চৌদ্দ পনের বছরের বাবলি যা দেখেছে, তার ফলে কি বাবলি এমনটা হয়ে গেল । যান কোন খবরই না এটা । এই করেই ত চলতাছে । যা-কদিন আছে মানুষের নিমিত্ত আহাৰ, আগে থাকতেই আহাৰে বিল্ব ঘটিয়ে কি হবে । শেষ পর্যন্ত নিতাই আর না পেরে বলল, বাবলি তর পাকের হাতখানা এবারে ওঠা । শুনছসনি !

বাবলি হাঁড়ি নামিয়ে রাখল মাটির পৈঠাতে । মালসায় ঢেকে ফান গালতে থাকল । ডুরে শাড়ির আঁচল উড়ে আঁখায় পড়ছিল । তা সামলে নিল । আঁখার আগুনের মত চারপাশ জ্বলতে শুরু করতেছে আবার—তা কি করা । যতক্ষণ পারা যায় আঁচল সামলে রাখা । যখন হবে তখন দেখা যাবে ।

নিতাই আর পারল না । সে এখন যোয়ান মদ মাছুষ । মাইয়া মাছুষ ভয় না পাইলে চলে কি কইরা ! সে উঠে পড়ল । বাবলির কাছে গিয়ে বসল । —তর ত চেতন নাই দেখতাছি ।

বাবলির খোঁপা খুলে গেছিল । তাই বাঁধতে থাকল । কালবরণ মেঘের রাজকন্যা বাবলি । চোখ দুটো সজল । আবার খুব খেয়াল করলে বোঝা যায় রোষও চোখের কোটরে কম লুকিয়ে নেই । সে বাবলিকে এ-জগত ভয় পায় । বাপ মরে যাবার পর একটা বড় বিতর্কিচ্ছা অবস্থা । সে যোয়ান হয়ে উঠেছে । বাবলির পাখা গজাচ্ছে । উড়তেই পারে । ভয় হয়েছিল—কি করে বাবলিরে নিয়া ! অভয় খুড়োকে বলেছিল, কি করি !

অভয় খুড়ো বলল, তা সমস্তা বটে ।

এই সমস্তার কথা শুনে বাবলি রুখে উঠেছিল । —ভাত দিতে

পারবা না এই কথা !

তা কইছি ।

তবে কি কইতে চাও ?

বাপ ছেল । চইলা গেছে । এখন বাপ নাই—তরে লইয়া
কি করি ?

ডর লাগে ?

ডরের কথা । যদি মাইনসে অ-কথা কু-কথা কয় ।

অঃ । ডবে ধবছে । তা ডবে ধবলে, কলসি আইনা দাও । দড়িডা
না হয় যোগাড় কইবা নিমু । নদীতে ডুইবে মরতে ছাও ।

না, কইছিলাম !

বাবল তারপর খিল খিল করে হেসে উঠেছিল । —তুমি না
একখান মানুষই বটে । মাইয়া মানুষ আম, তারে অ তুমি ডবাও ।
নিজে ঠিক থাকলে আব কার ডব । কিন্তু তুমি, নিজে ঠিক নাই ।

নিতাই বড়ই সবমের মথো পড়ে গেছিল । সে যে ঠিক নেই
বাবলি টের পেয়ে গেছে । সে বলল, তা থাকতে চাস থাক । আমরা না
আবার নষ্ট হইয়া যাই ।

বাবলি চোখ নামিয়ে নিয়েছিল । কথা দিয়েছিল, তাকে নষ্ট করে
না দিলে সে নষ্ট হবে না । একঘরে দুই খুপড়ি । তালপাতার ছাউনি ।
বাঁশের বেড়া । কলাগাছ দু একখান । মানকচু জলকচু । সামনে পেছনে
এক লপ্তে বিঘে দুই জমি । আর দুবে পল্লীর সব মানুষের জ্ঞা ভেড়ি,
বনে কাঠ । এই করে আর দু' চার সাল । ঠিকঠাক হয়ে বসতে পারলেই
নিতাই ভেবেছিল, দুই হাত এক কবে নেবে । এবং এ-ভাবেই দুই তরুণ
তরুণী স্বপ্নের মথো যখন বাস করছিল, যখন ভাবছিল,—আসলে সরকারী
বাবুয়া ঘুষ চায়, ঘুষ দিলে কাজও হয়—যনের কাঠ সহজেই নিয়ে আসতে
পাবে, এ ভাবে ঘুষ দিলে এখানেও একদিন বসত করার চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত মিলে যাবে । তখন নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া । হাতে
ঠাকুর বাপের সেই পেতলে বাধানো কোচ । বড় মাছের ঘাই দেখলেই

মার পাড়। যায় কোথা! বড় একখান ঢাঁই মাছ গেঁথে যখন বাঁশে
ঝুলিয়ে ঘরে ফিরবে তখন রাবলি বলবে, হা মাছ মারিয়ার বংশই
তোমার। তুমি মিছা কথার মানুষ না।

তারপরই মনে হয়েছে, শৃংগের মাঝারে বানাইল ঘরবাড়ি। অভয়
খুড়োর চোখ দেখে টের পেয়েছে কিছু একটা নির্ঘাত হবে। আবার
উচ্ছেদ। সেই কবে থেকে ঠাকুর বাপ উচ্ছেদ হল, বাপ উচ্ছেদ হয়েছে,
এবারে তার পালা। কখনও মানুষ, কখনও প্রকৃতির রোষ তাদের এক
বাসভূমি থেকে উপড়ে অণু বাসভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সে পরাশর
জ্যাঠার সেই গানটাই বার বার শুনতে পায়। যেন নিরন্তর কেউ কোন
বৃক্ষের নিচে বসে গেয়ে চলেছে, শৃংগের মাঝারে বানাইল ঘরবাড়ি।

বাবলি বলল, আমার কিন্তু পাক হইতে দেরি নাই।

কি পাক করলি?

খারগন পাতা বাটা।

বড় সরেস হাত বাবলির। যা পাক করে তাই অমৃত। মাছ না
থাকলে খারগন পাতা বাটা। রসুন সস্তারে যখন ঝাঁজ দেয়, বিদ্যাধরী
নদী পর্যন্ত স্রোত ছড়িয়ে যায়। ভাত হয়েছে। খারগন পাতা বাটা
হয়েছে। গরম ভাত আর তার সঙ্গে পাতার সুবাস। একথাল ভাত
নিতাই বড় পরিতৃপ্ত সহকারে খায়। সংসারে বাবলিকে নিয়ে থাকবে—
এই যখন তার স্বভাবে এক বৃক্ষ বড় হয়ে উঠেছে তখনই—অভয় খুড়োর
হাকার—শুনতাহি যারা জায়গা জমি ছাইড়া না ঘাইব, তাগ কপালে
দুর্গতি আছে। সেই যেমন এক এক করে সারদা পল্লী সাফ হয়ে গেছিল,
আবার নতুন বসতি জয়নগরও সাফ হয়ে যাবে। আবাদী জমি জলা
বাতাস, পাখ পাখালি, পূজা পার্বণ আবার সব লাটে উঠবে।

খেতে বসে নিতাই বলল, না গেলে নাকি ঘরবাড়ি পোড়াইয়া দিব?
দেওক।

কস কি!

ঠিকই কই। দুজন মাইনবের ভাত হইব না। তুমি খাটবা, আমি

খাটমু। দুইজনে খাম ফেললে, পেটের ভাত ঠিক হইব। নিজের দ্যাশ
ছাইড়া আর কোনখানে যামু না।

জোর কইরা যখন ট্রাকে তুইলা দিব।

হাত কামড়াইয়া দিমু।

হাজতে নিয়া যাইব।

এ-কথাতে কেমন ভয় পেয়ে গেল বাবলি। হাজতে বাবলি গেলে
আর ফিরে আসতে পারবে না। তার নিতাইরে কে দেখবে! সে বলল
চল না আরও জঙ্গলে দুইকা যাই। নিতাই বলল, জঙ্গলে গেলেও পার
পাইবি না। পুলিশে না পারে এরম কাম নাই।

॥ চার ॥

নিতাইর ঠাকুরবাপকে তাড়িয়েছিল ধম্ম, তার বাপকে তাড়িয়েছে
প্রকৃতি, আর সে এখন পুলিশের জ্ঞান চক্ষুতে পড়ে গেছে। নিতাই
সারা বিকাল আনমনে ঘুরে বেড়াল। যেখানে যায় সেখানেই এক কথা।
অভয় খুড়োর কাছে সোকজন দেখা করতে গেছে। উপায় বাতলে দেবে
অভয় খুড়ো। যেমন পাখুরে উরাট জমিতে পরাশর জ্যাঠা তেমনি
এখানে অভয় খুড়ো। সেই লম্বা মতো মানুষ। বাবড়ি চুল। এক
বিধবা পিসি আর খুড়িমা, দুইজন সংসারে। সম্মান-সম্মতি বলতে যারা
ছিল তারা জায়গা বদল করেছে। কেউ পারুলফুটে থেকে গেছে।
আসেনি। কেউ শহরে গঞ্জে যে যার সংসার পেতেছে। এখন নিতাই,
চায় একটা সংসার পাততে। এত বড় দেশ, এত জনমনিষ্মি, খায় থাকে
বসবাস করে, তার মত একখান মানুষের জায়গা হবে না কেন সে বুঝতে

পারে না। সে শহরে গঞ্জে গিয়ে দেখেছে, কত ভিন দেশী মানুষ, এ-দেশের জলা বাতাসে গা ভাসিয়ে বেড়াচ্ছে। সে অভয় খুড়োকে বলেছিল, ছাশের মানুষ আমবা। সরকারের এত গোসা কান বুঝতাছি না।

অভয় খুড়ো তার দোচালা ঘরের দাওয়ায় বসে আছে। যারা কাঠ কাটতে গিয়েছিল, খবর পেয়েই চলে এসেছে। যারা করাত চালাচ্ছিল তারাও চলে এসেছে। আজ হাটবার। এখানে এসে অভয় খুড়ো হাট বসিয়েছিল। আনাজপাতি, হাঁড়ি পাতিল থেকে চাল ডাল নুন সব পাওয়া যায় হাটবারে। দেশের মত অভয় খুড়ো সব কিছু চায়। সবই হয়ে গেছে। আবাদ ভাল। বনের কাঠ বিক্রি করে লাভ। নদীতে জাল ফেললে অফুরন্ত গলদা চিংড়ি আর ভেটকি। যেখানেই জাল ফেলা যায় রূপোলি মাছে ভরে যায়। কিন্তু পুলিশে তাড়িয়ে বেড়ায় বলে চুপি চুপি কাজ সারতে হয়। আর না হয় কিছু দিলে কথা থাকে না। যাবা হাটে যাচ্ছিল, তারাও শুনে গেল, নদীর ওপার থেকে অভয় খুড়ো কাগজ নিয়ে এসেছে। কাগজে কাগজে সব খবর বের হচ্ছে।

অঞ্চলের পাশেই বসিয়ে দিয়েছে পুলিশ ক্যাম্প। গৌফে চুমড়ি কেটে কেউ হাঁকও দিয়ে যায়। তখন বউ বেটিরা ঘরের বার হয় না। যোয়ান মানুষ থাকলে দাঁত বের করে হাসে। কথা কয়। বলে, কই যামু, খাইটা খাই। বাবুভাইদের উপদ্রব করি না। বাইচা থাকনের চেষ্টা আর কি!

মানুষ আইনের কাছে কত অসহায়, এই সব কথাবার্তা না শুনলে বোঝা যায় না। একজন সামান্য পুলিশ দারোগা তাদের কাছে তখন কত একজন মুকব্বি মানুষ।

এই মুকব্বি মানুষেরা ফাঁক খোঁজে। ভয় দেখিয়ে মাছ শস্ত কাঠ আদায় করে নিয়ে যায়। আরও যারা বড় তারা পয়সা পেলে খুশি। কেউ কেউ আরও কিছু চায়। এবং এই লোভেই হুক হুক করে বেড়ায়। যুবতী নারী দেখলে জিভে নাল বারে।

নিতাই বুঝতে পারে সব। রাতে যে যার ঘরে শুয়ে থাকে। যেন যে-কোন সময় হাকার আসবে। আসছে। অভয় খুড়ো শেষ পর্যন্ত বলে দিয়েছে সবাইকে, যে যেতে চায় যাও। কিবা যাও। আমি যামু না। মবি বাঁচি ত্যাশেই থাকমু।

এই কবে এখনও শেষ লড়াইয়ের জন্ত মবিয়া হয়ে তারা পড়ে আছে। চবায় সব বড় নাও। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হলেও তারা পিছপা হবে না। ক'দিন তাই অভয় খুড়ো যোরান মন্দনের নিয়ে, নাওয়ের গলুইয়ে পাড়ায় গাবের কস খাইয়েছে। গাব সঁচে জলে ভিজিয়ে বাখার কাজে সবাই ক'দিনের জন্ত দম ফেলতে পারেনি। বল্লম সড়কি যে যা পেবেছে ঘবে ঘবে তুলে বেখেছে। যেন জীবনের শেষ যুদ্ধ কববে নিতাই। এখানটায় করবে। বাপ, ঠাকুরবাপের মত অসহাভাবে সে মরতে নারাজ। মরবে না।

বাতে আকাশে নক্ষত্র জ্বলে। অরণ্যভূমি থেকে ভেসে আসে বাতাস। নদীও জ্বলে ছলাং ছলাং ঢেউ। তাব নিচে গহীন গাও। মাছের রাজত্ব। সে দেখতে পায়, একটা বড় সিংহছায়া বিগোয়াল মাছ উজ্জানে উঠে যাচ্ছে। আব পাশের ঘরে খুটখাট শব্দ। বাবলি ঘুমাতে পারছে না। এ-পাশ ও-পাশ কবছে। সে মনে মনে বলে, দু'দিন সবুর কব। পাকাপোক্ত হইয়ে বসি। কারণ শুভকাজে পুরুত বামুন চাই, শাঁখা সঁহুর চাই। নাকেব কানের গহনা চাই। দু-চারজন পাড়াপড়শি না খেলে শুভকাজে বিঘ্ন ঘটে। সবুর করলে সব হবে। আগ থেকে উতলা হলে চলবে কেন ?

তখনই ও-ঘর থেকে কথা ভেসে আসে, অ নিতাই একবার মনে আছে তুমি আমি কলমি পাহাড়ে গেছিলাম।

নিতাই পাশ ফিবে শুয়ে বলল, মনে আছে।

পাশ ফিরলেই বাঁশের মাচানে শব্দ হয়। দুই ঘরে দুই মাচান। চিত হয়ে শুয়ে যুবতী কন্তো। ঘর চায়। সংসার চায়। সে বলে, তা এত রাতে এ-কথা !

—মনের মধ্যে কে যে বাজায় ।

—নিতাই বলল, মানুষের এই বাজনা নিত্য হয় । কি করবি ক' ।

—কাইল তুমি বাড়ি আছিলি না । আমার ক্যান জানি ডর খরল !

—ডর !

—হ । ঐ যে সখারাম না কি কও ।

—আরে হ । দারোগাবাবু ।

—তার চর আইছিল ।

—চর ! কি কইরা বুঝলি ?

—না হইলে কয় ক্যান, তাইন নাকি বড় কষ্ট পায় ।

—কার লাইগা ?

—আমার লাইগা । তোমার লাইগা ।

—ক্যাডা খবর দিল ?

—শনে পিসি ।

—কি কইল ?

—কইল, সময় থাকতে সইরা পড় ।

—কোনখানে ?

—বাবু নাকি ব্যবস্থা কইরা দিব ।

—তারে কইস, গলাখান যান ঠিক রাখে !

—তুমি বড় মাথা গরম লোক আছ ।

আবার মাচানে শব্দ । বোধ হয় বাবলি উঠে বসেছে । জল খাচ্ছে ।

—আমারে জল দিস ত । বড় পিপাসা ।

বাবলি কুপি জ্বালিয়ে ওর ঘরে আসে । মাচানে বসে না । পাশে দাঁড়িয়ে জল বাড়িয়ে দেয় । কেমন উসখো খুসকো চুল । চোখে ভীষণ ইচ্ছের ভাব । নিতাই জলটা খেয়ে বলল, কি করবি ক । শব্দ বলে কথা আমরা হলাম গে মাছ ধরিয়ের বংশ । সত্যবতী রাজকন্যার বংশ । কোন শাপে বাপ ঠাকুরবাপ গেল কে জানে ।

বাবলি বুঝতে পারে মানুষটার ধর্মবোধ বড়ই প্রবল।

বাবলির শরীরে সবুজ আভা ফুটে উঠছে। চারপাশে ঝম ঝম শব্দ শুনতে পায়। আসলে চারপাশে না শরীরের মধ্যখানে হচ্ছে! কে জানে! গোঁসাইরে দেখলেই তার চোখ কেমন হয়ে আসে। শরীরে কাঁপন ধরে। যেন একখান ঠাণ্ডা জলের পুকুরে গোঁসাই এসে বড় টিল ছোঁড়ে। সব জল কেমন ছলাৎ করে ওঠে। ওর এইসব ভাবনার মধ্যে একসময় ঘুমও এসে যায়। এবং তখন নিতাই ডাকে, ও বাবলি আমার ঠাকুরবাপের সেই কিসসাটা তরে ত সবটা কই নাই।

—কও শুনি।

—বুঝলি না নারীর মাঝেই থাকে সূৰ্পনখা, মানুষই হয় রাবণ।
কার কখন দিশা হারায় বোঝা কঠিন।

বাবলি আধঘুমের মধ্যেও ফিক কবে হাসে। ছ-খানা ডুরে শাড়ি সম্বল। যা আনে গোঁসাই খেতেই লেগে যায়। হাট থেকে তবু সেদিন নিয়ে এসেছে আর একখান নতুন শাড়ি। ওটা তুলে রেখেছে। নীল রঙের ব্লাউজ, সায়া। সে অবশ্য ব্লাউজ, সায়া বাড়িতে পরে না। বাড়িতে পরতে নাই। অত পয়সা গোঁসাই পাবে কোথায়? লুজি একখান সম্বল। রাতেও ডুরে শাড়ি কোনরকমে শরীরে জড়িয়ে শুয়ে থাকে। আর আছে গোঁসাইর হাফ হাতা মার্কিন কাপড়ের জামা। বাবলি বাতে শুয়ে থাকলে আঁচল সরে যায়। একদিন সকালে ঘুম না ভাঙতেই গোঁসাই ঢুকে গিয়ে বেদিশা হয়ে গেছিল। কি রাগ গোঁসাইর। বলে কি না, এই মাইয়া, তোর শোয়া বড় মন্দ।

বাবলিও কম যায় না। চোখ উন্টে বলেছে, তোমার মরণ হয় না গোঁসাই। সময় অসময় নাই আমার ঘরে ঢুইকা যাও। মনে মনে অবশ্য বাবলি খিল খিল করে হাসে। হয়েছে ত কি হয়েছে! মন্দ শোয়া আমার কিগ। তোমার জিনিস দেইখে শুনে নিলে কতিটা কি আছে জানিনা বাবা।

সেই লোকটা এখন কিসসা বলবে বলছে। বাবলি বুঝতে পারে

গৌসাইর মন খারাপ। তার ত মন খারাপ হয় না। যা হোক দু'জনেব কোনরকমে চলে যাবে। নিতাই যদি লাশ হয়ে যায় সে সহমরণে যাবে। গলা কামড়ে ধরবে পুলিশের।

এত ভেবে মরলে মানুষ বাঁচে কি করে। বাবলি শোনার জন্ম আগ্রহ দেখাল। সে কতবার শুনেছে। আজও আবার শুনেতে হবে। সে বলল, কও শুনি। একটুকুন ভেগে থাকলে মানুষটা যদি সুখ পায় তার ক্ষতি কি !

নিতাই বলল, থাক ঘুমা।

বাবলি পাশের ঘরে বুকের ওপর হাত রাখে। গোলপাতার ছাউনি হাহাকার বাতাসে ছর ছর করে। বেড়ার ফাঁকে দেখা যায় চমচমে জ্যোৎস্না। ধরণী শান্ত। কীটপতঙ্গের শব্দ পায়। তার মনে হয় নিতাই ঘোষা করেছে। সে বলল, বাগ করলা গৌসাই !

—কথা কইলে তুই বড় খিল খিল কইরা হাসছ।

—ঠিক আছে মুখ গোমড়া কইরা রাখুম।

—তুই বোঝস না, কি দিন সামনে আইতাছে।

এই কথায় তার আবারও হাসির উদ্বেক হয়। কারণ জন্মেই সে দেখেছে, চারপাশে নিতা এক উপদ্রপ, কি খাবে না খাবে জানে না। মড়কে চোখের সামনে উজাড় হয়ে গেল সব। কাকা পিসি দিদি। এক রাতেই তিনটে মরা বের হল। মা আবাগি ঘরে থাকল না। সকালে উঠে ঘুমের ঘোরে মাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখেছে মা আবাগির বেটি বিছানায় নেই। নেই নেই। সে তখন কাঁদত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতে একবার কলমি পাহাড়ের পথ ধরে অনেক দূবে চলে গিয়েছিল। তার কেন জানি মনে হত, মাকে কোন দুষ্ট লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। অনেকটা সীতা হরণের মত মনে হত। মা আবাগিব যদি কাঁচব চুড়ি ভাঙ্গা খুঁজে পায়, যদি কানের মাকড়ি খুঁজে পায়। যেমন রাম লক্ষণ গিয়েছিল সীতার খোঁজে সে তেমনি বের হয়ে পড়ত। কাউকে না বলে না কয়ে বের হয়ে পড়ত। শেষে নিতাইকে

সঙ্গে নিত। সুগ্রীব দোসর যেন। বনে বনে কিংবা পারুলকোটের
বাস রাস্তায় দাড়িয়ে থাকত। বাসে যদি মা ফিরে আসে। বাবলির
এই করে বড় হ'তে হ'তে মনে হয়েছে তার পোড়াকপাল। ভাঙ্গা
কপাল। সে দিনকাল আর ভালমন্দ কিছু বোঝে না। সে বলল,
তোমাব ঠাকুরবাপরে নিয়া সেই যে হাসিম মিঞা রওনা হইল তারপর ?

তারপর ঠাকুরবাপ যায় আর যায়।

কোনখানে যায়।

কৈ যাইব জানে না। বাপের খবর নাই। ঠাকুরমার খবর নাই।
কেবল ডাকে, অ সুবিনডারে ? অ কিরনীরে। তরা কই গ্যালি।

খুঁইজা পাইল না। বাবলি যেন প্রথম শুনছে এমন করে বেড়ার
ও-পাশ থেকে গলা উঁচা করে ধরল।

বাবলির জ্ঞান নিতাইর কষ্টের অন্ত নাই। এই একখানে এসে
ঠেকেছে। তার যা পছন্দ বাবলিরও তাই। ঠাকুরবাপের কথা শুনতে
বড়ই আগ্রহ। ঠিক যেন রামায়ণ পাঠের মত। যত শোনা যায় ততই
পুণ্য। বাপ দাদার জীবন বড়ই পুণ্য হে। নিতাই এর চেয়ে বেশি
কিছু বোঝে না। যেন এই জীবন যতবার বলবে তত তার সাহস
বাড়বে। পাপ খণ্ডন হবে। পাপ না থাকলে তার কেন বসত হয় না।
বাপ দাদা সেই যে ঘর ছাড়া হল, আজও তারা ঘর ছাড়া। বড় পাপ হে।
সে ফের বলল, তা যায় আর যায়।

বাবলি শুনতে থাকল। সেই সুদূরের এক জীবন—একজন মানুষ
যাচ্ছে আর একজন মানুষকে পার করে দিতে। মানুষের ক্ষয় নাই।

হাসিম মিঞা আর ঠাকুরবাপ মাঠে নাইমা গেল। ঘুট ঘুটটা
আনন্দের রাইত। দূরে বাড়ি ঘর জগত। কে যে জালাইল !

এইভাবেই নিতাই বাপ দাদার জীবনের কথা বলে যায়। বইয়ের
পাতায় লেখা পাকলে এমন শোনাও—আহা কত ঘাস এখানে, কত
পাখি এখানে, সবুজ গন্ধ ছিল মাঠময়। ঝড়ো বাতাস, জলাজমি, নদী
নালা, শস্তক্ষেত কত ছিল এখানে। বারোমাসে তের পার্বন, শীত

গ্রীষ্ম ছয় ঋতু আরও কত কি ! পরান সব পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে । বাপ দাদার ভিটায় জীবনেও বুঝি আর ফিরতে পারবে না । ওর কিরণী কোথায়, সুরিনডা কোথায় সে জানে না । মাটির মত নদীর মত আর কি প্রিয় জিনিষ আছে মানুষের । জাবিদা অন্ধকারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে দেখছে আর কত স্মৃতি ভেসে উঠছে । দুঃখের দিনে সুখের দিনে পরাণ, পরাণের মা মাধুপিণি—সকলের কথা মনে হল জাবিদার । মোত্ৰা ঘাসের জঙ্গলে একবার পরাণ আবিষ্কার করেছিল—জাবিদা দশমাসের পোয়াতি, জাবিদা ছাগল নিতে এসে অচেতন হয়ে পড়েছে । কোলে করে পরাণ জাবিদাকে এই মাঠ পার করে দিয়েছিল, ঘরে এনে হাসিমকে গালমন্দ করেছিল । সেই পরাণ ওকুপ্রিয় মাঠ জমাজমি; গহীণ নদী ফেলে চলে যাচ্ছে । আর এ-দেশে ফিরবে না । জাবিদার চোখে জল এসে গেল ।

আর হাসিম পরাণ কখনও আগুনের ভিতর দিয়ে, কখনও নিজ'ন মাঠের অন্ধকার অতিক্রম করে ছুটে চলেছে । পরাণ তফণ পরেছে । টুপি মাথায় । যেন হজে যাবে বলে বের হয়েছে । হাসিমের কাঁধে লাঠি । লাঠির মাথায় চিড়ার পু'টলি । পু'টলির মধ্যে একখান জাম-বাটি । যখন পরাণ চলতে পারবে না, জলের মধ্যে শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ঠক ঠক করে কাঁপবে তখন এই জামবাটিতে চিড়া ভিজিয়ে সামান্য আখিগুড় দিয়ে খেলে বল পাবে । ফের ডুব সাঁতার দিতে অথবা পাতিলের নিচে ভেসে থেকে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে ।

পরাণ তখনও, আমার কিরণী গেল কই, সুরিনডারে—এইসব বলে যেতে যেতে কপাল চাপরাচ্ছিল ।

হাসিম সাহস যুগিয়ে যাচ্ছে । —অগ কিছু হয় নাই । অরা লোকজনের সঙ্গে ঠিক পালাইয়া গেছে । নারানগজে ঠিক দেখা পাইবা । কাইন্দনা । কপাল খাবরাইয় না । টের পাইলে তোমার আমার মরণ । তবু পরাণ কথা শোনে নাই । মাঠের মধ্যে বসেই হাউ হাউ করে কাঁদছিল । আসলে ঘরবাড়ি হারিয়ে পরাণ পাগল হয়ে গেছে বুঝি । পেছনে হাসিম । চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে । সদর রাস্তা ছাড়া

আর পথ নাই। সনর রাস্তায় উঠে এমন করলেই গেছে। হাসিম কেবল বুজ প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্ত, নদী পার হবার জন্য এবং নদীতে ভেসে অনেক দূর অনেক পথ সাঁতার কাটার জন্য প্রেরণা দিচ্ছে হাসিম। যেমন তার কথা ছিল, যে যেদিকে পারছে, যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। গঞ্জে বোঁঠাইন হয়ত সবকারী তাঁবুতে পরাণের জন্য অপেক্ষা করছে। সবই আন্দাজে বলছিল হাসিম। মাধায় যা আসছে বলে যাচ্ছে। তার কাজ এখন পরাণকে নদীর ওপাড়ে নিয়ে যাওয়া।

পরাণকে সান্ত্বনা দিয়ে কোনবকমে সাঁকো পর্যন্ত হাঁটিয়ে এনেছে হাসিম। এবারে সাঁকো পার করে দিতে হবে। সাঁকো পাব হলেই দনদির মসজিদ। কিছু লোক সেখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। সলা-পরামর্শ করছে। এরা কারা কে জানে! সে পরাণকে মসজিদের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল না। মাঠে নেমে গেলে দেখতে পাবে না। পরাণকে নিয়ে সে মাঠে নেমে গেল। পায়ের নিচে তামাকের খেত, পেঁয়াজের খেত—সেই সব খেতে দুই মনুষ্য হামাগুড়ি দিতে থাকল। কুয়াশার জলে ভিজে যাচ্ছে হাত পা মুখ। ঠাণ্ডা নিশুতি রাত। আগুন জ্বলছে এখানে সেখানে। হিমেল হাওয়া। পরাণ হালদারের বোধ-বাস্তি গেছে। বুঝতেই পারছে না প্রবল হিমেল ঠাণ্ডার মধ্যে সে তামাকের ক্ষেতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। হাসিম এবই ফাঁকে মস্তের মতো গুর নতুন নাম, বাপের নাম মুখস্থ করিয়ে যাচ্ছে। নাম কি মিজলা?

—মহম্মদ ইজিলা।

—বা'জানের নাম?

—মহম্মদ ইমামুল্লা।

অথবা হাসিম বার বার বলে দিচ্ছে, নাম না বলতে পার বোবা বনে থাকবা। যা বলার হাসিম বলবে। ব্যারামী নাচারি মামুষ, শহর গঞ্জে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। নাচারি ব্যারামী মামুষ নিয়ে এই আনধার রাইতে? —তা কি করমু কন, কাইল সকালে নাড়ি দেখব কথা আছে। কজরে পৌঁছাইতে না পারলে বড়ই দায়। তারপরই হাসিম নিজের সঙ্গে

কথা বলল, তোমার যেমন হইছে মিঞা, বলদা এইরকমই কয়। তা অবশ্য ঠিক, হাসিম বুঝতে পারে এইসব বললে, ওদের সংশয় আরও বাড়বে। ন্যাংটা করে দেখবে। দেখলেই বুঝতে পারবে। সবটাই আছে। আল্লার নামে কিছুই খোয়ায় নি। ছাও জবাই কইরা। কিছুটা যে ছায় নাই, তার সবটাই দিয়া দাও। কোরবানি যারে কয়।

॥ পাঁচ ॥

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিতাই দেখল, উঠানের মাঝখানে কে একটা বল্লম পুঁতে রেখে গেছে। এটা কার কাজ! ঘরে ঘরে বল্লম লাঠি সোটা, অভয় খুঁড়ো, মনীন্দ্র, কালীপদ সবাই ঘরে ঘরে এ-সব রাখার কথা বলে গেছে। নিতাইর ঘরেও আছে। বাড়তি আছে একটা বড় মাছমারার কোচ। কোচটা ঠাকুরবাপের আমলের। বাপ হল্লার মধ্যেই কোচটা নিয়ে বের হয়েছিল। ঠাকুরবাপও বের হয়েছিল। তারপর হল্লা। মশাল, মার মার, কাফের যায়, এবং ভয়ংকর এক ধ্বনি, যা শুনে বাপের কলিজা ফাটে প্রায়। বাপ দৌড় আর দৌড়। কতক্ষণ দৌড়েছিল জানে না। বন জঙ্গল, বিলের মাঠ, সাঁকো বাজার হাট পার হয়ে সোজা নারানগঞ্জে। কোচটা হাত ছাড়া করেনি। সেই কোচটা বাপ পরে এ-দেশেও পাচার করে দিয়েছিল। ঠাকুরবাপের চিহ্ন। সেই পাহাড়ে পাথুরে জমিতেও বাপ নিয়ে গেছিল কোচটা। আবার এখানে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছে নিতাই। তিন পুরুষ ঘরে কোচটা বংশের ইজ্জত রক্ষা করে আসছে। এটাই একটা সান্ত্বনা নিতাইর মনে। সে ডাকল, ও বাবলি! উঠানে বল্লম পুইতা গেল কেডা?

বাবলির সাড়া নেই। সকালে উঠেই বাবলি কোথায় গেল! কাঠ
কুটো আনতে যেতে পারে। পাউরুটি আনতে যেতে পারে। অথবা
উঠানে গোবর ছড়া দেবার জন্য রাস্তাঘাট থেকে গোবর সংগ্রহ করতে
যেতে পারে। সাড়া না পেয়ে সে রাস্তায় নেমে গেল। রাস্তায় যার
সঙ্গে দেখা হল, বলল, বাবলিরে দ্যাখছ।

কেউ কিছু বলতে পারল না।

নিতাই রহস্য ধরতে পারছে না। তাজা বাঁশের বল্লম কে পুঁতে
বেখে গেল উঠানে। বাবলিই বা কোথায়। বড় ভাবনায় পড়ল।
রাস্তাটা ঘুরে গিয়ে আচার্য পাড়ায় পড়েছে। তারপর পাঁতকুঁয়োর পাশ
দিয়ে গেছে সামনের বিজ্ঞাধরী নদীব দিকে। নদীর চরাতে সে নেমে
গেল। তখনই দেখল জল সাঁতরে কে এ-পারে আসছে। একবার
মাথাটা জলে ডুবছে, আবার ভাসছে। আর কি যেন নিতাইকে বলার
চেষ্টা করছে। আরে এ যে বাবলি। রাতের গরম সহ্য হয় নি। সাত
সকালে নেমে গেছে চরায়। সে কেমন উদ্ভূত হয়ে উঠল। —তর এত
গরম মাইয়া। ঘব দবজা খোলা রাইখা শরীর ঠাণ্ডা করতে আইছস।

কিন্তু কাছে যেতেই বুঝল বাবলি কেমন জল থেকে উঠে আসতে
পারছে না। কোমর ভেঙ্গে গেছে মত। চোখ ঘোলা ঘোলা। শরীর
সাদা হয়ে গেছে। এমন দুঃস্থ বাবলি, তার এ কি দশা। সে নদীতে
ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্ত হাতে বাবলিকে তুলে ধরলে দেখল প্রায় সংজ্ঞা-
হীনের মতো। সে চিৎকার কবে উঠল, বাবলি তর কি হইছে!

বাবলি কোনরকমে চোখ খুলে দেখল, তারপর ফের চোখ বুজে
ফেলল। এখনও লোক ঘুম থেকে ওঠেনি। এখনও ভাল করে সকাল
হয় নি। তবু কেন যে পাউরুটির কথা ভাবল নিতাই। এত সকালেত
নরহরি দোকান খোলে না। সে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। বল্লমটা
তার উঠানে পোতাই আছে।

নিতাই সহসা আর্তনাদ করে উঠতেই বাবলি শক্ত হয়ে গেল।
বলল, না না গোসাই তুমি হল্লা কইর না। আমার শরীরে কিছু নাই।

একখান শাড়ি! জলের মধ্যে নিতাইর হুঁশ হয় নি। পাকাল মাছের মত বাবলির শরীর পিছল। শরীরে বসন ভূষণ নাই। মাইয়ামানুষের ইচ্ছিত নিয়া তবে টানাটানি হইছে। সে ফোভে দুঃখে প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলে ফের বাবলি বলল, দেরি কইর না। মাথা গরম কইর না। একখান শাড়ি আন।

নিতাই পাগলের মত ফের নদীর পাড় ধরে ছুটতে থাকল। কাছেই বন্দাবন কাকার বাড়ি। সে উঠানে দাঁড়িয়ে এত হাপাচ্ছিল যে কথা বলতে পারছিল না। বন্দাবন ঘরের দাওয়ায় বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজছিল। নিতাইকে দেখল, কেমন চুল খাড়া খাড়া, চোখ লাল। আর কি চাইছে। খুড়ি বের হয়ে এসেছে। পোলাপানরা লগে বাইর হইয়া পড়ছে। নিতাই ফ্যাস ফ্যাস গলায় বলল, খুড়ি ছান। আমারে ছান। তাড়াতাড়ি।

এই সকালে কি চায় নিতাই! নিতাই আর দেরি না করে ঘরে ঢুকে গেল। দড়িতে ঝোলানো শাড়ি ছিল। তাই নিয়ে ছুট লাগাল। বন্দাবন হতভম্ব। বন্দাবনের বৌ বলল, নেতাইর কি মাথা খারাপ হইয়া গ্যাল। কথা নাই বার্তা নাই, শাড়ি নিয়া ছুট দিল।

বন্দাবন তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে রাস্তায় নেমে যাবে ভাবল। কখন কি খবর আসে। সব মানুষই চায় এরা উৎখাত হউক। বিচার চাইলে বিচার পায় না। কোন আইন নাই। যুবতী মাইয়া নিয়া চইলা যায়, জোর জবরদস্তি যা খুসি করে—কেউ প্রতিবাদ করতে পারে না। আগে বসন্ত নিশ্চিন্ত না হলে বাড়তি কাজিয়া কেউ ডেকে আনতে চায় না।

তখন ছুটছে নিতাই। বুক জলে বাবলি। বাবলিকে শাড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, উঠে আয়। কি হইছে ক, উঠানে বন্ডম পোইতা দিল কে। বলেই সে পাড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়াল। লোকজন নেমে আসছে। মাথা খারাপ না হলে কে কবে কার ঘরে ঢুকে শাড়ি নিয়ে ছুট লাগায়। বন্দাবন কালীপদ এবং আচার্য পাড়ার সবাই নদীর পাড়ে নেমে এসে বুলল, বাবলির ওপর নজর পড়েছে। ওরা মাথা হেট করে

যে যার মত দাঁড়িয়ে থাকল।

নিতাই সহসা চিৎকার করে উঠল, কে নিল তরে ?

অভয় খুঁড়ো খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। যেন বিচার হবে বাবলির। সবাই ঘিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিশোধ চাই। নিতাই মাথা হেট করে বসে আছে। বাবলি শুধু বলল, শনে পিসির কাজ। আপনারা মাথা গরম করবেন না। মাথা গরম করলে গৌসাইরে তুইলা নিয়া যাইব কইছে।

—কই নিব ?

—তা কিছু কয় নাই।

বাবলির সেই জড়তা নেই। যেন কপালে এইসব লেখাই আছে। একটু ধাতস্ত হতেই বাবলির একেবাবে স্বাভাবিক গলা। সে নিতাইর দিকে তাকিয়ে বলব, লও, ঘরে যাই।

অভয় খুঁড়ো তখন হাঁকার দিল, কি হইছে কবি ত।

বাবলি হাঁটতে থাকল। কি বলবে ! তার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করছে কারা সে জানে না। যখন জ্ঞান ফিরে আসে দেখেছে জঙ্গলের মধ্যে কারুণ্য তাকে নিয়ে এসেছে। তার মনে হয়েছিল, শনে পিসিরই কাজ। দারগাবাবুর ক্যামপে শনে, পিসি জল তুলে দেয়। বাসন মাজে। রান্নাবান্না করে বাবুদের খাওয়ায়। বাবুরা পিসির লায়েক ছেলেদের কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শনে পিসি আর এখন তাদের লোক নয়। খাতায় তার নাম লেখাতে হয় নি। বাবুদের কৃপা পড়ে গেছে শনে পিসির ওপর। আকাজ কু কাজ শনে পিসি করে বেড়াতে পারে। মনে হয়েছিল তারে যে নিয়া গ্যাল, তাও সেই ডাইনির কাজ। দারগাবাবু নাকি শনে পিসির ধর্মবাপ। ধর্মবাপের জন্তু ডাইনিটা তার দিকেও হাত বাড়িয়েছে ! আন্দাজেই সে বলেছে, শনে পিসির কাজ। বলে ঠিক করেছে কি না জানে না। না বলাই ভাল ছিল। তারপর মনে হল কিন্তু তুত কিমাকার কয়েকজন অমানুষ তারে ঘিরে রেখেছিল। তার বুঝতে অসুবিধা হয় নি, চেষ্টা করে লাভ নেই। মরার মতই পড়ে থাকল। তারপর ফিস ফিস

কথাবার্তায় বুঝেছে, নৌকায় আবার তুইলা নিব। জলা জঙ্গল জায়গা। বসত নাই মাইল যোজন ধরে। এই অমামুঘরা যা খুশি করতে পারে। চষর নদীর পাড় হবে। জলের ছলাং ছলাং শব্দ কানে আসছিল। আর অমামুঘরা তারে নিয়া যখন নৌকায় আবার তুলেছিল, মরার মত ভেবে নিশ্চিস্ত ছিল, তখনই জলে ঝাপ দিয়েছে সে। জলে কুমির আছে। মামুঘেরা তার কাছে তখন তার চেয়েও ভয়াবহ। সে উজ্জানে সাঁতার কেটেছে। ভাটি উজ্জান নদীতে কখন আসে তার জানা হয়ে গেছিল। সে জানে উজ্জানে গেলেই লোকালয় পাবে। ডুবে ডুবে কখন যে তার শাড়ি শরীর থেকে খসে গেছে টেরও পায় নি। কেবল পালাবার সময় অমামুঘদের হাকাড় শুনেছিল, যায় যায়। সেই কবে থেকে তারা, যায় যায়। গোসাইর ঠাকুর বাপ যায় যায়। গোসাইর বাপ, যায় যায়। গোসাইর হবু বউটারও কপালেও তাই। তুই বাবলি পালাবি কোথায়। জায়গাটা ভাল লাগল না। সুখে থাকতে ভূতে কিলায়। তর গোসাইর কাজ হত। তুই সুখে থাকতি। পালাইতে চাস। যা, পালা, একসঙ্গে দুইটারে ধরে আনব তখন বুঝবি গরমেন্ট কারে কয়।

এই প্রথম বাবলির ছাঁস হল, যৈবন বড় দায়। লোভানি টাটানি চলতাকে। কোন দণ্ডে যে তারে থাকে। সে কেমন ভীত সম্বস্ত হয়ে পড়ছে। কারণ নাম বলে সে ঠিক করে নি। কারণ সে বুঝতে পেরেছে জলে কুমির, ডাঙ্গায় বাঘ। ফিরে গেলেও উরাট জমি, পাথুরে মাটি, জল নাই শস্য নাই। ঘর নাই বাড়ি নাই। তিন পুরুষ ধরে এই ঘর-বাড়ি ছাড়া জীবনে এখন তার আর এক অনিশ্চয়তা এসে গেছে। সে যেতে যেতে বুঝতে পারল, জয়নগরের তাবৎ মনুষ্যজ্ঞান এখন তার পিছু পিছু হাঁটছে। সবার শেষে গোসাই। গোসাই একটা কথা বলছে না। সে এবার পেছন ফিরে বলল, আপনার বাপ কাকারা যান। আমার কিছু হয় নাই।

পাপল হয়ে যায় নি ত বাবলি ! কিছু হয় নাই কইলেই হইল।

কে যেন বলে উঠল, এডা তর মিছা কথা।

বাবলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কে বলছে! সেই নরহরির বেটা রঘু দাস। গোসাইর বয়সী। আড়ালে আঁবড়ালে তাকে রঘু দাস দু একবার চোখ পিট পিট করে কিছু বলতে চেয়েছে। রঘু দাসের শরীরেও পিঁপড়া কামড়ায়। সেই রঘু দাস সতীত্ব যাচাই করবার অছিল। খুঁজছে। বাবলির সারা গায়ে যেন আগুন ছেলে দিল। মাথাটা বিম বিম করছে।

অভয় খুড়ো বলল, আমরা বিচার চাই?

বাবলি আবার দাঁড়াল। বলল, কার কাছে?

জনতা এই কথায় কেমন মহুমান হয়ে গেল সত্যিই ত, কার কাছে বিচার চাইবে। ভগবানের কাছ ছাড়া আর কার কাছে বিচার চাইবার আছে। তারাত কেউ আর এখন জনগন নয়। তারা আজ বজীব। সরকারী জমি দখল হবে পুনর্বাসন চাইছে। বাঁচতে চাইছে। নেন কাট কেটে, নদীর মাছ ধরে, বাঁধ নিয়ে শস্য ফলিয়ে আকাশের নচে নিজের দেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। বাবলির এই প্রশ্নে কেমন সব মানুষগুলির মুখে কে কালি ঢেলে দিল। নরহরির বেটা রঘুদাস তবু ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, নিতাই তুই মরবি। মাগি বড় বজ্রাত। কারও লগে পালানের তালে আছে।

অভয় খুড়ো, বৃন্দাবন, মনোজ্ঞ এবং অগাধ জ্ঞানে, নেতাইর আব সামন্ত মাইয়াটাবে ঘবে রাখা ঠিক না। সুরিনডা বেঁচে থাকতে একটা কথা ছিল। এখন সুরিনডা নাই। দুইজনই জোয়ান হয়ে উঠত। মাথা ঠিক রাখা দায়। মনোজ্ঞই বলেছিল নিতাইকে, নরহরির বেটার লগে বিবাহ দিয়া দাও। তোমরা এহনে বড় হইছ। এক ঘরে থাক, মানুষে অ-কথা কু-কথা কর। নরহরিরে কই, চাইয়া চিন্তা পয়সা যোগার করি। ছন্নছাড়া মাইয়াটার গতি হইয়ে যাউক।

নিতাই বলেছিল, বুঝে দেখি।

সেই বুঝে দেখা বছরখানেক ধরে চলেছে। বুঝে দেখি অর্থাৎ সে ঐর মনের সঙ্গে কথা বলে নিতে চায়। বাবলিকে বলতে কঠিন। বড়

চোপা মেয়েটার। প্রস্তুতবটা শুনেই জ্বলে উঠবে। রঘুদাস আমারে বিয়া করব কয়! অর সাহস ত কম না। ছাখি বাপ বেটার কেমতা কত। তুমি আমার নাই? তুমি কি গৌসাই মইরা গেছ? চোপার ভয়ে সে বাবলিকে কথাটা বলতে সাহস পায়নি। আর এই বুঝে দেখি করতে গিয়েই তার মরণ হয়েছে। যত দিন গেছে, তত তার টান বাড়ছে বাবলির জন্ত। সে বাবলিকে ছাড়া আর কিছু জানে না। সে আশা করেছিল, বসন্তের অনুমতি মিলে যাবে। সরকার সব জায়গাতেই ভয় দেখায়। দেশের কত জন এসে জ্বর দখল করে বসে গেল। আড়ত করল পাটের। জমিজমা কিনা এখন এক একজন বড় সওদাগর বইনা গ্যাছে। বাপের মুখেই এ-সব খবর শুনেছে নিতাই। এই সব শুনেই ট্রাকে উঠে পড়েছিল লাফ দিয়ে। আসার আগে একবার সেই কলমি পাহাড়ে গেছিল, সেখানে কত নাম না জানা মানুষের চিতা সাজানো হয়েছিল। তার মায়েরও। দেশের মানুষজনদের ফেলে চলে গেলে কষ্ট। সে মরনই হউক, আর বাঁচাই থাকুক। সবার কাছ থেকেই বিদায় নিতে হয়। কলমি পাহাড়ে সে আর বাবলি গিয়েছিল, বিদায় নিতে। পোড়াকঠ, ভাঙ্গা কলসী, ছেঁড়া কাঁথাবালিস, চট মাদুরে জায়গাটা ভয়াবহ। তবু সেদিন নিতাইর মনে হয়েছিল, সব আপনজনই মঙ্গল কামনা করে। সে আর বাবলি গড় হয়েছিল। বলেছিল, আমরা নিজের ছাশে ফিরা যাইতাছি মা। তুমি বাঁচা থাকলে আজ আমাগ কত সুখের দিন ছিল।

বাবলি হেঁটে যাচ্ছে। জয়নগরের সব নরনারী দূরে খুপড়ির আশেপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছে। সাত সকালে আবার নতুন উপজব। বাবলিরে নিয়া কানামুসা কত কথাবার্তা হয়। ঘরের সতী-লক্ষীরা ভয় পায়, সোমস্ত মাইয়াটা নিতাইর ঘরে আছে। কিছু হতে কতকন। হলে বড় অধর্ম হবে, পাপ হবে। মাইয়াটারে নিয়া মানুষের চিন্তার অন্ত নাই। সেই মাইয়াটা রাতে কার লগে পালাইছিল, সকাল না হইতেই আবার ফিরা আইছে। সবারই ঘরে ছেলেমেয়ে

ছে। কার কপালে কি লিখন থাকে—আগে থাকতেই সাবধান হওয়া
 ল। মাইয়াটার একটা বিহিত করুক মোড়ল মাতব্বরের। এ-ভাবে
 প নিয়া বসত করা ঠিক না। তেমন চোখ নিয়ে সবাই দেখছে এখন
 বলিকে। বাবলি নাকি এখানকার ছজুর মানুষ সখারামকে জড়াতে
 য়। সখারাম আছে বলেই বিপদ আপদ কম। কাঠ কাটতে মাছ
 বতে গিয়ে যারা ধরা পড়ে তাদের সখারাম থানায় চালান দেয় ঠিক,
 বার সে-ই কৌশল করে ছাড়িয়ে আনে। সখারাম বড় বিবেচক
 নুষ। সে না থাকলে কবেই বাস উঠে যেত। তার বিনিময়ে সখারাম
 বসা নেয়। তা নিক। তবু মানুষটা তাদের আপনজন। মাঝে মাঝে
 লিশের উপদ্রব যে বাড়ে, সে শুধু সরকারী লোক বলে। তারত কাজের
 সাব দিতে হয় সরকারের ঘরে। মিনি মাগনায় ত আর সরকার বসিয়ে
 ওয়ায় না। সখারাম একা কত সামলাবে। এই যে অভয় খুঁজে
 ৭ নিয়ে এসেছে, বাবা ফিরে যাবেনা, তাদের ঘরবাড়ি পুলিশ পুড়িয়ে
 নে ঠিক করেছে, উচ্ছেদ করবে বলেছে, একমাত্র সখারামই পাবে
 ব বিহিত করতে। সে করেছে। কিছু কিছু লোককে সে বলেছে, এক
 যগায় থাকা ভাল না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়। রাজ্যটা ত ছোট না।
 রের পাহাড় ঘোষন ব্যাপী, নিচে সমুদ্র, লক্ষ কোটি মানুষের বাস।
 ব মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে গরমেন্টের সাধ্য কি ধরে। গোয়ার
 কেরাই মরে। অভয় মরবে। নিতাই মরবে।

সুতরাং বোঝাই যায় জয়নগরে আবার বিভীষণ ঢুকে গেছে
 ট কেউ খাতায় নাম লিখিয়েছে। তারা আবার ফিরে যাবে বলেছে।
 র মধ্যে নরহরি পাণ্ডা মানুষ। সে এসে বলেছে, ফিরা গেলে জোঃ
 নতুন করে গরমেন্ট দেবে। বসত বাড়ি বানিয়ে দেবে। হাল দেবে।
 ৭ দেবে। বীজের ধান দেবে। সার দেবে। গরমেন্ট এত করে,
 যশ নাই।

অভয় পুড়োর কথা অণ্ড রকমের। —মরি বাঁচি নিজের ছাশে
 ক্ষু। তার কাজই লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ানো। শহরের কিছু বাবু

ভাইদের সঙ্গে দোস্তি আছে। লোকজনও আসছে দেখতে। মেলা কিংবা তামাসা দেখার মত ঘুরে ফিরে দেখে যাচ্ছে। আর এই বৃন্দাবন, মনীন্দ্র, কালীপদদের যা হয়, দেখা হলেই কথা, কি গরমেন্ট কি কয়? আপনারা কিছু জানেন? তখনই এইসব নিবাসীরা ভয় পায়। —যাবে কেন। থাক। সব লোক থাকতে পারে তোমরা থাকবে না কেন? গরমেন্টের কথায় এলে বাবু ভাইরা সাহস দেয়, ও ঐরকম করে! তোমাদের রাখতে হলে গরমেন্টের দায় বাড়ে না? কেউ আবার উশ্টো কথা বলে গেছে, মানে মানে সরে পড়। গরমেন্টের লোক ক্ষেপে আছে। কথা নেই বার্তা নেই ছট করে চলে আসলেই হল। এটা চক্রান্ত ছাড়া কিছু না।

অভয় জানে, তারা চক্রান্ত বোঝে না। কারো ওপর তাদের ক্ষোভ নেই। ষড়যন্ত্র করেও তারা আসে নি। আসলে বেঁচে থাকার জন্তে চলে এসেছে। জলের মাছ ডাঙ্গায় তুললে যা হয়, পাথুরে মাটিতে তাদের তাই হয়েছিল। বছরের পর বছর খরা। বছরের পর বছর আকাল। জোয়ান ছেলেমেয়েদের চোখে মুখে হতাশা। পাহাড় থেকে খরার সময় কাঠ কেটে আনতে পারে। কেনার লোক নেই। দূরের পাহাড়ে পাথর ভাঙতে যেতে পারে, যাবার রাস্তা নেই। ঘরে অশুখ-বিশুখ হলে এক দিনের পথ ডাক্তার বস্তির দেশ। শুধু খা খা করছে প্রান্তর আর ঘাস, টিলা জমি, বনজঙ্গল। জলের আকাল পাকলে জলা দেশের মানুষ বাঁচে কি করে।

ফলে জয়নগরে এখন দুই পক্ষ। এক পক্ষ খাতায় নাম লিখিয়ে বসে আছে। লঞ্চ আসলেই উঠে পড়বে। আর এক পক্ষ কিছুতেই উঠবে না। নৌকার কাছে গাবের কষ খাওয়াচ্ছে। জানে এক যুদ্ধ হবে গরমেন্টের সঙ্গে। পুলিশের সঙ্গে। ইচ্ছা করলে অভয় ক্ষেপে গিয়ে এক দিনে পুলিশের ক্যামপ জ্বালিয়ে দিতে পারে। সখারামকে নদীর চড়ায় পুঁতে দিতে পারে। কেউ টের পাবে না। কিন্তু বড় দায় আছে। পুলিশের গায়ে হাত তুললেই বড় ঝকঝক—তখন আশ্তন দেবে, গর-

পাকড় হবে। ধর পাকড়ের নামে যুবতী মেরে গুলানকে পাচার করবে। এইসব বড় অরাজকতার সামিল। কে আর আগ থাকতে সাপের মুখে ছোবলের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

এই যে বাবলি চলে যাচ্ছে, অভয় খুড়ো একটা কথা বলতে পারছে না। যেন বাবলি বলে গেল, কি ঘাশে নিয়া আইলেন? এই আপনের ঘাশ! ঘাশের মানুষ! হে-পারে যাই নাই। গৌসাইব ঠাকুরবাপবে তাড়া কবেছিল যারা বাপ ঠাকুরদারে তাড়া করেছিল যে, তাগ চাইতে কোন ধম্মে আপনাব ঘাশের মানুষ বড় কন! সখা-রামের বাড়িত হে-পাড়ে আছিল। আপনের আমার মত কথা কয়। ঘাশের কলাডা মুলাডার নামে চক্ষে জ্বল আসে। তার লোক আমারে লইয়া যায় ক্যান কন! জবাব ছান।

নিতাই ঘরে ফিরেই সহসা কেমন ক্ষেপে গেল। ঘর থেকে কুড়োলটা বের করে বাবলির মাথায়, মারবে এক কোপ—যা থাকে কপালে, আসলে তুই নষ্ট মাইয়া। রঘুদাস ঠিকই কইছে। আমার ঘরে ঢুকলে আর নড়তে চাস না। তর শরীরে আগুন জ্বলতাছে বুঝি না ছ্যামরি! দিমু এক কোপে খালাস কইরা। এই ভেবে সে যেই না কুড়ুল তুলে ছুটে গেছে বাবলিব দিকে, তখন বাবলি এতটুকু ভীত নয়। —মার মার। ডরাইলা গৌসাই। সবাই হায় হায় করে ছুটে আসছে। বাবলি স্থির চোখে সবাইকে আবার বলছে, বাবা কাকারা, আপনেরা যান, আমার কণ্ডনের কিছু নাই।

অভয় বুঝল, বাবলি বড় অভিমানী মেয়ে। তার কাছে এখন সব দেশ সমান। সব মানুষ সমান। সে তার ভাল মন্দ টের করতে পারে না। নিতাই থম মেরে দাওয়ার কুড়োলটা হাতে নিয়ে বসে আছে। বর্শাটা সেইভাবে পৌঁতা। যেন নিতাইকে ভয় দেখিয়ে গেছে কেউ। তার কলিজা ফুটো করে রক্ত বের করবে কেউ, সেই সংকেত। কুড়োলের দণ্ডে খুতনি রেখে নিতাই অপলক দেখছে বল্লমটা। তার কি কালঘুম পেয়েছিল, যে বেড়ার ওপাশে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, ঘুনা করে

টের পায় নি। বাবলি যদি পলায়ই তবে আবার ফিরে এল কেন
বড় ধন্দ দেখা দেছে মনে।

॥ ছয় ॥

মাঠ জমিন, শ্যাওড়া গাছের বন অতিক্রম করে ওরা হিজলের মাঠে
এসে নামল। ওরা সোজা পথে গেল না। সোজা পথে গেলেই ধরা
পড়বে। পরাণের কলিজা সুপারির ফলায় এফোঁড় ওফোঁড় করে দেবে।
হাসিম মিঞা পরাণকে নিয়ে বাঁকা পথ ধরল। ঘুরে ঘুরে যেখানে বন
জঙ্গল আছে, পায়ে হাটা পথ নেই সেসব দিকে উঠে গেল। দূবে কিছু
অমানুষের শব্দ পেল। হৈ হৈ করে গ্রামে ফিবছে। হাসিম বুঝল,
ওড়া কোথাও খুন জখমে লিপ্ত ছিল। হাতে রক্তের দাগ। সে পরাণকে
নিয়ে ফের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। তারপর কিছুটা সময় পার
হলে, সে একাই হেঁটে গেল কিছুটা পথ। দেখল কোথাও কেউ আর
আছে কি না! একটা পুরাণো মজা দীঘিব ধার ধবে ঠাঁটছে। বড়
প্রাচীন মঠের নিচে দাঁড়িয়ে যখন বুঝল, এ-পথে কেউ আসছে না, তখন
পরাণের কাছে গিয়ে ফেব ডাকল, অ পরাণ, আছ নি? পরাণ।

পরাণ ঝুপ করে জঙ্গলের মধ্যে ভেসে উঠল।

—ছুটতে পারবাত? .

পারাণ কিছু বলছে না।

—অ.গুইনা বাতাস পার হইয়া যাইতে হইব—পারবাত?

পরাণ কিছু বলছে না।

—হায়রে পরাণ ভাই তোমার বোকা বইনা থাকলে চলব?

হোমোন্দির পুতেরা সুপারির সলা গাঁইথা দিলে আমার ইজ্জত রাখুম

কোনখানে ! হাঁট । দৌড়াও । বেশ পারলে হাসিম চাবুক মেয়ে
পরগণকে চাকলা রাখতে চায় ।

পরগণ দৌড় টৌড় করে কয় ভুলে গেছে বৃষ্টি । হাসিম ঘোড়ার
মত প্রথমে কদম দিতে থাকল । —দৌড়াও দৌড়াও । আরও জোড়ে ।
দৌড়াও । থাইম না । আ, এডা কি করতাহ পরগণ ভাই । তুমিও
মরবা, আমারে-অ মারবা এই কথায় পরগণের বৃষ্টি চৈতন্য ফিরে এল ।
সে হাসিমের পিছু পিছু দৌড়াতে থাকল । হাসিম তখন বলছে,
জায়গাটা ভাল না ।

পরগণাতে পরগণাতে দুঃসহ অরাজকতা । উত্তরে আড়াই হাজার.
দক্ষিণে আমিনপুর, পূবে পশ্চিমে মহেশ্বরদি, অথবা শীতলক্ষ্যার দুই তীর
ধরে ধ্বংশের উল্লাস । মানুষের বড় হৃদীন । হাসিম বলল, আল্লা
আপনের নামে এডা কি হইতাহে ! আপনার চক্ষু নাই !

হাসিম বুঝতে পারছে উগ্র বিদ্বেষ ক্রমশ এক ভূজঙ্গের মত গোটা
অঞ্চলকে গ্রাস করে ফেলছে । যেতে যেতে হাসিম আগের মত বিড়
বিড় করে বকে যাচ্ছিল । কখনও অন্ধকার ঘন, এবং ফাঁকা মাঠ ।
গাছপালা জনহীন জোনাকির আলোর মধ্যে ডুব সাঁতার দিলে চিংকার
হাসিমের, অ পরগণ ভাই তুমি কি মরনের স্মৃতি কানে বানতাহ ! তোমার
অঞ্চল নাই । যেন হাতে পাচন থাকলে বলত, মারমু এক পাচনের
বাড়ি, মিঞা নিজের জান আগে । আগে নিজেরে বাঁচাও । এইডা
কি ! একেবারে যান সব গেছে ! দৌড়াও দৌড়াও । আমার লাহান
পা তুইলা ফেল । বেগবান অশ্ব দেখ নাই । পরাপরদির মেলায় ঘোর
দৌড় দেখ নাই । তার কথা মনে আন । হাসিম কথা বলছে আর
চারপাশে সতর্ক নজর রাখছে । কারণ পরগণ বেহুস । বোধবাস্তি
গেছে । পরগণকে বাঁচাতে না পারলে আল্লার মুখ থাকব না । মানুষের
সন্মান থাকে না । হাসিম যত দৌড়াচ্ছে, তত লাঠির ডগায় জাম বাটি
চিড়াগুড় ছলছে । যেন মহরমের বাজনা বাজছে ভিতরে । হাসান
হোসেন যায় । কারবালায় এজিদ, খাঁ খাঁ মরুভূমি—হাসান হোসেন

যায়—হায় হাসান, হায় হোসেন সেই কবে থেকে তোমরা এজিদের পাল্লায় পইবা বুক চাপড়াইয়া মরতাহ। হায় হাসান, পিপাসার জল নেণা এবারে তুমি কারে দিবা। মনের মধ্যে কত সব গুনগুনানি চল-
তাহে, য় হাসিম বাব বারই পেছন ফিরে দেখছে, সামনে দেখছে, কতটা এগোন গেল, কতটা পেছনে পরাণ পড়ে থাকল।

ওরা গরিপবদির আশ্রমে এসে প্রথমে থামল। আশ্রমের ঘাটলায় বসে দম নিল কিছুক্ষণ। আশ্রমবাড়ির ঘরদোরের একখানাও জানলা কবাট নেই। মায় মঠেব ওপর থেকে পেতলের কলসিটাও উপড়ে নিয়ে গেছে। সকাল হতে আর দেরি নেই। গাছপালার ফাঁকে সব স্পষ্ট। পাখ পাখালি আগের মতই ওড়াউড়ি করছে। এ-ডাল থেকে ও-ডালে গিয়ে বসছে। ফর্সা হলেই আকাশে উড়ে যাবে। তারপর ধীরে ধীরে নদীর জলে কিছু পাখির ছায়া ভেসে উঠল। পাখিরা উত্তর দক্ষিণে হারিয়ে যাচ্ছে। কাক শালিখেরা টেরই পায়নি কত বড় খুনো-খুনি ঘটে গেল এই অঞ্চলে। কাক পাখির চলাফেরা দেখে সেটা আন্দাজ কবা যায় না। এত বড় খুনের উল্লাস দিনের বেলাতে আশির মত পবিচ্ছন্ন। যেন কোথাও কোন মালিগু জেগে নেই। চাষ আবাদ হচ্ছে। তামাক ক্ষেতে আল বেধে দিচ্ছে কেউ।

কিন্তু হাসিম টের পাচ্ছিল জলের নিচে তখনও এক অজগর ফুঁসছে। ফাঁক পেলেই ভুজঙ্গ অবলা জীবকে গ্রাস করবে। সে এটা জানে বলেই সঙ্গে রেখেছে জামবাটি, চিড়া গুড় আর একখানা পাতিল। তিন ক্রোশের মত পথ ভেঙ্গেছে। ঘোরাঘুরিতে গেছে আরও চার ক্রোশ পথ। এখন পরানকে নদীতে নামিয়ে দিতে পারলেই বুঝি রক্ষা করা যবে। নদীটা গেছে বঁকে বঁকে। আলিপুরার বাজার পঞ্চমীঘাট পার হয়ে মাঝেগচর। তারপর ক্রোশ খানেক পথ গেলে নাজলবন্দের বাম্নি, পরে আরও ক্রোশ দুই পথ। হিসেবটা সে কড় গুনে করতে গিয়ে বুঝল, আর সময় নাই। পারে পারে দিনের বেলায় যেতে গেলে পরান হালদার ধরা পড়বে। শুধু নদীর জল ভরসা। জলে নেমে পাতিল

মাথায় রেখে শুধু জলে জলে ভেসে যাওয়া। দেখলে মনে হবে হাওয়ার একখানা পাতিল ভাইস্কা যায়। গঞ্জে উঠে যেতে তিন ক্রোশেব মত পথ আব। গবমেণ্টেব লোক খবব পেয়ে তাঁবু ফেলে বসে আছে। যারা হেপারে যাবে তাদেব চিড়াগুড় দিয়ে ভুবি ভোজন। সবই আডে নখ-দর্পনে। কোশলটা মন্দ কবে নাই। হাসিমের সাতসকালেই বুক বেয়ে চোঁয়াডে হাসি ঠোটে ভেসে উঠল। আব মাত্র তিন ক্রোশ পথ টেনে নিতে পাবলেই হাসিমের সন্মান বাঁচে। আল্লাব মুখ বক্ষা হয়।

পোড়োবাড়ির মত আশ্রমেব বাড়ি ঘর। খাঁ খাঁ কবছে। হাসিম পবাণকে ঘাটলায় বসিয়ে জামবাটিতে চিড়া গুড় দিল খেতে। সারা দিনের জন্তু পবাণকে জলে একটা মৎস্ত হয়ে থাকতে হবে। পেটে কিছু না থাকলে ঠাণ্ডায় টাল মেবে যাবে। বড রাঙ্গুসে হাওয়া বইছে। উত্তুরে ঠাণ্ডা প্রবল। সে বলল, খাও। পরান ভাই খাও।

পরান সাণা চোখে তাকিয়ে থাকলে, কেমন অতাকে উঠল হাসিম। চোখে চোখ বাখতে পারল না। সে চোখ সরিয়ে বলল, খাও কি করবা!

সারা দিনের জন্তু পরানকে জলে ডুবে থাকতে হবে। পরান পাতিল মাথায় জলে ভেসে যাবে। স্বাস প্রখাসের ক্রিয়াটুকু মুখ ভাসিয়ে পাতিলের নিচে সেরে নেবে। কিন্তু হায় পরানের ভিতর জীবনের কোন চিহ্ন যেন নেই। যেন সব গেছে। শরীর মুখ ফ্যাকাশে। হাসিম পরানের মাছধরাব হিম্মতের কথা বলল। সিংহছয়ারি বোয়াল মাছের কথা বলল। তবু পরানের চক্ষু চক চক করে না। সে ভূতের মত বসে আছে। খাচ্ছে না। যেন কেউ ওর মুখে জোর করে চিড়া গুড় ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। হাসিম বসে নজব রাখছে, একবার উঠে গিয়ে দেখে এল কতটা নিরাপদে আছে তারা।

খাওয়া হয়ে গেলে আর দেরি করল না হাসিম। পরানকে পাতিল মাথায় নদীর জলে নামিয়ে দিল। নিজে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকল। যেন হাসিম এখন যথার্থ-ই তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পড়েছে।

মক্কা মদিনা যাচ্ছে, মানুষের ভালবাসার স্থান, যেখানে মানুষ মানুষের মত, কোন বিভেদ নেই, সবই ঈশ্বরের প্রেরিত, জীব মাত্রেই করুণার যোগ্য—সুতরাং প্রাণধারণে অবহেলা করলে পাপ। হাসিম হাঁটতে হাঁটতে মক্কা যাচ্ছে, মদিনা যাচ্ছে—নিচে শীতের পানি, পানিতে এখন একখানা পাতিল ভাইয়া যায়। উত্তরের হাওয়ায় পাতিল দক্ষিণে ভাইয়া যায়। কারো টের পাবার কথা নয় অঞ্চলের একজন মানুষ পাতিল মাথায় নিরুদ্দেশে পাড়ি দিচ্ছে।

নদীর পাড় ক্রমশ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। অনেক উঁচুতে হাসিম হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। ফলে হাসিমের শরীরটা জল থেকে মুখ তুললে পরাণ দেখতে পাচ্ছে, বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে। অনেক উঁচু থেকে তবু শব্দ, ক্রমাগত শব্দ—এক দুই, এক দুই। অন্তত শব্দটা জলের নীচে, মনে হয় কোন এক অদৃশ্য পাতাল পুরী আছে, সেখানে রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে ঠক ঠক করে যাচ্ছে। অথবা কদম দিচ্ছে ঘোড়া—এক দুই তিন, কদম তুলে ঘোড়া ছুটালেই পরাণের আর ভয় থাকবে না। সে জলের নিচে ডাকছে, কিরগীরে, সুরিনডারে! আমার কি হইবরে সুরিনডা! ছোট মুখ কিরগীর। বড় চোখ কিরগীর। সুরিনডা, জোয়ান বেটা তার। আর ছিল একখানা খেপলা জাল, মাছ মারার জ্বরদস্ত কোচ। দুইখানা ঘর। ছাগল গরু পায়রা কিরগীর সব পুড়ে গেছে। সেই কিরগী হল্লার মধ্যে কোনখানে যে গ্যাল। সুরিনডার পাশা নাই।

নদীর দু-পাড়ে তেমনি গ্রাম মাঠ ফসল। ঝোপে জঙ্গলে টুনি ফুলের লতা। কলমি লতার ফুল ফুটে আছে অজস্র। পাড়ে গাঙ-শালিখের কিচিরমিচির শব্দ। কোথাও দূরে ঘুঘু পাখি ডাকছিল। আজ হাটবার নয়। পাড়ে মানুষের ছায়া তেমন লম্বা নয়। সামনে মাঝের চরের শ্মশান। বড় খালি। কেউ মরা আগলে বসে নেই। আবার সেই এক দুই—ঠক ঠক শব্দ। পরাণ জলের নিচে পাতিলে মুখ জাগিয়ে ভেসে থাকল। অথবা জলের নিচে যেন পরাণ বিহীন খুঁজচে।

কিরগী, না পবাণ কিরগীকে খুঁজছে। হাতড়ে হাতড়ে জলের নীচে জলার পাশে কিরগীকে খুঁজছে। সুরিনডা যদি লাশ হয়ে গিয়ে থাকে। কিরগীকে তুইলা কেউ নিয়া গেল নাও! অ কিরগী কথা কস না ক্যান, অ. সুরিনডা তর বাপত এহনেও বাঁইচা আছে। আমি পরাণ তগ ফালাইয়া কই যাইতাছি।

জলের নীচে পরাণ আবার শব্দটা শুনল এক দুই তিন। অনেক দূর থেকে কেউ সংকেত পাঠাচ্ছে। আর ডর নাই পরাণ ভাই। মাথা তুইলা ঠাঁট। জলার উপবে উইচা, দোড়াও। পরাণ মুখ ভাসিয়ে ফের দেখল—আহা রোদেব সেই কিরণ। সেই তাপ। হাত পা পাড়ে তুলে রোদে সঁকে নিলে বেঁচে যেত। পবাণ দু-হাতে কচুরিপানা ঠেলে এগুতে থাকল। শক্তি ক্রমে নিঃশেষ হয়ে আসছে। হাত পা অসাব ঠাণ্ডা জলে। হিমের মত উত্তরে বাতাস উথালপাতাল। সময় বুঝে প্রকৃতিও যেন ক্ষেপে গেল।

পরাণ ভিতরে ভিতরে মবে যাচ্ছিল ভয়ে বিস্ময়ে এবং কিরগীর জন্তু, এই টাল ঠাণ্ডার জন্তু ওর প্রানশক্তি উবে যাচ্ছে। হাসিম পাড় থেকে তখন গাজীর পীড়ের বায়ানাদারের মত পালা পাঠ করে যাচ্ছে যেন, আর ডর নাই পরাণ ভাই। দামগড়ের কলের চিমনি দ্যাখা যাইতাছে। বড় নদীর পাড়ে আইসা গেছি। বোঠাইন মনে হয় আগে আগে গ্যাছে গিয়া। গেলেই ছাখবা বোঠান তাবু থাইকা বাইর হইয়া আইছে। তোমার সুরিনডা মনে লয় মায়রে লইয়া আগে আগে ভাগছে।

নদীর ফাটল বড় বড়। জলের ঢেউ বড় বড়। পাড় ভাঙছে নদী। পাড়ের মানুষজন বসতবাটি সব হাওয়া। কখন নদীর গর্ভে বিলীন হয় ভেবে বাড়ি ঘর ছেড়ে চলে গেছে কেউ। হাসিম জায়গাটা নিরাপদ ভাবল খুব। সে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ফাটল পার হয়ে যাচ্ছে। যত পার হয়ে যাচ্ছে তত হাসিম দেখছে ফাটল ক্রমেই আরও গভীর আরও প্রসঙ্গ। কাটলে পড়ে গেলে পাতাল পুরীতে ঢুকে যাবে। কেউ

জানবেই না, হাসিম পৃথিবীতে কোন এক পরিহ্রাস্তার ভূমিকা নিয়েছিল। সে বড় সাবধানে ফাটল লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। মাইলখানেক ঘুরে গেলে পথ। কিন্তু সেখান থেকে নদীর জলে পাতিল ঠিক ভাইশ্রা যায়, কিনা চোখে পড়ব না। পরাণ অতদূর থেকে লাঠির শব্দও শুনতে পাবে না। বর্ষার সময় নদী দু-পাড় ভাঙতে ভাঙতে এগোয়। যা ভাঙ্গে অতলে চলে যায়, যা ভাঙ্গে না, টিলার মত দাঁড়িয়ে থাকে। পরের বর্ষায় যাবে। হাসিম বলল, কিছুই থাকে না মিঞা। কার লগে লড়ালড়ি। কেমন বিড় বিড় করার অভ্যাস হয়ে গেছে হাসিমের। আল্লার এই কেরামতিটা ছাখ। কত আশা আছিল তোমার। নদীর পারে ঘর, নদীর মৎস্য শিকার। বড় আরাম। তবে, আল্লা কাউরে বেকশুর খালাস দেয় না মিঞা। আজরাইল হিসাবের খাতাটা নিয়া বইসা আছে।

পরান বোধ হয় ওর ডাক জলের ভিতর থেকে শুনতে পায়নি। অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়েছিল হাসিম। নদীর পাড় বড় খাড়া। প্রায় যোজন দূরে যেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির, হাতে লাঠি, চিড়ার পুঁটলি নিয়ে স্বর্গের রাস্তাটা খুঁজছে। তা খুঁজুক। খুঁজে বের করুক। এই ফাঁকে পরান ভেবে ফেলল যা হবার হয়ে গেছে। আর পারছে না। শরীরে তাপের দরকার। সে বালির চড়ায় উঠে বসে থাকল। এখানটায় মানুষ আসেই না। খাড়া পাড় যখন তখন ভাঙ্গে, হাওয়ায় ভাঙ্গে, জলে ভাঙ্গে। ফলে মানুষ বর্জিত পরিত্যক্ত জায়গাটায় সে কিছুক্ষন হাত পা ছড়িয়ে বসল। আর মাথার অনেক উপরে লম্বা হয়ে আছে ছায়াটা। জলার দিকে তাকালেই বোঝা যায় ছায়াটা হাঁটছে না পথ খোঁজাখুঁজি করছে। পরান হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বালি মাটিতে। শীতের ফসল দেখল। নদীর চরায় যব গমের গাছ, পাশের গ্রাম নাজলবন্দ। কামার কুমোর একঘরও নাই। সব ভেগেছে। দেব দেবীর মন্দির ফেলে সব ভেগে গেছে। মাটির মূর্তি, ভৈরব ঠাকুরের পূজা হয় পাঁঠা বলি হয়, বোধ হয় আর কিছুই নেই। দেব দেবীর মূর্তি খড়ের গাদার মত

পড়ে আছে। দূর থেকেই পরান টের পেল সেই এক আলিসান ভুজঙ্গের কাজ। মানুষের মধ্যে, ফুসকরির মত জেগে থাকে। তারপর কখন যে সেটা বিষফোঁড়া হয়, পাকে গলে, দুর্গন্ধ ছিটায়! আব তখনই অনেক উঁচু থেকে সেই শব্দ, ঠক ঠক। ভয় ভয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পরান ব্যাণ্ডের মত জলে লাফিয়ে পড়ল। বিষফোঁড়া পাকে গলে কে কয়! জীবনের চেয়ে অমূল্য ধন আর কিছু নাই। পরান ব্যাণ্ডের মত জলের মধ্যে ডুবে গেল।

হাসিম বেতে যেতে দেখল, দু'জন অমানুষ সুপারির শলা নিয়ে কলাগাছে হাত মকস কবছে। তখনই শব্দ পাঠাল টবে টক্কা। ভয় ভয়। নদীর এত খাড়া পাড় ধরে কে যায়। এক মনুষ্য যায়। আপথে কুপথে গেলে সান্দহ বাড়ে। কলাগাছ থেকে শলাটা তুলে অমানুষেরা দাঁড়িয়ে আছে। কে লোকটা! কোথায় যায়। দূব দিয়া যায় কান। পালাইতেছে। হান্দাও একখান সুপারি শলা পেটে। দুই অমানুষ হাসিমকে ধরার জন্য যব গমের খেতে ঢুকে গেল। হাসিম প্রথমে কি করবে ভেবে পেল না। সেত জাতভাই। দবকাব হলে উলঙ্গ হয়ে দেখাবে। সে খুব সাহসী মানুষের মত লাঠি হব বনে দাঁড়াল। আশুক।

কিন্তু মানুষের কত রকমের সং হয় ওনা গোঁচা দিল একটা হাসিমকে, মিঞা কই যাও ?

বাবলি দেখল, পুলিশ খোঁচা মাঝে গোঁসাইবে। বাটন দিয়া খোঁচা মাঝে। বাবলি মাথা ঠিক বাথতে পারছে না। সেই কবে থেকে খোঁচাটা হাসিম মিঞা খায়, ঠাকুববাপ খায়, গোঁসাই খায়।

বাবলি বলল, খোঁচা মাঝে কান। ছায় কি আপনেনগ বাড়ি ভাঙে ছাই দিছে।

—দিছে দিছে, বলে খুক খুক করে হাসতে থাকল দুই অমানুষ।

—কি দিছে !

—তর কপাল দিছে। তরে নিয়া খুব গণ্ডগোল। তুই কার সঙ্গে গালিয়েছিলি ?

—পালালাম !

—হ ভাগিাস বড়বাবু লোক নজর রাখছিল। কে ভাগে কোন দিকে ভাগে সব ত নজর রাখতে হয়।

—মিছা কথা !

—বড়বাবু ডাকলেই বুঝতে পারনি।

সকালে পুলিশ গিয়ে তুলে এনেছে তাদের। অভয় খড়োকে। কি পাওয়া যাচ্ছে না। বল্লমটা উঠোনে এখনও গাঁথা আছে। নিতাই সটা'ছু'য়েও দেখেনি। কেবল ঘবে ঢুকে দেখেছিল, সাদা মত কিছু ঝুঁড়ো পাউডার পড়ে আছে। কেমন বিদঘুটে গন্ধ। হাত পা গুলিয়ে ঠেঁকেছিল। জয়নগরের সব মানুষজন বুঝতে পেরেছিল, বাবলির ওপর গারো দয়া হয়েছে। সংক্রামক ব্যাধির মত, বাবলিকে ভয় পেতে থাকল বাই। কারণ এখানে পুলিশেব হয়ে কেউ না কেউ খবর পাচার করে দিচ্ছে। ছোটো ভাল কথা বললেও মন্দ হয়ে দেখা দিতে পারে। অভয় খড়োর খোঁজ নেই—সেটা আরও ভয়ের।

নশ্বর ধরে ডাক পড়ছিল। বাবলি তার নশ্বর জানে না। সদর স্ত্রী সামনে। গরুর গাড়ি যায়, বাবলি বসে বসে দেখে গৌসাই গাঁজ হয়ে বসে আছে। সন্দ ঢুকে গেছে গৌসাইর মনে। সেদিন থেকেই গৌসাই গোমড়া মুখ কবে বেখেছে। ভাল কথা একটা বলেনি। একই উঠানে, একই ঘরে বাস তবু যেন মানুষটা কত দূবেব হয়ে গেছে। বাবলির অভিমান বড় বেশি। একবার বলেছিল, গৌসাই তোমার পায়ে ঝিড়ি, তুমি আমারে সন্দ কইর না। বাঁচি মরি তোমার লগে আছি। চাখ টলটল করছিল বাবলির। এখানে এসে সন্দটা আরও পাকা হচ্ছে। বাবলি কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এত কবে বলল, চল চইলা যাই। মা জননীর কোলে কত জায়গা জমিন, কত মানুষজন। ছ'জন

মাইনসের ঠাই হইব না! কিন্তু গোসাঁইর এক কথা! বাপ দাদার দেশ ছাইড়া কোনখানে যামু না। তা মরতে চাইলে—আমি কি করতে পারি।

সারবন্দি লোক। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এটা হামেসাই হয়। এই নিয়ে কতবার যে ধরে আনল। মুচলেকা দিয়ে চলে যেতে হত। তারপর আবার যে কে সেই। বাবলির মনে হল, আজও আবার লিখিয়ে নেবে, লিষ্টি মিলিয়ে টিপ ছাপ। কিন্তু শেষে যা হয়, কেউ নড়ে না। সদরে খবর যায় অগ্নরকমের। জোব জববদস্তিতে কাজ হচ্ছে না। পুলিশের লাঠি আর জনগণ গ্রাহ্য করে না। চুড়াশু বিহিত একটাই। সময়সীমা বেঁধে দেওয়া। তাও হয়েছে। কেউ কেউ ভয় পেয়ে লঞ্চে উঠে গেছে। বেশির ভাগই যায়নি। এই নিয়ে কতবার সময়সীমা যে বাড়িয়ে দিল। মনীন্দ্র, কালীপদরা ভেবেছে, সময়সীমা বাড়তে বাড়তে এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে। গরমেন্ট বুঝতে পারবে এরা ঘাড়ে বসে থেতে আসেনি। এরা সব পারে। গরমেন্ট ক্ষমা করে দেবে। মুক্তি। তখনই মুক্তি। তখনই স্বাধীনতা। ছৈলছকুরী করতে হইব না। বনের কাঠ এনে বেঁচতে হবে না। যা জমা জমিন আছে, ঘেরি আছে তাতে করে মানুষজনের চলে যাবে। ঘরের মানুষ, ঘরে বসতি চাইল তার চেয়ে বড় আনন্দ আর কি থাকতে পারে।

বাবলির বসে থেকে কোমর ধরে গেল। পেট জ্বলছ খিদেয়। গোসাই ঘাসে চিং হয়ে শুয়ে আছে। মানুষজনের ভিড়, ঠেলাঠেলি। বেলা বাড়ছে। এক এক করে চলেও যাচ্ছে। বাবলি দেখল রঘু দাস দৌড়ঝাপ করে বেড়াচ্ছে। হাতে একখান লিষ্টি। বাবলির কাছ দিয়ে ক'বার ঘুরেও গেছে। যেন দেখাতে চায় তার সঙ্গে নেতাইর কত ভফাং বাবলি একবার বুঝুক। চোখে জ্বালা থাকলে যা হয়, বাবলি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, ধম্পুত্তুব।

লিষ্টি মিলিয়ে হাঁক আসছে। বাবলি কান খাড়া কবে শুনছে। পুলিশ বাবারা এখন রাস্তায় লাঠি বগলে। তার সঙ্গে মসকরা রয়েছে

না। তাকে বড়বাবু ডাকে। — কেন ডাকে! লোকগুলি কি সত্যি বড়বাবুর লোক। আসলে বড়বাবুর নাম বলে ভয় দেখায়নিও! মাহুষের মনে কত রকমের কুবুদ্দি থাকে। সে কাউকে না বললেই পাবত, শনে পিসিকে সন্দ না করলেই পারত। এখন সাত পাঁচ কান হয়ে বড় বাবুর কাণে কথাটা কি-ভাবে উঠেছে কে জানে। ভয়ে তার বুক ধুকধুক করছিল।

সামনে সেই রাস্তা, পেছনে খাল, একটা বড় মাঠে কাঁটাতারের বেড়া। লোকগুলিকে সব কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। কিছু কিছু খাল হচ্ছে। ড'জন ক'ব পুলিশ বাবা সঙ্গে যাচ্ছে। যেন ঘবে ফিবেই মতটা বদলে ফেলতে না পারে। বড়বাবু সখারামের কত দায়

সখারাম আসলে তখন মাঝখানে তাঁবুর নিচে। পর পর সারি সারি তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে অস্থায়ী অফিস ক'চারি। তার লোকজন কাজক'ন করছে। ফাইলের পাহাড় সামনে। মাঝে মাঝে মুখে পান ফেলে দিচ্ছে। কাচা পাকা চুল, দাঁড়ি বাতাসে চুল উড়ছে। বেশ শক্ত মজবুত শরীর। তবু হাতে তাগা বাঁধা। গলায় ঢোলের মত তাবিজ। লম্বা জামার নিচে সব লুকিয়ে রাখার স্বভাব। পাকা লোক, বেশি তাবিজ কবজ দেখলে সম্মান করে না ভদ্রজনেরা। আর এরা ত ইত'ব লোক। কি যে ফ্যাসাদে ফেলল। উপর থেকে একের পর এক ছড়কো আসছে। এবারে চরম নির্দেশও এসে গেছে। সি আর পি'র একজন বড় গোছের কর্তা আসবে লঞ্চে। সখারামের কপাল ঘামছিল। ঘামে বুক পেট ভিজ়ে গেছে।

বাবলি শেষে আর পারল না। নিতাইকে বলল, গোসাই দেখি বড়বাবু ক্যান ডাকে।

নিতাই উঠে বসল। — যাউবি?

— হু যাই।

সখারাম বাবলিকে বড় ভাল চেনে। শনে পিসিই কাজ কন্মের

ধান্দায় নিয়ে এসেছিল। দেড় ছ বছরে মেয়েটা বড় বেশি বাড়বাড়ন্ত হয়ে যাবে সখারাম বুঝি বুঝতে পারে নি। একদিন নদীর পাড়ে দেখা। তখন জ্যাঠাব ছু-পয়সা আয় হচ্ছে। খাওয়া পরার ভাবনা কম। বাবলি আর কামের ধান্দায় ঘোরাঘুরি করে না। দেখেই বলল, আরে, বাবলি যে।

এক মাথা ঘন চুল। ডুড়ে শাড়ি পরনে। হাত পা বড়ই পুষ্ট। যৌবন যেন জলে ভাইসা যায়। সখাবাম বাবলিকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিল। দাঁতে শূল ব্যাথাটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। কামড় বসাবার প্রলোভনে বলল, শনে পিসির সঙ্গে আছি। নিতাইবে দেখি কোথাও কিছু কবে দিতে পারি কিনা।

বাবু মাহুঘ, প্রভাব প্রতিপত্তিও আছে। গোসাইব কাজ হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে শনে পিসির সঙ্গে মাঝে মাঝেই ক্যাম্পে চলে আসত। বাবুর চাটা করে, পানটা সাজিয়ে দিত। শনে পিসি তাঁবু বাইবে কাজ করে। মন্দ চলতনা। কিন্তু একদিন কি হল বাবুব, বুঝি মাথা গরম হয়ে গেল, খপ করে হাত ধরে বলল, কাছে আয় না।

— না বাবু।

— আয় বলছি।

— না বাবু।

— কিছু করব না। আয় না।

— না বাবু পায়ে পড়ি।

তবু শোনেনি সখারাম। বাবলি পা ছেড়ে হাত কামড়ে ছুট লাগিয়েছিল। সেই থেকে বাবু চটে আছে। কিছু হলেই বোঝে সখারাম তলে তলে কাজটা করছে। অঞ্চলের খারাপ মাহুঘেরা দায়ে অদায়ে সখারামের কাছে আসে। তারা বড় বান্দালোক সখারামের। সর্বত্র সখারামের চর। মাহুঘের চোখে কু-ভাব দেখলেই বাবলির কেন জানি মনে হয় এ সখারামের লোক না হয়ে যায় না।

বাবলি দেখল, বড়বাবুর কাছে যাওয়াই কঠিন। কত সব লোক

বড়বাবু কাছে যেতে চায়। ভিড় ঠেলে সে তবু কোনরকমে ঢুকতে গলে
কেউ যেন ওর শাড়ি ধরে টানল। —কেডা ?

—কোথা যাচ্ছিস ?

—বড়বাবুর লগে দেখা করমু।

—ডাকছে ?

—না।

—আম্পদ' ত কম নয়।

বাবলি এবার ঢংয়ের কথা ছুড়ে দিল। সে এই বয়সেই ইচ্ছা করলে
কোমর ছুলিয়ে কথা বলতে পাবে। নাগরের মত সবাই, কে নেবে গো,
আমি বাবলি দাসী। বুক উচিয়ে, গাল লেপ্টে কথা বললে সব মরদ
এক রকমের। পেলেন ডেরেসের পুলিশ। বাবলি চোখ মটকাল, মুচকি
হাসল। তাবপর ঠোঁট টিপে ঢঙ্গি হয়ে গেল। তখন পেলেন ডেবেসের
পুলিশ বাবা কাং। —যাবি যা, কিছু বললে আমি জানি না।

বাবলি দেখল একটা টেবিল ফান ঘুরছে পেছনে। সামনের
টেবিলের চারধারে যারা এলাকা জুড়ে নয়া বসতি করেছে তাদের মোল্লা
মাতব্বরেরা ঘিবে রেখেছে বড়বাবুকে। সেই স্মার এলাকা বাবলির ঠিক
চেনা জানা নয়। সে চেনে বিজ্ঞান নদী, বড় বটবৃক্ষ, লঞ্চের ঘাট, আর
নদীর চরা। ভেতরের দিকের বনজঙ্গলও সে কিছুটা চেনে। এই
লোকজনদের সে চেনে না। জয়নগরের এরা কেউ নয়। পুলিশ
ক্যাম্পের সবচে কাছের জায়গা জয়নগর। তাও এক ক্রোশের মত পথ।
নদী পার হয়ে আসতে হয়। সে তখনই দেখল বড়বাবু গলা তুলে কি
দেখছে। তার কপালে ঘাম। খুব তিক্ত মুখ। বাবলি কোনরকমে
মাহুশের ভিড়ের মধ্যে কচ্ছপের মত গলা বাড়িয়ে দিল।

—আরে বাবলি !

—হ বাবু। বইসা আছি। কখন ডাক পড়ব।

—বসে আছিস কেন, বাড়ি যা।

কত সুন্দর কথা বলে বড়বাবু।

বড়বাবু ফের ডাকল, এই শোন ?

বাবলি গলা বাড়িয়েই রাখল।

—নাম লিখিয়েছিস ?

বাবলি কি ভেবে বলল, হ বাবু।

—ঠিক আছে যা।

বাবলি আব নিতাই ফিবে এসে বসতে না বসতেই শনে পিসি চলে এল। বাস্তা থেকেই ডাকছে, অ বাবলি বাড়ি আছস ?

—আছি পিসি।

—ওবা যাইবি গিয়া শুনলাম।

নিতাই কুড়ুলে ধার দিচ্ছিল। হাতে কাজ কাম কম। বনে কাঠ কাটতে যাওয়া যায় না। পুলিশের অত্যাচার বেড়েছে। নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া যায় না। পুলিশের অত্যাচার বেড়েছে। সুতবাং কি কবা, ফাঁক পেলেই কুড়ুলে ধাব তোলে। আর নায়ে নায়ে আঙ্গুলটা জ্বতে চোবয়ে ধাব দেখে। কখনও ছুটে যায় তাক পেলে। যে হাকাড় দিত, সে নিরুদ্দেশ। কোথায় আছে কেউ বলতে পাবছে না। অভয় খুড়োব বিধবা বোনটা সকালে বাস্তায় দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিল। ফলে আব হাকাড় নেই ছুটে যাওয়াও নেই।

বাবলি বলল, হ যামু গিয়া।

—নিতাই অবাক হয়ে বলল, কই যাবি বাবলি !

—তুমি জান না গৌসাই। মাথায় কাঠের কাকুইয়ে চুল আচড়াতে থাকল বাবলি !

—তব মতি গতি বুঝি না।

শনে পিসি অবাক। বাবলি কি তবে একা নাম লিখিয়েছে ! বাবলি কি টেব পেয়েছে, বাঘে ছুলে আঠার ঘা। পুলিশের হাতে কামড় ! জল কতত্বর গডায় বুঝতে পেরেই সটকান দিচ্ছে।

শনে পিসি বলল, তা যাইবি না, থাকবি কি কইরা ! সবাই চইলা যাইব। তরা থাকবি কি কইবা।

—না সবাই চইলা যাইব না পিসি। নিতাই কুড়লটা ঘরে তুলে রাখল।

—ঐ কথা। সব কি যায় রে! বনে জঙ্গলে কত পালাইব দেখিস। দ্রাকে জোর কইরা উঠাইব, রাস্তায় দেখব পাতলা হয়ে গ্যাছে দ্রাক। মানুষ ত আব গরু ঘোড়া না। বাইন্দা বাথলেই বান্দা থাকব।

নিতাই কোমবে বাধা গামছাটা খুলে কপাল মুছল। বড় গরম দিচ্ছে। সে ঘাম মুছে বলল, কিছু মানুষ, গরু ঘোড়াই পিসি। আর কিছু মানুষ গিরস্থ। আমরা গরু ঘোড়া, বড় বাবু গিরস্থ। তা তুমি কি জ্ঞে আইলা অবেলায়।

—আইলাম তগ দেখতে। দেশের মানুষজনরে ছাখতে ইচ্ছা যায় না। চইলা যাইবি! তর বাপ কি মানুষ ছিলরে একথানা।

—বাপরে বড় বাবুই মারছে।

—মাইনসেব কথায় কান দিস না নিতাই। মাথা গরম কইরা বিপদ ডাইকা আনস ক্যান। তারপর শনে পিসি খুব সতর্ক নজর বেখে চারপাশে কি দেখল, শেষে ফিস ফিস করে বলল, কাল নুটিশ দিব। ঘর বাড়ি ছাইড়া যাওনের নুটিশ। সি আর পি আসব। বড় বাবুর দিন রাইত মাথা গরম। এই মানুষটা আছিল বইলা দেড় দুই বছর কাটাইয়া গেলি। তার নামে মিছা কথা কইলে ভগবান সহ্য করব না।

বাবলি বলল, তুমি অ পিসি আছ। গৌসাইর মাথা গরম আছে জান। অরে তুমি ক্যান যে বড়বাবুর কথা কও।

নিতাই দেখল সূর্য বিছাধরী নদীতে হেলে পড়েছে। ফিরে এসে হুঁজনে হুঁ জামবাটি পান্ডাভাত খেয়েছে। লেবুপাতা শুকনো লংকা পুড়িয়ে পান্ডাভাত। হুঁজনের শরীরই অলস। সূর্যের গনগনে আঁচ সারা দিন। বৃষ্টি হবে হবে করেও হচ্ছে না। নদীতে জোয়ার উঠে আসছে। ফুলে উঠেছে জল। এবং বর্ষায় এই সময়টাতে সবুজ এক আভা চারপাশে। গাছ লতা মধু আর ফুলের গন্ধ মিলে এই পৃথিবীর এক নায়ক নিতাই। বাবলির মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোলমেলে কথাবার্তা কয়। তার সম্বন্ধ হয় না।

বাবলির বড়বাবু প্রীতি নিতাইকে বড়ই অসহিষ্ণু করে তুলছে। দেবে নাকি ঘাড়ে একটা কোপ। সব ঝামেলা চুকে বুকে যাক। ঠাকুর বাপ চেয়েছে গাছ পালা উঠোনে শেকড় চালিয়ে দিক, বাপ চেয়েছে, সেও তাই চায়। বাবলি না থাকলে সে কার জন্য গাছ পালার মত মাটিতে শেকড় গোঁথে দেবে। সে যদি চলে যায় তার থাকলটা কি! সে বাবলির ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলল, ঠিক করছস তবে চইলা যাবি।

— যামুনাত খামু কি!

শনে পিসির মাথায় কাচাপাকা চুল। চুলে কদম ছাট। গলায় কণ্ঠি। সায়া ব্লাউজ পরে না। সাদা ধুতি পেচিয়ে পরেছে। ছেলেরা একজন মুন্দির দোকান করে গঞ্জের হাটে, অন্ত্রজন পুলিশে গেছে। বড়বাবু এইসব করে দিয়েছে। কৃতার্থ শনে পিসি এখন বড়বাবু যা কয় তাই শোনে। মুণ খেলে গুন গাইতে হয়। শনে পিসি যা বলে, বাবলির তা বলা উচিত নয়।

—তালে যা, যেদিকে চক্ষু যায় চইলা যা। নিতাই ফেপে গিয়ে ঘরের মধ্যে চুকে গেল। শনে পিশি ভাবল কুড়ুলটা নিয়ে আসছে নাত! কেমন শংকায় মুখ শুকিয়ে গেল। তবু শেষ কথাটা না বলে গেলে নয়, সে বলল, বাবলি তরও মাথা গরম আছে। নিতাই না গ্যালে তুই যাইবি ক্যান? বড়বাবুত বলছে, থাকনের বিহিত তাইনই বাতলাইয়া দিব।

—শুনতাছ গোঁসাই! বাবলি উঠোন থেকেই ঘরের উদ্দেশ্যে কথাটা বলল।

নিতাই ঘরের ভেতর থেকেই বলল, পিসি বাবলিকে জিগাও যে তারে তুইলা নিছিল কে?

এই কথায় বাবলির মুখটা চুন হয়ে গেল। তাঁর হৃৎস ছিল না তখন। চোখ কেমন জড়িয়ে আসছিল। আর যখন হৃৎস হল, তখন দেখার সময় পায় নি। আতঙ্ক বুকে। অন্ধকার বনজঙ্গলের মধ্যে

নদীর জলায় নাও ' তার মাথায় উকুনের কামড়ের মত জ্বালা। কেমন বেছ'স রমণীর মত জ্বলে ঝাপ দিয়ে পড়েছিল! অন্ধকারে টের করতে পারেনি কতদূরে বাবলি ভাইসা যায়।

শনে পিসিই গলা খাকারি দিয়ে বলল, মাথার উপরে কেউ না থাকলে এই হয় নিতাই। মাথার উপর গরমেণ্টও নাই। বিচার দিলে তোমাব বিচার কে নিব কও। ছুষ্ঠ লোকেরা সাহস পাইব না! জলা জঙ্গল জায়গা। ঘুইবা বেড়ায় তেনারা। চোখ পড়লি ছাড়ব ক্যান! শবীল বলে কথা! অবলা পাইছিল, শইরা নিয়া গ্যাছে।

নিতাই মাচানে হাত পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে। কুড়ুলটা কোনায় রাখা। গোল-পাতাব চাল, মুলিবাঁশের বেড়া। বাপ বড় যত্নে এই ঘরবাড়ি তুলেছে। বাপ জানত, আব কোথাও যেতে হবে না। তখনও গরমেণ্ট থেকে এত চাপ আসে নি। ঠাকুর বাপ থেকে তার কেবল ঘরবাড়ি বানিয়ে দিন গেল। সেই কবে থেকে যেন যাযাবর জীবন তাদের শুরু হয়েছে। পারুলকোটেও বাবা ছু তিনবার জমি জায়গা বদল করেছে। সমবৎসরের খোরাকি, একটু জলা জায়গা, মাছ মারার নেশা বাপকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। সেও সেই নেশায় এখন এই ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে চায় না। কিন্তু শরীর জ্বলছে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। বঘুদাসেব লোকেরা সবাইকে বোঝাচ্ছে। কাঠের পেটিতে আবার তোলা হচ্ছে সব। আয়না কাকুই এনামেলের হাড়ি থালা বাসন সব বাগ্গবন্দী হচ্ছে। সে বাড়ি ফেরার সময়ই দেখেছে। সে শে কি করবে!

এই সব সাত পাঁচ ভেবে বাইরে বের হয়ে দেখল বাবলি শনে পিসি কেউ নেই। সে ঝিম মেরে কতক্ষণ পড়েছিল মাচানে বুঝতে পারছে না। শনে পিসি বাবলিকে নিয়ে কোথায় গেল! যাবার আগে একবার বলে গেল না! বাবলি কি, না, সে আর ভাবতে পারছে না। ঘরে ঢুকে আবার কুড়ুলটা কাঁধে নিয়ে বের হয়ে গেল। সে জানে, এই তার সম্বল, মরে বাঁচে এটা সে সাগা জীবন ঘাড়ে বয়ে বেড়াবে।

॥ সাত ॥

—আল মরা ব।

—হাত ছাড়। বমু না। কি কথা আছে কও।

—মাথাডা ঠাণ্ডা কর। বড় গুহু কথা আছে।

—তোমার গুহু কথা দিয়া আমাব কাম নাই। উঠানে বাইর হইয়া না দেখতে পাইলে গোঁসাই ফেইপা যাইব।

শনে পিসি হাতটা তখনও শক্ত করে ধরে আছে। বাড়ির পেছনে গভীর গেও গড়ানের জঙ্গল। শাপ খোপ, বাঘের উপদ্রব সবই আছে। পিসি কথা বলতে বলতে খপ করে বাবলর হাতটা ধবে ফেলেছিল।—
আল মরা আয়। আমি সাপ না বাঘ, খাইয়া ফেলমু না। গোপন কথা আছে।

—কি কথা ?

—এখানে কওয়ন যাইব না। কে কোনথান থাইকা গুনব।

—পিসি তারপরই টানতে টানতে জঙ্গলের মধ্যে টেনে এনেছে। বাবলির মনে সন্দ, বড় বাবুর লোক তারা নাও হতে পারে। বড় বাবুতো আজ তার সঙ্গে কত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে। বড় বাবু যদি সতি দয়াবান হয়। শনে পিসির আর অভাব নেই। পেট ভরে খেতে পায়। এসব ভাবতে ভাবতে সে এতটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। এখন যদি গোঁসাই গলা ফাটিয়ে তার নাম ধরে ডাকেও সে গুনতে পাবে না। এমন ভাবতে গিয়েই বাবলির ভয় ধবে গেল। শনে পিসি হাত ধরে টানলেও আর জঙ্গলের মধ্যে সে ঢুকতে চাইছে না। কেমন শক্ত হয়ে গিয়ে বলছে, হাত ছাড় পিসি। কি কথা আছে কও। আমি আর জঙ্গলের মধ্যে যামু না। না দেখতে পাইলে গোঁসাই ফেইপা যাইব।

তখনই শনে পিসি বলেছে, আল মরা ব না।

—না যমুনা পিসি। সাজ লাইগা আছে? গৌসাই না দেখতে পাইলে ক্লেইপা যাইব।

—তর যে কথা। তুই অর কে ক?

—আমি অর সব পিসি।

—তা যখন সব, শোন, বড় বাবুর লগে গিয়া দেখা কর। ভাল চাষ ত কর। তগ ভাল চাই বইলা খোঁড়া পা নিয়া আইছি। বলেই শনে পিসি হাঁটতে হাত দিয়ে বসে পড়ল, আ কি কষ্ট ল! চিড়িক চিড়িক কইরা ওঠে। কি যে হইছে এখানটায়। বলে কাপড় তুলে হাঁট দেখিয়ে শনে পিসি বাবলির ভেতরের ভয় দূর করতে চাইল। আর শনে পিসি বোঝেও না, মাইয়াটার এত ভয় ক্যান। মাইয়া মানুষেরে কেউ না কেউ খায়? তার পার পাওয়নের উপায় আছে! নিতাই খাইলেয় খাইব, বড়বাবু খাইলেয় খাইব। আর খাওয়ন নিয়া যখন কথা, তখন বড় মাইনষের হাতে পড়াই ভাল। যেমন খাইব তেমন দিব!

শনে পিসি বলল, তুই যাইতে চাস ক্যান, নিতাইত যাইব না কয়।

—তার মাথা ব্যাথা আমার মাথা ব্যাথা এক না পিসি।

—এই যে কইলি নিতাই তর সব। অয় যদি না যায়। তুই একলা—কোনখানে গিয়া মরবি।

বাবলি কি বলবে ভেবে পেল না। সে বুঝতে পারে জয়নগর, কচুখালি, হাটখোলার লোকজন কেউ আর স্বস্তিতে নেই। গাছ পালার নিচে কেবল জটলা। উড়ো খবর আসছে। ঘরে ঘরে বল্লম কোচ একহলা। রঘু দাসের বাপ, সবাইকে অত্যাভাবে ক্লেপিয়ে বেড়াচ্ছে, অভয় মোড়ল তোমাগ মারতে চায়। শুকিয়ে মারতে চায়। রাস্তাঘাট বন্ধ কইরা দিছে গরমেন্ট। দু দিন বাদে এক রতি অম্বু পত্র আসব না, চাল ডাল আসব না। খাইবা কি! কিন্তু সে সব করেও রঘু দাসের বাপ জয়নগরের লোকদের টলাতে পারে নি। গাবের কস খাওয়া নৌকা, কোন খাল থেকে খাড়িতে পরে চাল ডাল তেল নিয়ে আসে। মহাজনরা তার খবর রাখে। গরমেন্ট সব বন্ধ করে দেবার পরও গৌসাইর

নৌকায় মাছ। সেই মাছ চালান যায়। খাচ্ছ আসে। তারপর নোটিশ পড়বে। উচ্ছেদের নোটিশ। ওরা মরবে। যেন দৃশ্যটা দেখতে পায় বাবলি। ঘরে ঘরে আগুন। আর অমানুষদের গন্ধ। কোন অন্ধকার থেকে কে হাত বাড়িয়ে নিমেষে তাকে তুলে নেবে। গৌসাই টেরও পাবে না। এই ভয়টাই বাবলির। অভয় খুড়োও নাই। তারে কোন জঙ্গলে কারা লাশ বানিয়ে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে। বাবলি খাতায় নাম লেখাতে চায়, কিন্তু গৌসাই চায় না। বড়বাবু বলতেই মনে কি এসেছিল, বড়বাবু খুশি হলে গৌসাই রক্ষা পেয়ে যাবে বলেই যেন মন রাখতে বলা, হ লেখাইছি। আসলে সে কিছুই করেনি। গৌসাই না লিখালে সে লেখায় কি করে!

—না পিসি আমি যাই। তুমি হাতখান ছাইড়া কথা কও!

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে গাছপালার ফাঁকে দুটো একটা তারা উকি মারছে। এই বন জঙ্গলকে বাবলির বড় ভয়। এমন নিঝুম যে পাতা খসে পড়লেও টের পাওয়া যায়। মস মস শব্দ কানে আসে। কেউ যেন চুপি চুপি হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসছে। এক আতঙ্ক সব সময়। সে এবারে প্রায় হাতখানা জোর করেই ছাড়িয়ে নিল। তারপর এক দৌড়। বন জঙ্গলের মধ্যে যেন এক ভীত হরিণী দৌড়ায়। শনে পিসি শুধু বলল, আবাগি। কপালে না থাকলে সুখ সহিব ক্যান। যা মর গা।

বাবলি বাড়ি ঢুকে দেখল, কেউ নেই। দরজা খোলা। সে ডাকল গৌসাই। গৌসাই তুমি কই গ্যালা। আমি যে বড় মন্দ বাতাসের মধ্যে আছি গৌসাই। তুমি আমারে একা রাইখা আর যাইয় না।

বাবলি বুঝল চেষ্টামেচি করে লাভ নেই। বাড়ির পাশে যে সব মানুষের বসতি আছে তাদের কাছে খবর দিতে হবে, কোথায় গেল মানুষটা! রাস্তায় নেমে যেতেই কোশলার সঙ্গে দেখা। বলল, এই কোশলা শোন।

কোশলা কাছে এলে বলল, গৌসাইরে দেখছস?

তাইন ত কুড়াল ঘাড়ে কইরা আচার্য পাড়ার দিকে গেছে !

বাবলি দেখল, ছোট ছোট খুপড়ি ঘরে এখন কুপির আলো জ্বলছে ।
গেণ্ড গরানের বন থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে । মানুষটা তাকে
ডাকাডাকি করেছে নিশ্চয় । সে না বলেকয়ে শনে পিসির সঙ্গে গিয়ে
ভাল কাজ করেনি । আসলে সে কি করে যে গৌসাইরে রক্ষা করে !
শেষ পর্যন্ত সে টের পায়, অভয় খুড়োর মত গৌসাইরেও কেউ না কেউ
নিরুদ্দেশে পাঠিয়ে দিতে পারে । সব জায়গায় বড়বাবুর লোকজন ।
এমন অপদেবতার কোপে পড়ে যাবে, বাবলি জীবনে ঘুণাক্ষরে ভাবেনি ।
মানুষটার কি মাগ ছেলে নাই ? মানুষটার কি ভগবানে ভয় নাই ?
পাপ ত বাপেরেও ছাড়ে না । গৌসাই যা একখান মানুষ । কবে না
জানি কুড়ালের এক কোপে বড়বাবুর মুণ্ডুটা নামাইয়া দেয় ।

এই সব ভাবতে ভাবতে বাবলির উপরের পাটির দাঁত নিচের পাটিতে
চেপে বসল । মানুষ আশ্রয় চায় ভগবান । তুমি কও, আমাগ কি
দোষ । আমরা ক্যান জায়গা জমিন পাই না । আমরা ক্যান শুকা
বাতাসে জ্বিলা মরি । ধীরে ধীরে বাবলি চোখে এক ঘন সুন্দর স্বপ্ন
দেখে । —যেন বাবলি বসে আছে, ছোট্ট এক টিন কাঠের ঘরে । গোয়ালে
গরু হাঙ্গা হাঙ্গা করছে । মানুষটা গেছে বর্ষায় জোয়ারের জলে সরপুঁটি
ধরতে । আকাশ ধরণী মিলে বৃষ্টির ধারায় ঝাপসা । গুম গুম শব্দের
মধ্যে এক সুজলা সুফলা ধরণীর স্বপ্ন বাবলির চোখে মুখে । —তুমি
গৌসাই কই গ্যালা ।

পাতকুয়ার পাশে বড় গরান গাছটার নিচে মানুষের জটলা ।
অন্ধকারে মানুষের মাথা গিজগিজ করছে । গাছের নিচে একটা মশাল
জ্বালিয়ে কালীপদ বৃন্দাবন যতীন্দ্র দাঁড়িয়ে । আর বসতির লোকেরা
ঘিরে কি শুনছে । উত্তেজনায় সবার মুখ থম থম করছে । বাবলি
ভাবল, ওখানেই তাইন আছে । সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে বলল,
গৌসাই নাই ?

সেই মেয়েটা । বাবলি । প্রতিমার মতো নাক মুখ । ডাগর

চোখ। শ্যামলা রঙ, নাকে নথ দিলে আর রঙটা আর একটু মাজা ঘসা হলে দেবদেবীর পুণি ঘরে উঠত। এই মেয়েটারে নিয়ে কত কথা হচ্ছে। কেউ বলেছে, বাবলি, ভাগতে চেয়েছিল। কারণ আজকাল যেন পৃথিবীর তাবৎ মানুষেরা টের পেয়ে গেছে, দুষ্কার্য করতে চাও বিত্বাধরীর পাড়ে যাও। সহায় সম্বলহীন কাকে বলে দেখতে পাবে। গরমেন্ট পর্যন্ত এক-ঘরে করে দিচ্ছে তাবৎ মনুষ্য সমাজটাকে। তাতেও রেহাই নেই। উচ্ছেদের নোটিশ দেবার জন্ত এক বাটেলেিয়ান সি আর পি আসছে। কে জানে, কি কথায় কোন কথায়, পুলিশের পেটে বল্লম ছুঁড়ে দেবে। আগে থেকে গরমেন্ট পাকা বন্দোবস্ত করে রাখছে।

ভিড়ের মাঝখান থেকে কে যেন বলল, নেতাইরে খুঁজছ ?

—হ।

—সেত কু ডাল ঘাড়ে নিয়া পুলিশ কামপের ঐদিকে গেল।

—ক্যান গেল, কিছু কইল না ?

—না কিছু কইল না।

মিটিন না কইরা চইলা গ্যাল ! মানুষটাত মিটিনের একজন মোল্লা। দিন নাই ছপুর নাই, নিতাই আছ নি ! গৌসাই যেন পা বাড়িয়েই থাকে। হাত উচু করে বলে, কে যাইবা জঙ্গলে ! তার কথায় একশ গোয়ান সব সময় ওঠাবাস কবে। সেই গৌসাই কেমন হয়ে গেল ! রা করে না। মাথা গৌজ করে খেয়ে উঠে যায়। সন্দ ঢুকলে আমি কি করি ! নষ্ট হইয়া গেলে ফিরে কে আসে কও ? তবু গৌসাই মানে না। বড় একরোখা জীব। মনে যা ঢুকব তার বশে চলে। আর সব রসাতলে যায়।

বাবলি বড় কাঁপরে পড়ে গেছে। বাড়িতেই ফিরে যাবে কিনা ভাবল। ঘর দোর খোলা রেখে এয়েছে। বাড়িটায় একা থাকতেও ভয়। কাঁকা মাঠে ঝুপড়ি। সে পুঁইয়ের মাচান করেছে, নারকেল গাছ লাগিয়ে গেছে জ্যাঠা। ছোট্ট একখান পানের বরজ করেছে লাউ কুমড়া যখনকার যা সবই লাগায় বাবলি। পুরুষরা যখন বনে কাঠ কাটতে যায়, অথবা

ঘেরিতে খাল কেটে মাছ নিয়ে আসে তখনও মেয়েদের কত কাজ থাকে।
 তার কাজের কোন শেষ ছিল না। গাছে গাছে জল দেওয়া, গাছগুলি
 বড় হয়, বাবলির রক্তের মধ্যে ঝড় ওঠে, মাটির জন্য মায়া বেড়ে যায়।
 চারপাশের এই বাড়িঘর দেখলেই বোঝা যায় কত প্রিয় সব গাছপালা।
 এইসব ফেলে গৌসাই ক্যাম্পের কোন দিকে গেল? তাও একা
 একা। যেন এফুনি কেউ তাকে এসে খবর দেবে, গৌসাই সদর রাস্তায়
 পড়ে আছে লাশ হইয়া। মনে যে কত আকথা কুকথা আসে। বাবলির
 পা কেমন অসাড় হয়ে আসছে। সে আর এগুতে সাহস পেল না।
 মিটনে ফিরে গিয়ে খবর দিলে হয়। বৃন্দাবন কাকা, কালীপদ তালঐ,
 সবাইকে বললে হয়, অরে একা ছাইড়া দিলেন ক্যান। অর মাথা
 ঠিক নাই।

সে কিছুটা সদর রাস্তায় একা একা বসেছিল। সামনে ফাঁকা মাঠ।
 মাঝে মাঝে গরুর গাড়ির শব্দ। কেউ যদি তুলে নিয়ে যায়, টের পাবে
 না, সে আবার বসতের দিকে উর্দ্ধ্বাসে ছুটতে থাকল। মনটা বড়ই
 কু-ডাক ডাকছে।

সবাই শুনল তখন, অন্ধকার সদর রাস্তা থেকে কেউ যেন চিংকার
 করতে করতে আসছে। —বাবা কাকারা কে কোথায় আছেন, আমারে
 বাঁচান।

কে এমন আর্ত ডাক ছাড়ে! মণীন্দ্র কালীপদ আরও সব লোকজন
 যারা জড়ো হয়েছিল, তারা কান খাঁচা করে শুনছে। নাড়ীকণ্ঠ! তার
 পরই মনে হল, ছুটতে ছুটতে কেউ এদিকে আসছে। ছু-বছর ধরে এমন
 সব কাণ্ড কারখানা দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। লোকগুলির
 রোমকূপে তখন স্বাম দেখা দেয়। কে যেন বলে, বাঘ আসছে। শাবল
 কোচ কোদাল এক হল্য যার যা সম্বল আছে নিয়া বাইর হও। মশাল
 নিয়ে ওরা ছুটতে গিয়ে দেখল, বাবলি সামনে। ভুতুরে চোখ মুখ।
 আর কি বলছে! হাউ হাউ করে বলছে। —বাবা কাকারা, অরে
 আপনেরা একলা ঘাইতে দিলেন ক্যান। অয় কোনখানে গ্যাল।

অর ক'দিন থাইকা মাথা খারাপ হইয়া আছে। নিঘঘাত কিছু অর হইছে। আপনেরা অরে খুইজা আনেন। পায়ে পড়ি।

কৌশলার বাবা সূর্যমোহন সবার আগে দৌড়ে গেল। কাচা পাকা দাড়ি গালে। চোখ কোটরাগত। বড় ভয়ংকর দেখতে, যেন কামড় দেবার জন্তু মরিয়া হয়ে উঠেছে। মশালের আলোতে ভয়াবহ চোখমুখ দেখে পৃথিবীর যে কোন সভ্যতার আংকে ওঠার কথা। বাবলির কী গভীর ভয়ঙ্কর চোখ মুখ। সূর্যমোহনই বলল, কি হইছে কবিত !

—আমাব মা নাঠি, বাপ নাই। ভাই নাই। জ্যাঠা আছিল। তাইনও গেল সালে গেল। আছিল এক গৌঁসাই। তাইনঅ নাই। কুড়াল কান্দে কইরা কই গ্যাল গিয়া !

এতক্ষণে সবার হুঁস হল, বসতের এক নস্থরের যোয়ান মিটনে আসে নাঠি। আসলে সবাই এত ত্রুদ্ব, এত উত্তেজিত যে, কে এল কে এল না মাথায় আসে নি। কেবল সেই একজন, যে বাবলিকে বলেছিল, সেই বলল নিতাই কামপের দিকে গেল।

—ক্যান গ্যাল।

—জানি না কাকা বাপবা। ক্যান গেল জানি না। বাবলি বলতে বলতে ভুঁইয়ে লুটিয়ে পড়ল।

বসতের মানুষগুলি কেমন বোবা হয়ে গেছে। ঠিক এভাবেই নিতাই একদিন সারা বসত হল্লা করে কাঁপন খরিয়ে দিয়েছিল। কন, আমার বাপেরে কোনখানে রাইখা আইলেন। কন তার, কি পাপ ছিল। আমার ঠাকুর বাপের কি পাপ ছিল। কন আপনারা। খাইটা খাইলে মান্বের জান যায় কোন সমাজে আছে? সেদিনও কেউ জবাব দিতে পারেনি। আজও মনে হচ্ছে তারা চুপই থাকবে। কারণ এখান থেকেই শোনা যায় লঙ্কের ভট ভট শব্দ। লঙ্কে পারাপার করছে সি আর পি। লোক গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে। একমাত্র কাজ এই অন্ধকারে নৌকা ভাসিয়ে দেওয়া, অন্ধকারে যতটা পারা যায়, খুন জখম করা। দিনের বেলায় হামলা হলে তারা কেউ পেরে উঠবে না।

এরই মধ্যে আছে কেউ কেউ, যেমন থাকে, যেমন সব জায়গাতেই থাকে, যারা বাক্স বন্দী করে লোটা কস্থল নিয়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছে। লিস্টি মিলিয়ে ও-পাবে নিয়ে যাবে তাদের। সেই দলের কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে যে না আছে কে বলবে।

সূর্যমোহন কালীপদ বৃন্দাবন মনীন্দ্র কোন কথা বলতে পারছে না। খামোখা এগিয়ে দিয়ে এই যোয়ান ছেলেদের সর্বনাশ করে লাভ নেই। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ কাম করা দরকার।

মনীন্দ্র বলল, তুই বাড়ি যা। এই নধর, যাও, অরে দিয়া আয়।

—না আমি যামু না।

—ডর লাগে? ঠিক আছে, নধর, তব মাসির কাছে বাবলিরে রাইখা আয়।

—না আমি যামু না।

তুই থাইকা কি করবি। ঠিক হইছে মেয়ে কাচা বাচ্চা সব জলে ভাইসা জঙ্গলে তুইকা যাইব। যতক্ষণ জঙ্গলে বাইতে না পারে, আমরা হুলা কইরা সি আর পি আটকাইয়া বাখুম।

আর তখনই আর এক যোয়ান, সে দৌড়ায়, এই শেষ সময়, গলায় কোপ বসাবার সময়, সে মাতালের মত ক্যামপের কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়ে।

—সখারাম আছনি?

—কে হাঁক ছাড়ে?

—আমি নিতাই।

বড়বাবু সখারামের কাছে খবর যায়।

সখারাম আলোর মধ্যে দিয়ে ছায়া ছায়া হয়ে হাঁটে। চারপাশে সিপাই। সে দূরে দাঁড়িয়ে দেখে একটা লোক তার নাম করে ডাকছে। বড়বাবু টেরে আলো ফেলতেই বুঝতে পারল, পতঙ্গ আপনি আপনি উড়ে এসেছে। গুলি করে লাভ নাই। সে হুকুম দিল, মাথা খারাপ লোক আছে। পেছন থেকে ধরে ফেল। তারপর সদরে চালান করে দাও।

সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আগে থেকে সাফ সোফের কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখা ভাল। যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। চারজন সিপাই. ক্রমে অন্ধকাবে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। সুপারি গাছের ছায়ায় বোঝা যায় না। নিতাই হামলা করছিল, আসলে রক্ত মাথায় উঠে এলে মানুষের যা হয়।

দিক বিদিক জ্ঞানশূণ্য মানুষ নিতাই। তাকে কজা করা খুবই সহজ। সহজেই চারজন সিপাইর কাছে কজা হয়ে গেল। ক্যামপে হামলা কবার অভিযোগে সে চালান হয়ে গেল।

॥ আট ॥

—মিঞা কই যাও?

—নারাণগঞ্জে যাই। হাসিম চোখ উন্টেই রাখল। যেন কত হাবাগোবা মানুষ হাসিম। বিড় বিড় করে বকে চলেছে।

—তোমার নাম মিঞা?

—হাসিমালি। সাং নয়াপাড়া। ইসমাতালি সেখ আমার চাচা।

—পথেঘাটে লোক খুন হইতেছে, তোমার বেজায় সাহস মিঞা!

—আমি সেখের বাচ্চা। আমারে খুন করব কোন মাইনসে! বলে চোখ সোজা করে ফেলল হাসিম। তাবপর যেন দাঁড়াতে নেই, সোজা হেঁটে যেতে হয়, সে থপ থপ করে লাঠিতে ঠক ঠক শব্দ করে হাঁটতে লাগল। কিন্তু হায় নদীতে কলমিলতার ভিতর এক পাতিল ভাইসা যায়। জলের ভিতর এক মনুষ্য নিশ্চিন্তে ডুইবা আছে। হাসিম গাজীব গীদের বায়ানদারের মত কোমর বাকিয়ে হাঁটে। তারে দেখুক, সে একজন বাউল বিবাগি মানুষ, তারে দেখুক। হাতের লাঠি চান্দ্রের

লাখান মুখখান, সে হাতে লাঠি নিয়ে হাঁটে তারে দেখুক। নদীতে চোখ ক্যান মিঞা। হাসিমের পরানডারে কে যেন খাবলা দিল একটা। সে আরও জোরে না পেরে গেয়ে উঠল, শূণ্যের মাঝারে বানাইলাম ঘর-বাড়ি। আর ঘরবাড়ি হাঁক দিয়েই সে ঠক ঠক করে পাথরে লাঠি ঠুকল, ভয় ভয়। ভাইস্থা উঠলে পরাণ, ভয় ভয়।

আর তখনই হাসিমকে অনুসরণ করে আসছিল যে লোক দুটো, কেমন মসকরা করে বলল, অ মিঞা দেখছনি, পানিতে পাতিল ভাইসা যায়।

হাসিমের শরীর অসাড় হয়ে আসছে। দুই অমানুষ তাড়া করছে তারে। সন্দ করছে। সে তেমনি হাটছে থপ থপ। যেন পাতিলের কথা শুনতে পায় নি। থামলেই লোকগুলি ওর চোখ দেখে টের পেয়ে যাবে। হাতে সুপারির শলা। চোখ দেখে সন্দ হলে গৌঁথেও দিতে পারে। তাই হাসিম সেই আগের মত আউল বাউল মানুষ, ইহ-সংসারের সুখ দুঃখের অতীত মানুষ। সে আবার তাদের গাজীর গীদের গান শোনালা, যেন হাওয়ায় পারলে লাঠি উঁচিয়ে এক তারার মতো লাক দিয়ে গেয়ে ওঠে—এক যে ছিল গাজী ভাই, গাজীর পরাণে সুখ নাইরে নাই। সে ঘুরে ঘুরে নাচল। আর লাঠিতে তাল দিল ঠক ঠক। পরাণ ভয় ভয়। চান্দ্রের লাখান মুখখান, গাজীর গীদের বায়ানদার—পরাণ ভয় ভয়। সে নেচে নেচে ওদের বিবাগী করে তুলতে চাইল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! তামাসা দেখার মত ওরা শলা হাতে নিয়ে পাতিলের দিকে নেমে যাচ্ছিল।

হাসিম এবার চিংকার করে উঠল, অ মিঞা ভাইরা, পাতিল হাওয়াব ভাইস্থা যায়। ছাখছেন না উত্তুরে হাওয়া দিতাছে।

—হাওয়া কোনখানে ছাখতাছ মিঞা! হাওয়া ছাখছি কলমি-লতা মানে না!

হাসিম এবারে আদাব দিল, যেন এবারে যথার্থই গাজীর গীদ শেষ। সে এবারে বিদায় নিয়ে চলে যাবে। গানের শেষে আদাব

দেবার মত ভঙ্গী করে ডাকল, অ মিঞা ভাই কন দেখি চান্দে প্যান্দে তফাৎ কী ! কন দেখি গমে গরমিতে তফাৎ কৌ ! মাটিতে ফসল ফলে কার লাগি ! কোন সে মানুষ আছে তিন ভুবনে ফসলে রস দেয়, পরাণের ভিতর রস দেয়—অ মিঞা দৌড়ান ক্যান, আল্লা বুঝি সব হাওয়া আপনেগ তরাসে গিল্যা ফালাইছে !

ওরা হাসিমের কথা শুনল না। ওরা পাতিলের পাশে গিয়ে তামাশা করার মত সুপারির শলা ছুঁড়ে দিল। পাতিলের ভিতর দিয়ে শলাটা পরাণের ব্রহ্মতালুতে ঢুকে পালকের মত খাড়া হয়ে থাকল। পরাণ জল থেকে উঠে দাড়াল সহসা। মুখে পিঠে রক্তের ফোয়ারা নেমেছে। জলে ডোবা এক মনুষ্য যেন আকাশ ছুঁতে চায়। দু হাত উপবে তুলে চিৎকার করে উঠল, কিরণীরে পাইছি। পা... ..ই.....ছি।

ভাঙ্গা পাতিলটা বৃকে জড়িয়ে অসার পরান জলে ফের হারিয়ে গেল। তারপর কিছু বৃদ বৃদ দেখা গেল। আর কিছু না।

আব তখন পাবে দুই অমানুষের অট্টহাসি। হাত তুলে দেখাল ঐ যে কাফের যায়। বলেই হাসিম যদিও পালাচ্ছে সেদিকে ছুটে থাকল। —কাফের যায়। এক ধ্বনি, ঐ যে কাফের যায়, হাত তুলে দেখাচ্ছে আর ছুটেছে হাসিমের পেছনে। ওরা মাঠের ভিতর, খাড়া পাড় ধরে লাফিয়ে লাফিয়ে ফাটল পার হচ্ছে। আর সেই অট্টহাসি—কাফের যায়, কাফের যাইতেছে। করেন। যব গমের ক্ষেতের ভিতর দিয়া এক কাফের যায়। সন্ধ্যা হয় হয়, যব গমের ক্ষেত পার হয়ে এক কাফের ছুটে যায়। পাখিরা ধরে ফেরে, যবগমের ভিতর এক কাফের লুকিয়ে রয়। ওরা শলা দিয়ে গাছগুলির মাথায় বাড়ি মারছে আর কাফের খুজছে। পেলেই শলা দিয়ে পেটে আর একটা খোঁচা। এক কাফের পানীতে আর এক কাফের যব গম ক্ষেতে। তারপর দু'জন কাফের দু জায়গায় গালিসান এক ভুজঙ্গের মত পড়ে থাকবে।

হাসিম খুব হয়ে যবগমের খেতে ছুটেছে। সামনে বড় বড় ফাটল। সে ফাটলগুলি লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুভয় হাসিমকে অস্থির

করে ভুলছিল। সে একবার ভাল করে দাঁড়াতে দেখতে পেল খুব কাছে এসে গেছে। সন্ধা হয়ে গেছে। প্রতিপদের চাঁদের ফালিটা দামগড়ের মিলটার চিমনিতে মরা কাকের মত কুলে আছে। সামনে আবার একটা বড় ফাটল। পড়ি মবি কবে সে লাফ দেবাব আগে বলল, খোদা ভরসা। তাবপব লক্ষ। লক্ষ যাবে নয়। লক্ষ প্রদানে বাঁ-পাটা গ্যাল। অসাড়। সে বুঝল, খোদার ইচ্ছাই এটা। সে আর এক পা এগুতে পারবে না। বাঁ-পাটা মচকে গেছে। ভেঙ্গে গেছে। ক'কিয়ে উঠতেই দেখল গজ দুই ফাটলের ও-পাড়ে দুই অন্ধকারের জীব হা হা কবে হাসছে। এখন শুধু খোঁচা মাবলেই হাসিম সারা হয়ে যাবে। সে হাত জোড় করে পড়ে থাকল মাটিতে। সে গোড়াতে থাকল। কোন রকমে বলল, আমি কাফের না। বিশ্বাস কবেন, আমি ইমানদার সেখের বাচ্চা। আমার নাম.....।

কে শোনে কার কথা। তবু খুঁটিয়ে মারার আগে একবার ওপাড়ে লাফ দিয়ে গিয়ে দেখতে হয়, লুপ্তি তুলে দেখলেই টের পাবে—কাফের যদি নাই হও, দোড়াও ক্যান। কাফের না হলে ডরাও ক্যান।

হাসিম ভয়ে কুকুরের মত ফাটলেব ও পাড়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে।

তবু একজন যেন ভারি দয়াবান বলল, লুপ্তি তুইলা দ্যাখা যাউক।

আরজন বলল, লাফ দিয়া পার হন তবে।

হাসিম কিছু বলছিল না। কি যেন দেখছিল। আর মনে মনে কিছু ভাবছিল। শুধু গাটার ফাটলের মুখে লাঠিটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। খুব কুকে না দেখলে নাঝা যায় মা। দু'জনই ছুটে আসছে লাফ দিয়ে ফাটল পার হ'ল সে। হাসিম জিভে টক টক করে তালু চোকরাল। তারপর লাফের দু'ব পায়ে লাঠি আটকে দিল পর পর। একজন হড়কে নিচে না পড়। ঐ আর একজন পড়ছে। গড়িয়ে সেই ফাটলের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে। বিশ্ববাইশ হাত নিচে পড়ে গেছে। কান পেতে শুনল গোঙানি আসছে। পড়তে পারছে না। কোমর হাঁটু সব ভেঙ্গে পড়ে আছে হোমনির পুতেরা।

হাসিমের আর তাড়া নেই। সে ইচ্ছে করলে বসে এখন জামবাটিতে চিড়াগুড় খেয়ে নিতে পাবে। সে নিচে ঝুঁকে বলল, কি মিঞারা, আপনেনবা আসমান দ্যাখেন, চাঁদ তারা দ্যাখেন আমাব খিদা পাইছে চিড়াগুড় খাইয়া লই। পায়ের দিকের ব্যাথাটা আর কেন জানি কাতর করছে না। লাঠিতে ভর দিয়ে হলেও সে ভেগে যেতে পাবে। কিন্তু মনের মধ্যে, এক বড় তোলপাড় করা বান ভেসে যাচ্ছে। —পড়ান ভাই, আল্লাব মুখ বাখতে পারলাম না পরাণ ভাই। তারপরই মনে হল, অনেক কাজ বাকি, সে ফের ঝুঁকে বলল, দোজখের পথটা চোখে পড়তাজেনি! —বপবই জোবে হা হা কবে হেসে উঠল। পরাণ ভাইবে আব ভয় নাই। নদীতে সাঁতাব দিয়া দ্যাখ, পার্শ্বতে ঝিলুক আছে, সব ঝিলুকে মুক্তা হয় নবে পবাণ ভাই। বনে কেমন বিলাপ করতে থাকল। বিলাপেব প্রকোপ কমে এলে হাসিম খাড়ে বড় মূখটা চু কয়ে বলল, কিগ মিঞা ভাইরা, আল্লা সব হাওয়া গিলনা ফালাইছে! আল্লা কি কয়!

ফাটল থেকে কেবল গোঙানি ভেসে আসছে। ফাটলের ওপরে বালি মাটি। ফুবফুবে হাওয়ায় বালি নিচে গড়িয়ে পড়ছে। পা দিয়ে হাসিম কিছুটা বালিমাটি ফেলে দিল। দূবে দূরে লঠন দেখা যাচ্ছে। কাফের যায় শুনে কেউ কেউ বের হয়ে আসতেই পারে। হাসিম এবার চিড়াগুড় খেয়ে জামবাটি দিয়ে বালিমাটি টানছে। বালিমাটির ধ্বস নামাচ্ছে নিচে। পা মচকে গেছে, উঠতে পারছে না।

মাঝে মাঝে কান পেতে শুনেছে, গোঙানি উঠছে কিনা। না, সব গোঙানি থেমে গেছে। পাগলের মত সে এবাব লাঠিতে ভব করে উঠে দাঁড়াবে ভাবল। তখন দেখল লঠন হাতে কারা এগিয়ে আসছে। সামনে এসে বলল, কাফের কোন দিকে যায় মিঞা।

হাসিম বলল, দিলাম গোড় দিয়া। জুই কাফের যাইতেছিল, দিলাম গোড় দিয়া।

আর অন্ধকারে হাসিমের মাটি কেলার বেন শেষ হচ্ছে না।

মাটি ফেলা শেষ করলেই গোড়ানি উঠে আসে। তারপর আবার জামবাটি আবার বালিমাটি, আবার মুখ ঢুকিয়ে জিহ্বাসা, ক্যামন আছেন? আল্লা হাওয়া গিলা ফালাইলে ক্যামন লাগে।

আবার দু'জন লোক লঠন হাতে সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, অ মিঞা পাগলের মত মাটি ফ্যালতাছ কান।

হাসিম জবাব দিল না। সে পাগলেব মত মাটি কেবল নিচে ফেলেই যাচ্ছে।

ওরা ফেব বলল, মাটির নিচে কি খোঁজতাছ?

হাসিম তখন হায় হায় করে বিলাপ কবে উঠল, মাটির নিচে সোনা খোঁজতাছি মিঞা। আমাব সোনা হাবাইয়া গ্যাছে।

ওবা হাসিমকে যেন চিনতে পাবল, তুমি হাসিম মিঞা না?

কত দীর্ঘকাল পব মনে হচ্ছে সে যথার্থই হাসিম, সে সব ভুলে গিয়েছিল। ঘবে ওব বিবি জাবদা আছে ভুলে গিয়েছিল। সে জাম বাটিটা বুকের কাছে নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে দেখল, উঠতে পারছে না। পা জখম। সে ফের বসে পড়ল।—আপনেরা?

স্মরিনডারে কিরনীবে তুইলা দিয়া আইলাম।

কোনখানে?

গয়না নৌকায়।

আমারে ইবারে তুইলা লন। ঠ্যাং ভাইঙ্গা পইড়া আছি। স্মরিনডা কিরনী বৌঠান হেপারে যাইব। আল্লা অগ স্মখে রাইখ।

বিজ্ঞ বিজ্ঞে ঘা যেন নিতাইর মাথায়। স্মৃতি, কত কথা, পারুলকোট, কলমি পাহাড়, বাপ স্মরিনডা, ঠাকুরবাবা পবাণ, সবাই মাথার মধ্যে বিজ্ঞ বিজ্ঞে ঘা বানিয়ে ফেলেছে। পানের বরজ, পুঁই মাচান, বাবলি, অরণ্যের কাঠ, সব এখন তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে মগজে। চোখ ঘোলা ঘোলা। উবু হয়ে বসে আছে। দু-পাশে পুলিশ পাহারা। কোমরে

দড়ি। সদর থানায় সে চালান যাচ্ছে। সেখান থেকে সে কোথায় যাবে জানে না। সেই যে মাথা গোঁজ করে বসেছিল, আর তুলছে না। হু হাট্টর ফাঁকে মাথা। বাসের শব্দ। ড্রাইভারসাব হর্ণ বাজাচ্ছে। বাসেব যাত্রীরা তাকে দেখছে, দুটো একটা প্রশ্নও করেছে, পুলিশবাবাদের। সে সবই শুনছে। মুখ তুলছে না।

কে যেন বলল, খরে নিয়ে যাচ্ছেন।

পুলিশ বাবা বলছে, বড় হারমাদ ছোড়া।

—কি করেছে?

—কি করেনি। পুলিশের ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে গেছিল। পাশে সেই কুড়োলটা, চিক চিক করছে ধার।

বাসের সব ধার্মিক মানুষেরা বড় ভয়র্ত চোখে দেখছে নিতাইকে। কাল কষ্টিপাথরের খোদাই মজবুত পাথুরে শরীর। মাথায় এক রাশ ঘন কৌকড়া চুল। লম্বা সাই জোয়ান দম্মার মতন। নিতাইর পরণে থাকি হাফ প্যান্ট। গায়ে স্ত্রাণ্ডো গেম্বি। অজস্র ঘামের বিন্দু শরীরে। বড়ই অরাজকতা চলছে। খুন জখম রাহাজানি তালে এরাই করে বেড়ায়। দেখতে শুকন্ত ভলো মানুষের বাচ্চা। ছাখো কেমন চুপচাপ বসে আছে। কোমরে দড়ি আছে বলে, সুবোধ বালক হয়ে গেছে। পুলিশকে পর্যন্ত ভয় পায় না। ক্যাম্প উড়িয়ে দিতে চায়। কেউ কেউ সরে দাঁড়াল। যেন ছুঁলেই জ্বাত যাবে।

এ নিতাই ঝিমুচ্ছিস কেন? পুলিশবাবা খোঁচা মারল একটা।

নিতাই মাথা তুলে দেখল। পুলিশ বাবার সেই নির্বিকার মুখ।

—সামনে নামবি। ওঠ।

নিতাই উঠে দাঁড়াল। বলল, বাবু জল খামু।

—খাবি খাবি।

সেই কোন সকালে তাকে বাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। বড়বাবু কাগজপত্র ঠিক করে দিয়ে গেছে। ওতেই নাকি নিতাইর ছফর্মের কথা লেখা আছে। সেটা কি, সে জানে না। তবে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করলে বলবে,

তার হাতে কুঁদুল ছিল, সে চেয়েছিল, বড়বাবুর গলা এক কোণে কাটতে। পারেনি বলে তার লজ্জা হচ্ছে। বাবলি তুই নষ্ট মাইয়া। তর কথা আমি আর মনে আনতে চাই না। নিতাই বাস থেকে নেমে থু থু ফেলতই অঝাক, বাবলি রাস্তায় শনে পিসির সঙ্গে পোটলা পুটলি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নিতাই বাবলিকে দেখতে পেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। বাবলি দৌড়ে আসছে। বলছে, ভয় নাই গৌসাই। তুমি কইয় না কুড়াল দিয়া ক্যাম্প উড়াইয়া দিতে চাইছ।

নিতাই ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে বলল, তুই এইহানে ক্যান আইলি! তরে কে নিয়া আইছে!

বাবলি বলতে পারত, শনেপিসি নিয়া আইছে। কিন্তু কিছু বলল না। বললেই গৌসাই ক্ষেপে যাবে।

—আ গৌসাই!

পুলিশ ছ'জন বাবলিকে আগেও দেখেছে। ওরা বাবলিকে চেনে। বাবলিরও মুখ চেনা। বাবলি বলল, ও বাবু একটু হবে নিয়া দাঁড়াও। মুড়ি আর পাটালি গুড় আনছি। অরে ছুইটা খাইতে দ্যাও। কইল বিকাল খাইক্যা কিছু পেটে পড়ে নাই।

পুলিশের একজন বলল, যা হঠাৎ যা।

—ও বাবু দাঁড়াও না! খাইতে দাও। মান্নুঘরে না খাইয়া রাখতে নাই। ভগবান গোসা করব।

—বাবলি। নিতাই জংকার দিয়ে উঠল।

—শান গৌসাই, আমার ওপর রাগ কইয় না। শনেপিসির দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তুমি যে ক্যান পিসি আমারে ডাইকা নিয়া গ্যালা। তোমরা জান গৌসাই মাথা গরম লোক আছে। অঃ গৌসাই। অঃ পুলিশ-বাবু! খাড়াও না!

কিন্তু কেউ দাঁড়াচ্ছে না। বাবলির কথা কেউ শুনছে না। বড়বাবু বলেছেন, তিনি সদর ঘুরে আসবেন। বড়বাবু বলেছেন, তিনি আইনের

লোক, বেআইনি করেন কি করে! তা চালান টালান লেখা হয়ে থাক, পরে দেখা যাবে।

নিতাইর সঙ্গে দেখাও করা যায় নি। নিতাইকে তার আগেই নদীর পাড়ে নিয়ে গেছে। শনে পিসি বলেছে, আর ডর নাই। বড় বাবুরে ধরলে সব হইয়া যাইব। আর বড়বাবুর সদরে কাজ পেল, সাত সকালে এখানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গৌসাইরে এ বড় চোখের দেখা দেখতে চায় বাবলি। সঙ্গে পাটালিগুড় এনেছে। মুড়ি এনেছে। টিউকল থেকে জল পাম্প করে আনবে। — অ গৌসাই। অ পুলিশবাবু, খাড়াও না। গৌসাই পায়ে পাড়, তুমি ক্যান গৌসাই ক্যাম্প উড়াইতে গ্যাছিল। কে তোমারে মাথার দাঁক দিছে। সবাই যাইব গিয়া। আইনের লোক তেনারা, বেআইনি কাজ করেন কি কইরা। তোমার মত বাবুরা ত আর পেট মাটতে দিয়া গুইয়া থাকে না। ঠিকি আইন থাকব না। অ গৌসাই, একবার তাকাও না আমার দিকে তুমি যেখানেই যাও আমি তোমারে ছাইড়া যামু না।

নিতাইর চোখ ছিল ছিল করছে। সে বাবলির দিকে চোখ তুলে তাকাল। বাবলি বোঝে গৌসাই তার বড় সরল মানুষ। কাইল যদি বের হয়ে না যেত, তবে মাথা গরম হত না গৌসাইর। তারপরই মনে হয়েছে, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্ম করেন। কবে যেন বাপ। পতামহ এই এক গল্প, সেই রাজা যায়, বনে যায়, শিকারে যায়, সঙ্গে মন্ত্রিপুত্র, কোটাল পুত্র, শিকারে গিয়ে রাজা পথ হারায়, তারপর পাতকুয়া জল এবং মন্ত্রিপুত্রের কথা, যা করেন ভগবান মঙ্গলের জন্ম করেন, বড়বাবু সত্যি দেবতা। আর যাই হোক, বাড়ি পোড়াবার সময় ঠিক হামলা হবে। তখন নিতাইর জীবন সংশয় হত। থানায় চালান দিয়ে বড়বাবু মন্দের ভালো করেছে। গুগোগোলের সময় মাথা গরম লোকের আগে মাথা ফাটে। বাবলির এই একটা সাস্থনা কাজ করছে। বাবলি গৌসাইর চোখ দেখেই টের পেয়েছে, রাগ পড়ে এসছে গৌসাইর। সে কাছে গিয়ে বলল, দিযু, খাইবা।

—জল দে।

সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়াল। বাস রাস্তার পাশ দিয়ে আমবাগানে একটা টিউবকল আছে। জামবাটি করে সে জল নিয়ে এসে দেখল, পুলিশ বাবারা নিতাইকে থানায় তখন ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাকে ভিতরে যেতে দিল না। সে রাস্তার জল নিয়ে গাছের নিচে বসে থাকল। গৌস ইর তেঁষ্টায় ছাতি ফাটছে ভাবতেই বাবলির চোখে জলে ভার হয়ে এল। পৃথিবীতে তার এক গৌসাই মনুষ্য বল, ভগবান বল আছে। তারেও আজ কারা যেন তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। অবলা রমণী সে। বড় বিহ্বল হয়ে পড়ছে ঠিক বেঠিক বুঝতে পারছে না।

॥ নয় ॥

নিতাই দেখল তাকে একটা ছোট্ট ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাত কোমরে কোন দড়ি দড়া নেই। লোহার রডের বড় পেলাই দরজা। পাশে লম্বা বারান্দা চলে গেছে। সেপাইর বুটের শব্দ কানে বড় খট খট শব্দ ভুলছিল। লম্বা দেয়াল। অনেক উচু। আরও দু'জন মানুষ মেঝেতে শুয়ে আছে। তেঁষ্টায় নিতাইর ছাতি ফাটছে। সে দরজার গরাদে মুখ রেখে বলল, সিপাইজী।

সিপাইজীর বড় গম্ভীর মুখ। গৌক লম্বা। মাথায় টুপি। হাতে লাঠি। তার যেন কিছু শোনার সময় দেই। নিতাই ফের বলল, সিপাইজী।

হারমাদ লোকটাকে রুল দিয়ে গুলো মারা দরকার। কেবল সিপাইজী সিপাইজী করছে। শালা হানামী এখন কত সুবোধ বালক। যা একখান কুড়াল থানায় জমা পড়ছে দেখলেই পিলে চমকে যায়। সে তার হাই ভোলার মত অথবা হাঁচি কাসির মত নিতাইকে গরাদের কাঁকে পেটে

একটা কলের গুঁতা সেবে বসল। যেন কিছুই নয়। কাঁঠাল টিপে টিপে দেখাব মত। কলের গুঁতা খেয়ে নিতাইব দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তখনই পাশেব সেই উচু হয়ে বসে থাকা লোকটা তাকাল। বলল, আরে নিতাই। সে দেখল, অভয় খুড়ো।

নিতাই যেন হাতে আসমান পেল। বলল, অভয় খুড়ো! তুমি এখানে! খুড়োব চোখ মুখ কেমন নিস্ত্রভ।

—আছি। তেনাবা দয়া কবছেন।

—কবে থাইকা।

—মনে নাই।

তালে সখাবাম অঁর খুড়োকেও এখানে চালান কবে দিছে। তারা অজ্ঞ মানুষ। আইন আদালত বোঝে না। পুলিশে ঢুলে আঠার ঘা জেনেই বসে আছে। অনেক দূব গড়াবে। এমন কি ছু চাব বড়ব জেল জরিমানা, অনাদায়ে আরও বড়ব খানেক ঘানি টানা। অভয়খুড়ো বলল, শোরা জানস না!

—না খুড়ো।

—খবর পাঠাইছিলাম।

—কেউ খবর দেয়নাই।

অভয় জানে ছুতো নাতায় ধবে আনা হচ্ছে। সে বলল, আর কিছু খবর আছে?

—কাইল থাইকা মুটিশ পড়ব।

—জানতাম।

নিতাই দেখল, খুড়োর চোখ জ্বলে না। দুপিঠে, হাতে পায়ে কালসিটে দাগ। চোখ কেমন রক্তশূন্য। খুড়ো বলল, নিতাই নাম লেহালেই ভাল ছিলরে। দেখ আমারে পিটাইয়া কি করছে!

বাবলি তখনও বসেছিল গাছতলায়। নিতাইরে জল খাওয়াবে। বেলা পড়ে আসে। শনে পিসি বলছে, বড়বাবু যখন আছেন ওর ভয়

নাই। তাইন ঠিক বিহিত করব। বাড়ি যাই ল।

বাবলি মাথা কুটছে। —দেখা না কইরা যামু না। কাইল থাইকা পেটে কিছু পড়ে নাই।

শনে পিসি বলল, আমারে দে। দিয়া আসি।

—তুমি যাওতে পাব, আমাবে যাইতে দিব না কান পিসি।

—আইন আছে না ল! আইনে কি সবার পাশপোর্ট মিলে। আমাবে চিনে, বড়বাবুর ঘরের মানুষ আমি। আইন হইল গে আর এক ভগবান। তাবে-অ পূজা দিতে হয়। এইটাই তরে শিখাইতে পারলাম না। কইলাম কত কইরা বড়বাবুর মর্জি মত চল। তা না চললে আইন থাকে কি কইরা ক।

বাবলিকে রাস্তার ধানে গাভতলায় বসে থাকতে দেখে কিছু লোকজন জড় হচ্ছিল।—কি হয়েছে মেয়ে? বসে আছ কেন? মাথা কুটছ কেন? শনে পিসি পাশে বসে লেছে, আপনেনা যান বাবু ভাইরা। ঘরের মাইয়া রাগ কইবা বইসা আছে

বাবলি বলল, না বাবারা আমি রাগ করি নাই। গৌসাই আমার উপর রাগ কইরা কাইল চইলা গেছিল। অ মা তাবপব শুনি পুলিশ বাবারা তাবে চালান দিছে। মুড়ি পাটালী গুড় নিয়া আইছি। জল খাইতে চাইছিল। পুলিশ বাবারা দেয় না। আমি খাই কি কইরা কন। কাইল থাইকা আমাব গৌসাই না খাইয়া আছে।

শনে পিসি সহসা ফেপে গেল। তারপর লোকজনদের উদ্দেশ্য করে বলল, আপনারা যান বাবু ভাইরা। ঘরের মাইয়ারে ঠিক বুঝাইয়া নিয়া যামু। লোকজন চলে গেলেই বলল, তুই কি গরমেণ্টের চাইয়া ভাল বোজস। অবা বোনে না কাব কি কখন দরকার। যারে পুলিশে দিতে হয়, তাবে পুলিশে দেয় যারে জমি দেওয়ার, তাহে জমি দেয়। সব দিকে নজর। গরমেণ্ট হইল ভগবান আদালত। তার পাঁচরকমের কাজ। তাইন যা কবে ঠিক করেন। বড়বাবু আমাগ গরমেণ্ট। তুই তাহে ফেপাইস না। ল, বাড়ি যাই। রাইতে তাইন ক্যামপে যাওয়নের সময়

দেখা কইরা যাইব। তখন পায়ে লুটাইয়া পড়। সব উদ্ধার কইরা দিব।
তার কেমতা কত জানলে নিতাই ক্যাপামি করতে সাহস পায় !

—তোমার বাড়ি গরমেন্ট যাইবে।

—যাইব না। রোজই যায়। তাইন না থাকলে ক' আমার কপালে
ছুখ ছিল না। তাইন আছে বইলা আমার জ্যোউত্যা এ-পার হে-পার
করে। মাল নিয়া যায়। মাল নিয়া আসে। কেউ পারে তার চুলের
ডগা ছুইতে। গরমেন্ট ঘরে থাকলে রাজা হইতে কতকণ ! বাবলি
বুঝতে পারল পিসি তার তৃতীয় পুত্রের কথা বলছে। বাবলি বলল, ঠিক
কও গরমেন্ট তোমার ঘরে যাইব।

—ঠিক কই না মিছা কথা কই ?

বাবলি বড় নিরুপায়। এই বিশ্বসংসারে তার যে সম্বল ছিল তাকেও
চালান করে দেওয়া হয়েছে। সে মাথা কুটেও দেখল, কেউ ফিরে
তাকায় না। পুলিশ বাবাদের সবাই ডরায় এখন সে মনে করল,
শনে পিসিই তার সম্বল। চোখ মুছে একবার শুধু যে-পথ ঘরে
নিতাইকে ববে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকটা দেখল। কোথায় নিয়ে
যে এমন সাই যোয়ান মাহুষকে তারা হাপিজ করে দিল। তার চোখ
জ্বলছে। যেন সে দেখতে পায় দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।
সে-আগুনে ঘরবাড়ি পুড়ছে। গরমেন্ট পুড়ছে। সখারাম পুড়ছে।

জ্বালায় বুক বাবলির খাঁ খাঁ করছে। সে আর পারছে না। কেবল
কোন অলক্ষ্যে তার ভাগ্য দেবতা দাঁড়িয়ে আছে, বাবলি তাকে যেন
খুঁজল। তারপর বলল, ভগবান আমার গৌসাইরে যারা জল খাইতে
দেয় না তাগ কমা কইর না।

শনে পিসি তাড়া লাগাচ্ছে। বাসে কিছুটা পথ। তারপর হেঁটে।
গরমেন্টের জিপ যায় একখানা এমন পথ আছে। পথটা গা গেরামের
দিকে চলে গেছে। তারপর কুমারমঙ্গল। মনুষ্যের বাস কম। মনুষ্য
চায় জমি জিরাত নিয়ে বাঁচতে। গরমেন্ট কাঁটা হয়ে আছে।

সে তার মুড়ি পাটালিগুড় তেমনি যত্নে বুকে চেপে রেখেছে। বাড়ি

ঘরে আর কিছু নাই। ভিল একখান জাম্বাটি, তাও সঙ্গে এনেছে। গৌসাই যেখানে নাই, সেখানে সে থাকে কি কইরা। তার বুক হাহা-কার বাজছে। সারাটা রাত্তায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কৈদেছে। শনে পিসি কত রকমের বোঝা প্রবোধ দিচ্ছে। ডর নাই। গরমেন্টের লোক হইলে ডর থাকে না। সব জায়গাই তার জায়গা। তারে কেউ কিছু করতে পারে না। তুই বড় বাবুরে ধইরা গরমেন্ট হইয়া যা। দেখবি তরে কেউ উৎখাত করতে যাইব না। এত সব কথার পরই সে শনে পিসির বাড়িটা দেখতে পেল। সে জানেই না, শনে পিসির এত বাড় বাড়ন্ত। গরু আছে দুখালো। আম জাম কাঁঠালের গাছ আছে। দক্ষিণ ছয়ারী ঘর। বাড়িতে আলাদা বসার ঘর একখানা। শনে পিসি গরমেন্টের লোক বলেই এত। গৌসাই কিছুই বুঝল না।

আশ্চর্য বাড়িটাতে শনে পিসি একা। তার ঘরে কত খাবার। শনে পিসি দুখ গরম করে দিল। টিউকলে চান করতে বলল। শনে পিসি ঠিকা বির কাজ করত ক্যাম্পে, তারপর কি কৌশলে যে গরমেন্টের লোক হয়ে গল।

দাওয়ায় বসে থাকল বাবলি। আর রাখে মাঝেই বলছে, কই পিসি তোমার গরমেন্ট কই ?

—আল আইব।

—কখন আইব।

—অরা কি তর আমার মত। কত কাজ। কাজে আটকা পইড়া গ্যাছে। আইজ না আসে কাইল আইব।

বাবলি বুঝল ইচ্ছা করলেই সে আর এখান থেকে যেতে পারবে না। চার পাশে কোন মানুষ জনের আবাস নাই। সন্ধ্যায় সাইকেলে এসে একটা লোক এক ব্যাগ কি রেখে গেল। তারপর শনে পিসি টিউকলে চান করতে গেল। রাত অনেক। জোনাকি জ্বলছে ঝোপে জঙ্গলে। আর অনেক দূরে শোনা যায় লঞ্চের ভট ভট শব্দ। কাক পক্ষীও যেন অঞ্চলটাকে ভয় পায়। সে একটা টুলে বসে বলছিল, গরমেন্ট কোথায়

কি করতেছে পিসি। এহমেও আইল না।

পিসি সন্ধ্যা আহ্নিক করছিল। আবার একটা সাইকেলে অন্ধকারে ষণ্ডা মত একটা লোক এল। শনে পিসির সঙ্গে ইশারায় কী যেন কথা বলল।

শনে পিসি বলল, সান কইরা লয়া। গায়ে একখান তানকানি। গরমেন্টের নাকে গন্ধ লাগব না। বলে সে একখান সুন্দর ছাপা শাড়ি এনে দিল। তুই নে। গরমেন্ট পাঠাইছে। তাঁর দয়াব অন্ত নাই।

এমন সুন্দর সায়া ব্লাউজ শাড়ি বাবলি জীবনেও চোখে দেখিনি। হ্যারিকেনের আলোতে তাব চোখ ছিল ছিল করছিল। গৌসাই বলত, হউক সব। তরে নিয়া যামু শহরে। টাঙ্গাইলেব শাড়ি কিনা দিমু। পারিত ঢাকাই বনাবসী। আগে গাভপালা লাগাই। ড্যাং ডমি করি। মাছ শকাব কইরা জ্বলা জায়গায় মানুষের গারমা তুল ধার তহনই সব পানি। ঢুই হাত এক কইবা শাখা সিঁতুর দিয়া তবে অমাব ভাগ্যলক্ষ্মী বানাইমু। গৌসাই তুমি খাইছান।

সে ডাকল, শনে পিসি।

শনে পিসি আহ্নিক করছিল। ভাবল, মাইয়াটা বড় জ্বলায়। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। না হইলে গরমেন্ট পাগলা হইয়া যায়। এখনও সানটান করতেছে না। ঠায় বইসা আছে। আর পিসি পিসি করতেছে। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করলে, তার গরমেন্টের খোরাকী নষ্ট হয়ে যেতে পারে ভেবে প্রসন্ন গলায় বলল, কিছু কইবি?

গরমেন্ট গৌসাইরে পেট ভইরা খাইতে দিবত?

—দিব না? না দিলে গরমেন্টের রক্ষা আছে? আর এক গরমেন্ট চইলা আসব।

—অরে মারব না ত? পিটায় যদি? এটা বলতে বাবলির বুক ফাটছিল, তবু অনেকক্ষণ ধরে একই চিন্তায় থাকলে যা হয়, মনে আশংকা থাকলে যা হয়, বাবলি না বলে পারল না।

আহ্নিক শেষ। আসন খানা কুলুঙ্গীতে তুলে রাখল শনে পিসি।

উঠানে বের হয়ে বলল, তুই বড় এক রোণা আছস। কখন খাইকল
কইতাছি, সান কর। নতুন শাড়ি ছায়া দিছে পর। খাইয়া দাইয়া ঘুম
যা। গরমেণ্টের চিন্তা ওরে করতে কেডা কইছে।

তাইত! বাবলি ভাবল, গৌসাইর সব চিন্তা গরমেণ্টের। সে
এবার মনের খুশিতে চান করল। সে তার ভগবানের কাছে বার বার
প্রার্থনা করল, হে ভগবান, গরমেণ্টেরে পাঠাইয়া ছাও। তার পায়ে
লুটাইয়া পাড়। তাইন পারেন সব করতে। তাইন শনে পিসিরে কত
দিছেন, তেনা আমার গৌসাইরে আইনা দিব বেশি কী।

সেই রাত গেল, গরমেণ্ট এল না। বাবলি বিনিত্র রজনী কাটাল।

পরদিন গেল, গরমেণ্ট এল না। শেষ বেলায় জোরজোর করে শনে
পিসি খাওয়াল। শরীর নষ্ট হলে গরমেণ্ট রাগ করতে পারে। আর সেই
রাতে গরমেণ্ট এল। সাইকেলের ঘন্টি পড়তেই সে দৌড়ে গেল। দেখল,
বেশ প্রশ্ন চিন্তে গরমেণ্ট তার দিকে তাকাচ্ছে।

বাবলি পাগলের মত ছুটে গিয়ে বলল, আপনে আমার ভগমান।
গৌসাইরে আইনা দেন।

সখারাম বলল, হবে হবে। অত উতালা কেন! আমি যখন
আছি, ঠিক হয়ে যাবে। বলে সাইকেলটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখল।
শনে পিসি হস্তদন্ত হয়ে হাজির। শনে পিসি ঘন্টি শুনলেই টের পায়,
কে সূমার এই মনুষ্যবর্জিত জায়গায় এল। তার রক্তে বড় গুপ্ত সংকেত
থাকে। শনে পিসি সহসা বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, রাস্তায় খাড়াইয়া
আছস কান। তিতরে যা। পাখা দিয়া হাওয়া কর। কতটা পথ
আইছে সাইকেল মাইরা। যা যা। খাড়াইয়া থাকিস না সংয়ের মত।
কামে হাত লাগা।

বাবলির বড় ডর লাগছিল। তার বড় চেনা এই গরমেণ্টকে।
তাকে একবার ঠেসে ধরেছিল। মুখে ভাল ভাল কথা তুই একা কেন!
তোকে কে দেখবে। আমার কাছে চলে আয়। খাবি থাকবি কাজ করবি।
আমার অভাব নেই। সেই আমিও তো কিছুজি হয়ে এদেশে আসি।

তারপর কত ঝড় ঝঞ্ঝা। নিজের পারে দাঁড়িয়েছি। এখন দশটা লোক নাম জানে। দশটা লোক ভয় পায়। আর কত কথা।

রিফুজি শুনেই বাবলি বাবুকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে চেয়েছিল। সেই মানুষটার পেটে এত বদ মতলব আছে টের পায়। ক করে! এখন শনে পিসি বলছে, আসল গরমেণ্ট হল গে তেনারা। তার কোপে পড়তে নাই।

সখারাম তরুপোষে বসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আছে। এই সব সখারামের পয়সায়, ঠিক তা নয়, যাদের সে নিজের করে নিয়েছে, এবং এ-পার হে-পার করতে সাহায্য করে থাকে, সখারামের ভণ্ড তারাই এই সব বন্দোবস্ত কবে বেধেছে। বড় পাকা বন্দোবস্ত। এক বুড়ির বাড়ি ঘর। গাই বাছুর, সন্ধ্যা আত্মিক এবং সব রকমের গেরস্থ মানুষ যা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সব ঠিক ঠাক করে রাখলে সখারাম কিছু সময় এখানে কাটিয়ে যায়। এটা তার বায়ু পরিবর্তন।

সব কিছু স্বাভাবিক আছে এখন ভেবে সখারামই ডাকল, শনে।

শনে পিসি গুড় গুড় হাজির।

—মনা এসেছিল!

—হ্যাঁ দিয়া গেছে সব।

বাবলি হাওয়া করছে পায়েব দিকে দাঁড়িয়ে। সখারাম এ-ঘরে বাবলি আছে যেন জানেইনা মত করে বলল, আজ নোটিশ জারি হয়ে গেল। পনের দিন সময় দেওয়া হয়েছে। গরমেণ্ট আর কত সহ্য করবে। না উঠলে ঘর বাড়ি জ্বলবে। আইন বলতে কথা। আইনের কোপ বলতে কথা। তোমবা রিফুজি বলে আইন নিজের হাতে নেবে সে হয়! দেশে কি গরমেণ্ট নেই। গরমেণ্ট কি ছাকড়া গাড়ি। খুশীমত সোওয়ারি হয়ে যাবে।

শনে পিসি বলল, মরণ কাবে কয়! মরণে ধরছে বাবু। বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, বাইচা গেলি। তর ডর নাই। গরমেণ্টের লোকের আবার ডর কি। খাতায় নাম না লিখাই লে-অ এই ছাখ তর ও ছাখ। তরে ধরে আর কেডা। কি কন বড়বাবু ঠিক কই নাই!

নিতাইরে নিয়া আইতে কতক্ষণ !

গরমেন্ট বিষয়টা বাবলির মাথায় আসে না। কারা বানায়, কারা ভাগ স্বর বাঁটনা দেয়, সে তাও জানে না। তবে বয়স বাড়তে বাড়তে সে যা বুঝল, এই হচ্ছে অলিখিত নিয়তি। তার কাছ থেকে বাবলির রেহাই নেই। সে দেখল, গরমেন্ট এখন উঠে বসছে। শনে পিসি কি ইসারা কবল চোখে। গরমেন্ট বিরক্ত হচ্ছে। —না এখন না। শরীর ভাল না। মন মেজাজ ভাল না। বাবলির দিকে তাকিয়ে বলল, তর গোসাই ভাল আছে।

—তারা ভাড়া কবে ?

—সময় হইলেই হাইড়া দিব।

তারপরই শনে পিসির নির্দেশমত বাবলি সখারামের পায়ে জুটয়ে পড়ল। —আপনে মা বাপ। আপনে আমার গোসাইবে আইনা ছান। আমি আপনের বান্দা হইয়া থাকুম।

—আরে ওঠ ওঠ। সখারাম গভীর জলের মাছ। তবু মাঝে মাঝে কি যে হয় ! মাথা ঠিক রাখতে পাবে না। খপ খপ করে সবার হাত সব সময় ধরা যায় না, অবলা নারীরও সর্পবিষ থাকে। বিষ দাঁত ভাঙার কৌশল সে জানে। যেমন এখন নিয়মই নয়, খপ করে ধরা। ধরা যখন পড়বে, তখন খপ করে ধবতে হবে না। আপনি ঝাঁপিতে ঢুকে যাবে। বাবলি বুঝছে না ঝাঁপিটা সখারাম এখন বানাচ্ছে। সেখানে সে রেখে দেবে বাবলিকে। খুশি মতো বের করে খেলতে।

সখারাম উঠে পড়ল। দবজান কছে গেল দাবোগাবাবু সেজে আছে। বুট জুতো ঠক ঠক করছে। কোনবে হেন্ট, সঙ্গে মাঝাশ্র। নানারকমের লাল নীল ব্যাচ বুক পকেটে, বলারে। এই পোশাকে সখারাম বড় তেজী মানুষ। সে বের হবার সময় বলল, মনে খন্দ রাখবিনা বাবলি। আমি ত মানুষ। থাকা খাওয়া কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত ?

বাবলি পবেছে নতুন শিফনের শাড়ি। হাতে গিণ্টন গয়না। শনে পিসিই দিয়েছে। সে জেগুজে না থাকলে মেয়ে মানুষের কপাল খোলে

না। সকাল থেকেই শনে পিসি এই নিষে গাল মন্দ কবেছে বাবলিকে। পোডাকপালো, নিজেও পুড়বি, নিতাইবেও পোড়াবি। গোসাইব মঙ্গল কামনায সে আব নতুন সায়া শাড়ি ব্লাউজ না পবে পাবে নি। যদি গবমেণ্ট গোসা কবে, গায়ে গন্ধ পায়। শনে পিসি এ-জন্ম গন্ধ সাবান দিয়েছে একথান। মাথায় শবীবে বলতে গেলে সর্বঅঙ্গ মাজাঘসা কবতে বলেছে শনে পিসি। কোথা থেকে কি গন্ধ পাবে গবমেণ্ট, আব তখন গোসা কবে, বাবলি পুড়বে। ভয়েই কলতলায় প্রায় খালি শবীব মাঝা-ঘসা কবেছিল বাবলি।

সখাবাম ফেব বলল, কি বললাম?

বাবলি শশ্বিত ফিবে আসে। সামনে বেগুনব জমি। পবে ধানব খেত, গাল গাছে। এ সবই শনে পিসিব। তাবপবই জঙ্গল। এবং জঙ্গল পাব হলে বড বাস্তা। গোসাবাব দিকে গেছে নাকি বাস্তাটা। বাবলি বলল, খাটছি বাবু।

—মন খাবাপ করবি না। ভাল কবে, খাওয়া দাওয়া কববি। ফুটিতে থাকবি। চঞ্চল হসুনা। আইনকানুনে বড প্যাচ। সময় লাগতে পাবে ছাড়িয়ে আনতে। ভেঙ্গে পড়বি না। সদবে খবব পাঠিয়েছি, গোসাইব পিঠে কেউ যেন হাত না দেয়।

বাবলি কি বলবে বলবে কবছিল। কিন্তু বলতে পাবে না। সখা-বাম সাইকেলের প্যাডেলে পা রেখে বলল, কিছু বলবি?

—আমাবে নিয়া যাইবেন?

—কোথায় তোকে নিয়ে যাব?

—গোসাইব কাছে। একবার চোখেব দেখা দেইখা চইলা আমু।

—তব মাথা খাবাপ আছে বাবলি।

—মাথা ঠিক থাকে কন?

সখাবাম প্যাডেল থেকে পা নামিয়ে নিল। বেশ বাগ কবেই বলল, মাথা ঠিক না থাকে, যা খুশি কবগে। খাবাপ কিছু হলে আমি কিছু জানি না।

ভগ্নমান, বাবলি কি গৌসাইর খারাপ কিছু হোক চল। বাবলি
প্রায় ভুল করে ফেলেছে খুব, এমন চোখে তাকাল।

সখারামের বুকটা লাফিয়ে ওঠে। বড় মিষ্টি চোখ মেয়েটার। চোখে
বিহ্বলতা দেখা দিলে বাবলিকে এক ঘন ঘোর বর্ষার দিনের মত মনে হয়।
মানুষ হয়ে সে ঠিক থাকে কি করে! সখারাম ভাবল একবার বলে, গৌসাই
গৌসাই করে মাথা খারাপ করছিস, আমি গৌসাইর চাইতে কম কিসে!
ভারপরই দারোগা খিস্তি এসে ছিল মুখে, সেটা সামলে বলল, মাথা ঠাণ্ডা
রাখলে সব হবে। গরম করলে কিছু হবে না। যা যা ঘুমা। বন জঙ্গলে
ঘুরে বেড়া। কত খরগোস আছে দেখতে পাবি। কত পাখি উড়ে যায়
দেখতে পাবি। ফল পাকুড় খেতে ইচ্ছে হয়, শনেকে বলদি। সব এনে
দেবে। আমরা গরমেন্টের লোক, মাথা ঠাণ্ডা মানুষের কাছে আমরা
দেবতা। মাথা গরম মানুষের কাছে আমরা অসুর। বলেই সে নিজের
হাতটার দিকে তাকাল। এই হাত বাবলি কামড়ে দিয়েছিল। দাগটা
এখনও আছে।

সখারাম সাইকেলে চেপে চলে যাচ্ছিল। বাবলি পেছন পেছন
ছুটে গেল। ডাকল, বাবু বাবু!

বিরক্ত হয়েই যেন সখারাম সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

—বাবু আপনে কিন্তু গৌসাইনে আমার কথা কইবেন।

—কি বলব?

—বলবেন বাবলি কইছে..... বলেই থেমে গেল। কিছু ভাবল।

—কি কইছে?

—কইছে, মানে কইবেন, বাবলি কইছে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে। কইছে
গরমেন্টে মাথা ঠাণ্ডা মানুষের কাছে দেবতা। আমার গৌসাই ত জানেন
বড় মাথা গরম লোক আছে।

অলক্ষ্যে সখারাম হাসল। বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এক
অস্বাভাবিক তার সামনে। তার চুল মেঘমালার মত দখিনা বাতাসে উড়ছে।
স্তন জামনাটির মত পুষ্ট। হাতে পায়ে সবুজ সমারোহ। দিশন্ত ব্যাঘ্র

আকাশের নিচে এই নারী তার সখা সঙ্গীনি ভাষতেই মাথাটা কেমন পাক খেয়ে গেল।

সে কোন রকমে সামলে বলল, বলব। তার কাচা পাকা চুলে বিজ বিজে ঘাম দেখা দিচ্ছে। পারলে সে এই রাতেই মহোৎসবের শুরু করে দিত। কিন্তু যে সয়ে খায় না তার কপালে ছুঁখ থাকে। তার এখন বড় দুঃসময়। কী যে হবে, সে জানে না। কারণ কি হবে শেষ পর্যন্ত, কেউ বলতে পারে না। এক অভয়, এক নিতাই শুধু তার উন্নতির কাঁটা হয়ে নেই। মণীন্দ্র, কালীপদ একে একে সব সবল পুরুষই তার পথের কাঁটা। শেষ পর্যন্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা না বাধিয়ে ড্রাকে তুলে দিতে পাবলে পরিত্যক্ত ঘববাড়িতে আগুন দিতে পারলে, সামনেই আরও বড় রাজপথ। সে সেখান দিয়ে ছুটে যাবে। মন্ত্রীরা তাব যশগান গাইবে। সারা সবকাবী মহলে এক বোগে বলবে, সখারাম একজন বড় জাদবেল অফিসার। তাকে আরও গুরুদায়িত্ব দেওয়া দরকাব।

সখারাম সাইকেল মেরে চলে যাচ্ছে। ক্রমে বিন্দুবৎ হয়ে গেল। গৌসাই জানবে, বাবলি ভাল আছে। গৌসাই জানবে, বাবলি তার জন্ত রাতে ঘুমায় না। গৌসাই জানবে, বাবলি সে ভগমান।

॥ দশ ॥

গরমেন্ট একদল লোককে লঞ্চে ঘাটে বসিয়ে রেখেছে। নামের লিস্টি নিয়ে ঘোরাফেরা করছে এক বড় বাবু। পরিবারের অভিবাবক যারা, তারা ঘিরে আছে বড়বাবুকে। খাতায় সবার নাম বয়স লেখা। তারা সবাই নরহরির দলের মানুষ। সে এখনও পাড়ায় পাড়ায় গরমেন্টের লোক নিয়ে ঘুরছে। এক দল পাঠিয়ে অন্য আর এক দল—এই করে লঞ্চে পানাপান করে নিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে পাউরুটি গুড় দিয়েছে গরমেন্টের

লোকেরা। লঞ্চ থেকে মেয়ে আর এক গ্রন্থ ভোজন। সেখানে সারি সারি ট্রাক। তারপর মাঠের মাঝখান দিয়ে এক সুজল সুফলা অরণ্য ফেলে তাদের আবার চলে যাওয়া। যারা যায় ভয়ে যায়। নোটিশ দু-দিন তিন দিন ঝোলে। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় নোটিশ। নানা রকম প্রচারপত্র বিলি করার জন্তু আসছে হরেক রকমের লোক। সেই দেশে নিয়া যামু, যারে কয় দেশ একখানা, উরাট জমি থাকব না, ইরি-গেশনের জল, সুমার মাঠ, বান গম রুয়ে দিলেই বাতাসে দোল খাবে।

চোখ মুখ শুকনো, বাদামী বাসি দাড়ি, ক্লক চেহারা বউরা মেয়েরা চোঁচামেচি করছে। কাচ্চা বাচ্চাগুলোন, যেখানে সেখানে হাংছে মৃতছে। লঞ্চের ঘাটে কটু গন্ধ মলমূত্রের। ছাপড়ার নিচে নরহরি চায়ের দোকান খুলেছে। এখানে যে বোঝে, সে সব জায়গাতেই বোঝে। কাঁক রাখতে চায় না। সে এখানেও এই দশ বার দিনে পয়সা কামিয়ে নিতে চায়।

সখারাম সব খবর পায়। নরহরির কি দরকার পারুলকোট যাওয়ার। চতুর মানুষ যখন, বড় দরকার তার মত মানুষ। নরহরি শেষ বেলায় যাবে এই রটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সবাইরে তুলে না গেলে অধম। নিজের কথা তার মাথায় নেই। সে দৌড়ঝাপ করছে। একবার পুলিশ ক্যাম্পে, আবার পল্লীতে। তার লোকেরাও করছে। সখারাম অভয় দিয়েছে, ভয় নেই তোমাদের! শেষ বেলায় ট্রাকে না উঠে গরুর গাড়িতে উঠবে। কত আত্মীয় স্বজন থাকে মানুষের, তোমাদেরও আছে। তোমরা কোন রকমে ক’দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকলেই আর ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকবে না। তখন খোলা হাওয়ায় বের হয়ে আসতে পারবে।

আসলে সখারাম বুঝে পায়না, লোকগুলির মাথায় কি আছে। তাদের বাবা দলবেঁধে আসার দরকারটা কি ছিল? এখন কি আর সে দিন আছে? যার যার তার তার। গরমেন্ট নিজের জ্বালায় মরছে, বাড়তি তোরা। উপদ্রব করলে সহ্য করবে কেন। আর বলি দেশটাও বিলাত হয়ে যায় নি। বেড়াতে আসতে পারতিস, ব্যবসার নাম করে

আসতে পারতিস। জনমজুরের কাজ করবি, এই ভেবেও আসতে পার-
তিস। কত ইটের ভাটা, কত কুলিকামিনের দরকার, হাজার লক্ষ মানুষ
চলে আসছে না, গরমেন্ট কিছু বলে ?

সখারাম মাথা চুলকাচ্ছিল। কাচা পাকা চুলে বড় মাথা কামড়ান
হয়। মুরগীর মাংস রান্না হচ্ছে। সরু চালের ভাত, চাটনি। দই
মিষ্টিও আছে। শনে জল দিতে চা দিতে নদীর ও-পার থেকে আসছে
না। তার এখন আসা বারণ। ক্যামপে বলেছে, নাচারী মানুষ, কখন
কি হয়, সুতরাং এই করে আরও খবর রাখা, বাবলি খাওয়া দাওয়া করছে
কিনা। সময় বড় অবুখ। যে যত পার হয়ে যায় তত নাড়ির টান কমে।
আজকাল মানুষের স্বাধীনতা বড় বেশি। আগের আমল আর নেই।
কোথা দিয়ে কি-ভাবে ফैसे যাবে সে, কে জানে। বশ করা দরকার।
নিতাই অভয় পড়ে আছে, থাক। কানুনের ত্রুটি থাকছে। তবে কর্তৃ-
পক্ষ চায় ঝামেলা নিবারণ। ঝামেলা নিবারণে এখন আদালতে নিয়ে
গেলেই জামিন। তবে যা রোখা আছে নিতাইটা—তার হাতে কুড়াল
ছিল। নির্ধাত দুবছরের জেল।

—যতবার প্রশ্ন, হাতে কুড়াল ছিল।

—ছিল।

—কি করতে কুড়াল হাতে নিয়েছিলে।

—সখারামের গলা কোপাতে।

তারপর আর কথা থাকে কি ! গোঁয়াড় লোকের বিষয়ে ঝামেলা
কম। নিতাই আদালতেও স্বীকার করবে, সে সখারামের নাগাল পাচ্ছিল
না। কিন্তু অভয়টা তুখোর লোক। ফন্দি ফিকির জানে। সে অন্য়-
রকম বলে খালাস পেতে পারে। জামিন পেতে পারে। এদের ট্রাকে
না তুলে দেওয়া পর্যন্ত সদর বলেছে, আটকে রাখছি, কাজ হাসিল কর।
পুলিশের সুনাম অটুট থাক, তারপর না হয় ছেড়ে দেওয়া যাবে, দরকার
হয় আদালতে হাজির করা যাবে।

পুলিশের পাহারা আরও এখন সতর্ক। নদীর পাড়ে পুলিশ।

যারা দল বেধে আসছে, তাদের আগে পেছনে পুলিশ। সবই সখারাম সারাদিন ধবে কবে যাচ্ছে। শুধু ছুপুরের খাওয়া ছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা কাজ। দায়দায়িত্ব সব তার। সি আর পির বড় কর্তা বলে গেছে, ধুনহুমার কাণ্ড না বাখলে আমার লোকজন জলে নামবে না। দাঙ্গা হয় গরমেন্ট চায় না। কাছেই দায়িত্বটা আরও বেশি। তার সম্মল নবহরির সাক্ষপাঙ্গরা। তারাই গরমেন্টের প্রচাব পত্র নিয়ে বিলি করছে। করতে গিয়ে মারধোর খাচ্ছে। দেশের কাজ করতে গেলেও এমন হয়। সখারাম বলেছে, তোমরা কত বড় সংগ্রাম করছ, জান না। এর কি কোন মূল্য হয়? এতে নরহরির সাক্ষপাঙ্গরা বেশ যুশ পেয়ে গেছে। এবং নিজেদের মাংগ ছেলে দলে রাখছে ঠিক, আবার রাস্তায় সটকে পড়াবও ব্যবস্থা রেখেছে। সখারামই সব কবে দেবে। কারণ এখন যা ছুঃসময়, এই সব চতুব মানুষ না থাকলে সুজলা সুফলা দেশটাকে পঙ্গপালেবা ছিড়েখুঁড়ে খাবে।

আব ঝামেলাও কত হরেক রকমেব। তখন সখারামের মনে হয় কাজের নিচুচি কবেছি। দেবী তাব চিঠি দেয়, জবাব পর্যন্ত দিতে পাবে না। দেবী তাব জানে না, সে আরও অনেক দেবীর জগ্ন পাগল। এক দেবীকে আটকে বেখেছে শনের ঘবে। এক একজন দেবীত নয়, চামুণ্ডা। দেবীর দস্তি ছেলেরা মেয়েবা শহরে উডছে। কেউ মাতাল হয়ে ফিরছে। ছোটটা কোথায় বেড়াতে গেছে। শালা সব উচ্ছ্বল হয়ে যাচ্ছে। তবু মর্যাদা, বাপ সে, ভাল ইস্কুল কলেজ দেখে সব কটাকে বেশ জিইয়ে রেখেছে। বাপের কত ঠেলা যদি বুঝত। মাথা সাফ না থাকলে সন্টলেকের বাড়ি, ছু-খানা ফ্ল্যাট, এবং নামে নামে একাউন্ট, কাচা পয়সা গয়না, জমি জোত সব কোথায় থাকত। হারামির বাচ্চারা বুঝতিস। ক'দিনে ফুঁতির জগ্ন কাউকে কাউকে না রাখলে বায়ু পরিবর্তন ঘটে কি করে! এখন শনেই সম্মল। শনে কেবল বলছে, গরমেন্ট সব করছে। এই করছে বলে আর একটাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

তারপর আছে কীটদষ্ট মানুষের কামড়।—স্মার, কি করি। বুড়া মানুষ। নড়তে পারছে না। ছু ক্রোশ পথ আসি কি করে! ইচ্ছে হয়

তখন চিৎকার করে বলছে, পুড়িয়ে দাও শালাদের। যববাড়ির সঙ্গে পুড়ে মরুক। আর জায়গা পেলি না মরতে এলি এইখানে। স্মার রিকেট হয়েছে নড়তে পারবে না। অপুষ্টি জনিত রোগ। শয়ে শয়ে এই সব কংকালসার মানুষের পঙ্গপাল নিয়ে সে যে কবেটা কি। তার লোক মারফত এখন খবর, স্মার বড় দায় হয়ে গেছে। রিপোর্ট—এই জাতীয় মানুষের, মানুষ না প্রেত, কোনটা লিখবে স্থির করতে পারে না। ভুঁইয়ে পড়ে আছে। গোড় দিলে ভাল হয়, ট্রেনে তুলে দিলেও রাস্তায় সাবার। টাকা খরচ, ঝামেলা, কোনটা করা দরকার নির্দেশ চাই। নির্দেশ আসে সবাই যাবে। কাণা খোঁড়া পঙ্গু কেউ থাকবে না।

কেউ থাকলেই কথা হবে। খবরের কাগজগুলি বসে নেই। খবর ফাঁস হয়ে না গেলেই হল। এবং এ-জন্মও সখারামের মাথায় ছুঁবুদ্ধি ক্রমাগত পাক খায়। সে বাস্তায় দেখল, ধরাধরি কবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মানুষজন। ট্রাকের ঝাকুনিতেই সাবার হবে। আধ জীবন্ত নিয়ে গেলেও বোঝা যাবে গরমেন্ট বড় শক্ত গরমেন্ট।

লঞ্চটা আসছে। খালি লঞ্চ। সারেও নামাজ সারছে ডেকে। খালাসিরা, দড়িদড়া টেনে নামাচ্ছে। কাঠের পাটাতন, জোয়ারের জলে নামে ওঠে। ভাটির সময় এক হাঁটু কাদা। দু'একজন এই কাদায় ডুবে গেলেও কম হয় সরকারের বোঝা। পাটাতনে পড়ে থাকে, নড়ে না চড়ে না। সখারাম হাক করে এক গাঙুস সিগারেটের ধোঁয়া গিলে দমবন্ধ করে রাখে।

তখন বাবলির উকুন বেছে দিচ্ছিল শনে পিসি। —মাথাটা তর করছস কি! সেও রিপোর্ট পাঠায় সখারামকে, কীটনাশক অষুধের দরকার গরমেন্ট। কীটনাশক অষুধ এলে শনে পিসি নিজেই কলতলায় বাবলিকে নিয়ে বসে। চুলে অষুধ মেখে দেবার সময় বলে, চান্দ্রের শরীর একখান তর। প্যান্ডের মত থাকস। ধুইয়া পাইকলে রাখ। সুখ তখন কপালে আপনেই জমবে।

বাবলি বলে, গরমেন্ট কি কয় পিসি। কতদিন হইয়া গেল।

—গরমেন্টের মাথা ঠিক নাই। সব পার কইরা দিতে পারলেই ছুটি। তখন নিতাইরে ছাড়াইয়া আনব।

—গরমেন্ট আর আসে না ক্যান !

—তুই মুখ গোমড়া কইরা রাখলে আসে কি কইরা ?

—আমি আবার মুখ গোমড়া করলাম কবে ?

—আল মর। বোঝে। তর মনটা কেবল গৌসাই গৌসাই করে। গরমেন্ট সব বোঝে !

—আমি তবে কি করমু কও ! গৌসাই ছাড়া আমার আর কে আছে ?

—গৌসাইরে ধুইয়া তুই জল খাইবি ? তর বুদ্ধি যে কি বুঝি না। গরমেন্ট আর গৌসাই এক কথা হইল ! মানুষের লয় বুঝসনা ক্যান।

বাবলি কেমন আঁৎকে উঠে। চোখ আব-জ্বলে না। টল টল করতে থাকে। বুঝতে পারে সে এক খাঁচায় বন্দী পাখি। সেই যে গান একখানা আছে ফান্দে পড়িয়া বগায় কান্দেল। তার কেমন মনে উচাটন ধরে যায়। শনে টেরও পায় না, মেয়েটার মাথায় যখন জল টেলে দেওয়া হচ্ছে, তখন সে প্রাণভরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। এবং কান্নাকাটির পরই বাবলির কেন জানি মনে হয় বুকটা হাঙ্কা। সে খেতে বসে বলে, পিসি সত্য কইরা কও, মাকালীর দিবি তোমার মাথায়, আমার গৌসাইরে আর ফিরা পামু না ! আমার পোড়াকপাল আমি জানি, সন্দ গৌসাইর মনে জানি, তবু তুমি কও, তারে আমি একবার চোখের ছাখা দেখতে পামুনা। পায়ে লুটাইয়া পইড়া কমু পিসি, একবার শুধু কমু, বাবলি তোমারে ছাড়া আর কারোরে জানে না। কি পিসি কও, কথা কও।

চুল খাটো কবে ছাটা, শনে পিসি সাদা থান পরে কেমন উদাস হয়ে গেল। মাথার ওপরে মানুষের আর কিছু না থাক ভগমান আছে। তার কেন জানি বাবলির মুখ দেখে এমন মনে হল আজ। সে ভাতের গরাস তুলতে পারছিল না। হাত কাঁপছিল তার।

এভাবে কখনও কখনও ঈশ্বর মানুষকে তাড়া করে। গরু মাঠ থেকে নিয়ে আসার সময় মনে হল, শনে পিসির সারা আকাশ জুড়ে প্রচণ্ড মেঘমালা ছাড়িয়ে ছিটিয়ে, উধাও হয়ে যাচ্ছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। হাওয়ায় গাছপালার শাখা প্রশাখা ছুলছে। ঝড় হতে পারে। বৃষ্টি হতে পারে। নদীর ক্ষেপণ গর্জন এখানেও বসে তখন শোনা যায়। দূরের জঙ্গল পার হলেই গহনডাঙ্গা। ডাঙ্গার পথ ধরে খাড়ি নদীতে গিয়ে পড়লে বাঘমাচীর জঙ্গল। সেখানে জ্যোতি থাকে। তার তৃতীয় সম্ভান। সে কিছু করলেই জ্যোতির হাতকড়া পড়বে। তবু সেই যে থাকে না, ঈশ্বর নামক এক ভয়ংকর জীব, যিনি যায় না ফেলা, যারে যায় না দেখা, তবু সে থাকে নিরন্তর, গোয়ালে গাই গরু রাখতে গিয়ে শনে পিসির বার বার মনে হল, কি কার! তারপরই মনে হল, কেউ নেই বাড়িতে। বাবলি কি পালিয়েছে! পালালেও সে যেন রক্ষা পায়। তারপরই মনে হল, সখারাম তাকেও নিস্তার দেবে না। মন ছবল করে লাভ নাই। শক্ত হওয়া ছাড়া তার আর কোন পথ নাই। সে মাঠের সামনে সেই জঙ্গলটার দিকে তাকাল। সেখান দিয়ে পালাবার পথ আছে। সে কি করবে ভেবে পেল না। বাড়ির চারপাশে ডাক খোঁজ করল। পেল না। কি করবে! সে আবার ডাকল, বাবলি তুই আমার বিপদ ডাইকা আনছস ক্যান। বাবলি তুই ক্যান পোড়াকপালী গতর জোয়ারের জল কইরা রাখলি! তারপরই মনে হল বাবলির ঘরটায় সে ঢুকে দেখেনি। কিন্তু এত ডাকাডাকিতে কেউ যখন সাড়া দেয়নি, তখন আর সেখানে থাকে কি করে। তবু ঘরের মধ্যে ঢুকেই অবাক। বাবলির কপালে বড় সিঁথরের ফোটা, পরণে নতুন শাড়ি, পায়ে আলতা মেখে সেজে গুঁজে ঘুমিয়ে আছে। সে দেখল, দেখল। বড় মায়া পড়ে গেল তার। বড় সরল বালিকা বড় নির্বোধ। মেয়েটার জন্য কেন জানি তার চোখ জলে ভার হয়ে এল। অনেক পাপ। অনেক পাপহে ঈশ্বর বলতে বলতে নির্ভর শনে পিসি মানুষের বড় পাপখণ্ডনে কেমন মরিয়া হয়ে উঠল।

সন্ধ্যায় কাজকামের কঁাকে সাইকেলে দেখা গেল সেই গরমেণ্টের

কজাটা আসছে। যারা শুধু নিজেরাই গেলে। কেবল গিলতে চায়।
কেবল সাপটে খেতে চায় সব। বাড়িঘর জ্যোৎস্নামিনারী যুবতী পাপ
মেঘমালা উদ্ভিদ সব খেতে চায়। সাইকেল থেকে নামলে সে সখারামকে
বলল, বাবলির শবীরটা ভাল নাই। জ্বর হইছে। শুইয়া রইছে।

—মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে ?

—হইছে।

—আর কটা দিন ! সময় নাই। বলেই সাইকেল চালিয়ে দিল।

সখারাম ফের চলে যাচ্ছে।

শনে পিসি বলল, ভগবান অগ বিচার কোন গবমেন্ট করে ?

আলপথ ভেঙ্গে কিছুটা গেলেই জঙ্গল, তারপব সদর রাস্তা। শনে
সেই দিকে তাকিয়ে থাকল। সখারাম কোথাও একা যায় না। সদর
রাস্তায় তার কেউ না কেউ আছে। সে তাদের বেখে এখানে একা
আসে। শনে পিসি মনে হল, মানুষ ধূর্ত না হলে সংসাবে টিকে থাকতে
পারে না। যা-সব এই সখারামদের জ্ঞান। গবমেন্ট পান্টায় কিন্তু
সখারামেরা থেকে যায়। সে যতই চেষ্টা করুক বাবলির নিষ্কৃতি নেই।
সখারামের হাত ছাড়া হলে অন্য সখারাম আসবে। সখারাম জঙ্গলের
মধ্যে যে পথটা আছে তার মধ্যে ঢুকে গেলে এমন ভাবল। সাময়িক
দুর্বলতা এটা তার। মানুষ বলেই হয়। সে সব দুর্বলতা পরিহার করার
জ্ঞান কাজে ফের মন দিল। গরু দুটোকে নিয়ে গোয়ালে বাঁধল। খড়
কাটল। ভূসি খোলে জাবনা দিল। বাবলি ঘুমাচ্ছে। আসলে বাবলি
ভেবে ফেলেছে, সখারাম নিতাইকে ঠিক ছাড়িয়ে আনবে। এই আশায়
বাবলি সখারামের কুহকে পড়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠলেই শনে পিসি বলল, গরমেন্ট আইছিল।

বাবলি চুল খোপা বেঁধে জলচকিতে বসতে যাবে, এমন সময় শনে
পিসি কথাটা বলল। খুব ঘুমিয়েছে বলে হাই উঠছিল। এই কথায়
সঙ্গে সঙ্গে বাবলি টান টান হয়ে যায়। ঘুমের জড়তা শরীরে থাকে না।
সে বলল, অমা গরমেন্ট আইল, ভূমি আমারে ডাইকা দিলানা পিসি।

—গরমেন্ট যে কইল, ঘুমাইছে যখন ডাকতে হইব না।

বাবলি আগের সখাবামকে আব মনে কবতে পারে না। তাকে জাপটে ধবেছিল, সে কামড়ে দিয়েছিল এইসব আব মনে থাকে না। তার মনে হয়, মানুষেব কষ্টে মানুষই পাশে দাঁড়ায়। সখাবাম আর তার শত্রুপক্ষ মনে হল না। যেন এখন সখাবামেব পেছনে সাইকেলে চেপে বাস ধবতে চলে যেতে পাবে। সে শনে পিসির কথায় রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে গেল। বলল, আব কি কইল ?

—আব কি কইব ?

—আমাব গৌসাইব কথা কইল না কিছু।

—তব যে কথা। মাথায় অর সর্পাঘাত কখন হয় অখন সেই ভয়।
তব গৌসাইব কথা মনে থাকে ?

সর্পাঘাতই বটে। এতগুলান মানুষকে ভিটে ছাড়া না কবতে পাবলে, সখাবামেব ইজ্জত গরমেন্টেব ঘবে থাকবে না। ইজ্জত মানুষের সব। ইজ্জত মানুষেব বড় প্রবল প্রতিপক্ষ। শনে পিসি কিছু কাঠকুটো ঘবে নিয়ে বাখাব সময় এমন ভাবল। আকাশে বড় মেঘ কবেছে। অঝোবে রষ্টি নামতে পাবে। ঘবে চাল ডাল আনাজ আছে। কাঠকুটো ভিজ়ে গেলে উম্মন ধবে না। সাবাদিন এই একটা না একটা তার কাজ থাকে। বাড়তি কাজ বাবলিৰ দেখাশোনা। বাবলি পালালে, সখাবাম তাকে ঝংশে বাতি দিতে রাখবে না। বিকেলেব দিকে তার কি যে মতিভ্রম হয়েছিল ! সে বলল, কি খাইবি রাইতে ?

—ভুমি যা খাইবা।

—আমারত কহু কলা সিদ্ধ ভাত। একটা হাঁসেব ডিম সিদ্ধ দেই।
ডাইল আছে হইব না।

—আমার লাইগা ভাইব না পিসি। এত করছে শনে পিসি, আস্ত একখানা হাঁসের ডিম সিদ্ধ দিব তাবে খাইতে—সে যা কখনও ভাবতে পারে না, দুধ দেয় খাইতে, তার জন্তু কত করছে পিসি ! গৌসাইটা যে কি। দেখ আইসা গৌসাই, আমারে নিয়া তোমার ডর আছিল, এখনে

দেখ আইসা, আমার কত শ্রুথ।

এই নির্বোধ বালিকা মাথার উপর মেঘ গর্জাচ্ছে টের পাচ্ছে না। বজ্রপাত হতে পারে, বুঝতে পারছে না। সে ভাবে ধরণীর বড় বৃষ্টিপাতের দরকার। হ। হ। ভাসাইয়া দে। মাটি ভিজুক। শস্য দানা পুঁইতা দিক মানুষ। সে এর চেয়ে পৃথিবীর স্বভাব চরিত্র বেশি কিছু বোঝে না। এমন কি তার মনে হয়, কে না কে তার নাকে গন্ধ দিয়ে অজ্ঞান করে তুলে নিয়েছিল, মনে হয়েছিল সখারামেরই কাজ, এখন বুঝতে পারছে, বড়ই ভুল করেছে বলে। না জেনে কারো উপর দোষ চাপাতে নেই। সে সখারামের কাছে সারাটা সময়ই বেইমানি করেছে। সেই সখারামকে গোসাই কোপাতে পর্যন্ত গোঁছল। কোপাতে চাইলে কার না রাগ হয়। যেমন মাথা খারাপ লোক আছে, বোঝা এখন।

বাবলি পিসির সঙ্গে এখন খড়কুটো ঘরে নিয়ে রাখছে। পিসি বলল, তুই হারিকেনটা গিয়া ধরা। খুব জোরে বৃষ্টি আইব।

সে এখন জানে, এ বাড়িতে কোথায় কি আছে। তিনটে ঘরের কোনটায় কিসে থাকে সব সে জানে। মাটির ঘর। খড়ের চাল। কুলুঙ্গিতে ম্যাচ বাতি থাকে। জঙ্গলটা পার হয়ে গেলে রাস্তা। একটু আরও এগিয়ে গেলে তিন মাথার হুমোর। মুদি মনিহারির দোকান। চায়ের দোকান। সকালে মাছ আনাঙ্গপাতি সব পাওয়া যায়। আজ তাকে সকালে একা রেখে পিসি বাজার করতে পর্যন্ত গিয়েছিল। দশদিন হয়ে গেল। পিসিই এসে খবর দিয়েছে, সব সাফ কইরা চইলা যাইতাছে। গরমেন্টের লগে পারে ?

বাবলি বলেছিল, জয়নগরের লোকগুলানের কি হইল।

—অরাই আছে।

অরা অর্থ কালীপদ মনোহরদের কথা বলছে।

বাবলি বলল, অভয় খুড়া ফিরা আইছে ?

—না।

—কোন খোজ পাওয়া গেল না।

—না।

—অখন অগ কই নিয়া যাইব ?

—বৰ্ধমান ইন্টিসনে। হেৰপৰ বেলগাড়িতে।

—আমাৰে নিয়া যাইবা। দেইখা আমু দ্যাশেব লোকজন কি কয় !

—তয় তবেতো ট্রাকে তুইলা দিব।

সঙ্গে সঙ্গে বাবলি ভয় পেয়ে গেলিল। তাৰ গৌসাই থাকেৰে এখানে, সে যাবে অতদূৰে—তাবপৰ কোথায়—কোন ঠিকানা নেই, জানা নেই কি কবেট্টিচি পত্ৰ লিখতে হয়, সহজেই সে নিখোঁজ হয়ে যাবে, গৌসাই নিখোঁজ হয়ে যাবে—এমন কথা শোনাৰ পৰ আৰ কে চায় দেশেব লোকজনেব সঙ্গে দেখা কবতে। পিসি ওৰফে ল চায়, এমন কথাৰ পৰ আৰ অবিবাসটা থাকে কি কবে! সে শিছিল, পিসি আমাৰ মাথাডাব ঠিক নাই।

পিসি বলেছিল, তব-অ নাই নেহাইব-অ নাই। শেষে বলেছিল, সখারামেৰ-অ নাই। তিন ক্কাপা নিয়া আমাৰ হইছে মৰণ।

সখারামেব কথায় বাবলি একট অবাৰ হয়ে গেল। বলল, তাঁব কথা ক্যান আসে !

—আসব না। তুই একখন কি মাইয়া ক'। তর জন্ত মন পোড়ে।

—আমাৰ লাইগা গরমেন্টেৰ মন পোড়ে পিসি !

—তানা ত কি ! তব লাইগা এখন যত ছজ্জাতি পোহাইতে হইব। হাজত থাইকা ছাড়াইয়া আনা কি মুখের কথা। কত কাঠ পুড়ব দ্যাখনি। কত হয়রানি হয় দ্যাখ সখাবামেৰ !

—গরমেন্টেৰ-অ হয়রানি আছে ?

—আছে না ! পোকা থাকলেই মৰণ। পোকায় কামড় দেয়। জ্বল। জ্বলুনিতে থাক হইয়া যায়। দায় পড়ছে ক্যান ! এই ঘা থাইকা জ্বলুনি হয়। তার উপশম চাই না। না হইলে তুই একখন কি মাইয়া কত ক' ভয় কই হইব জাইমাইত, সখারাম কইল, যত লাগে খরচ করমু।

তবু নিতাইরে জেলে পাঠাইতে দিমু না।

এরপর বাবলি আর সখারামকে ঘৃণা করে কি করে ?

বাবলি যুবতী হয়ে উঠছে। মানুষের কত ইসছা হয়। সখারামের হইব বেশি কি। সখারাম আর দেখতে তত কুৎসিৎ নয়। সখারামের কথাবার্তাও কিছুটা অভিভাবকের মত। তার বাবা কাকারা বাঁইচা থাকলেও বাবলির জন্য মন পুড়ত। এমন একখান মানুষ তার পক্ষ নিচ্ছে, ভাবতেই খুব সহজ হয়ে গেছিল বাবলি। সে গুণ গুণ করে গান গেয়েছে, বেহুলা জলে ভাইসা যায় রে……………!

বেহুলা জলে ভাইসা যায়—সেই জলে থাকে বিষহরি, ডাঙ্গায় থাকে বিষহরি, বেহুলা বসে থাকে কলার একখানা খোলে। গ্রাম মাঠ, ধূসর বনভূমি গঞ্জ তার হু-পারে দাঁড়িয়ে। সে নিজের জীবনে এক বেহুলার মত গোসাইর জন্য অপেক্ষায় আছে। যমরাজের কাছে সে যাবে, তার ভোগের জন্য যা কিছু লাগে, যদি দেহখানা দিতে হয় তাও সে রাজি। শনে বাড়ি ফিরে দেখেছিল, ঘর দরঙ। নিকিয়ে একেবারে সতীলক্ষ্মীব মত বাবলি দোরে ঠেস দিয়ে বসে আছে

এইভাবে এক জীবন, তার পরানের ধন যায় না ফেলা এমন এক মন নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে দেখল কুম কুম বৃষ্টি হচ্ছে। ঝাপসা বৃষ্টিতে গাছপালা ছেয়ে গেছে। ধূসর হয়ে গেছে সামনের শস্য ক্ষেত। নিচে জোয়ারে জল উঠে আসছে। কুপি জ্বলছে। দাওয়ায়। কেউ গড়াচ্ছে। টেঁউ টেঁউ করে কাঁদছে এক মনিষি। সে মাঝে মাঝেই বলছে, তোমার বাবা গেছে জোয়ারের জলে মাছ ধরতে। এই এল বলে। এবং সে দেখতে পায়, জোয়ান সাই এক মানুষ, এক কাঁধে কোচ, অস্ত্র হাতে তাজা কয়খান সঁরপুটি ঝুলিয়ে ফিরছে। রাতে সরষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল। মানুষটা খেতে বসে ঝালে হা হু করছে আর আড়চোখে দেখছে। বাবলি তাকাতে পারছে না। তর সইছে না।—তর হাত বড় মিষ্টি মাইয়া। খাইলাম, যেন একখান অমৃত খাইলাম।

এই করে বাবলি একদিন দেখল, সখারাম আবার আসছে। সাজ বেলা। সখারাম আসতেই জলচকি বের করে দিল বাবলি। শনে পিসি বলেছে, বামুন মানুষ, এলেই পা ধরে পুণ্যি চাইবি। বাবলি পুণ্যি চাইল। সখারাম বলল, ভাল আছিস।

বাবলি বলল, হ আঁছ

—আর কটা দিন সবুর কর। কালই শেষ।

—কি শেষ।

—নোটিশের দিন শেষ।

—তারপরে কি হইবে গরমেন্ট।

—আগুন জ্বলব। ধৈর্যের সীমা আছে সবার।

শনে পিসি চা করছে সখারামের জন্য। রান্না ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলল, নাল উঠল না।

—না উঠব না কয়। চা হল। বসতে পারব না! কাজ কত পড়ে আছে। বাবলির দিকে আড়চোখে তাকায়। বাবলিকে দেখে বুঝতে পাবে কৌঁস কমে গেছে অনেক। বাবলি তাকে দেখলে মিস্টি হাসে। এই ভাবে করাত চালাতে পারলে, হ্যাঁ একখানা ষোড়শী যুবতী, এখনত আর বাপ ঠাকুরদার মত সেই স্বাদ পাবার কোন রাস্তা নেই। রাস্তা করে নিতে হয়। আগের জমানাই ছিল বড় সুস্বাদু। দেবী তার নিজের ঘরে এল বেশ বয়সে। নারীও ছুড়ি পার হলেই বুড়ি। তাজা মাগী থাকে না। ডিম পাড়া মুরগী হয়ে যায়। এই করে সংসার মান্নুষের। সখারাম মনে মনে আইনের গেজ পুড়ি বলল। শনে পিসি চা দিলে বলল, তোমরা সাবধানে থেক। বাবলিকে বলল, হুঁট হাট মাঠে চলে যাস না। কারণ পালাচ্ছে কেউ কেউ। পুলিশ ধরে আনছে। ঠেলাঠেলি করে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তোকে নিয়ে আমার বড় ভয়। এই বলেই আবার সাইকেলে চেপে উধাও হয়ে গেল। এই কথারও চোখ টান করে মিস্টি হাসল বাবলি।

কতদিন বাবলি আয় ঘর থেকে বের হয় না। পরদিন দেখল এক

খণ্ড কালো মেঘ ভেসে আসছে। সে ডাকল অ পিসি দ্যাঁইখা যাও, ম্যাঘ কারে কয় দেইখা যাও। শনে পিসি বাইরে এসেই বুঝল আগুন দিয়েছে সখারাম। ঘরবাড়ি পুডছে। আগুনের লেলিহান জিহ্বা আকাশ ছুয়ে দিল। উদ্ভবেন আকাশটা লাল হয়ে গেল বুঝতে পারল বাবলি, গৌসাইর ঘর বাড়ি পুড়ে যাচ্ছে। তার ছিল একখানা পিতৃপুরুষের কোচ। গৌসাইব ইজ্জত বলতে সব কিছু ওটা। সেই ইজ্জতও পুড়ে গেল আজ। বাবলি বজ্রাভয়ে মত দাঁড়িয়ে আছে। গৌসাই ফিরে এলে তাকে কি ফেরত দেবে আজ আর সে জানে না।
